উচ্চতর বাঙলা ব্যাকরণ

চতুর্থ খণ্ড

বামণদেব চক্রবর্তী

BANGODARSHAN.COM

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপসর্গ

১৭৬। উপসর্গ ঃ যে-সকল অব্যয় কোনো প্রত্যয়যুক্ত হয় না, যাহারা ধাতুর পূর্বে বসিয়া ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, তাহাদিগকে উপসর্গ বলে।

উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বসিয়া কখনও ধাতুর অর্থটিই প্রকাশ করে, কখনও-বা ধাতুটির অর্থের পুষ্টিসাধন করে, আবার কখনও-বা বলপূর্বক ধাতুর অর্থটির উৎকর্ষ-অপকর্ষ-বিধান করিয়া নানারূপে অর্থান্তর ঘটায়। এইজন্য নূতন নূতন শব্দসৃষ্টির ক্ষেত্রে উপসর্গের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য। √বস্ (বাস করা), আ-√বস্ (বাস করা), √নম্ (নত হওয়া), প্র- √নম্ (ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে নত হওয়া)।

সংস্কৃত উপসর্গ—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্ (নিঃ), দুর্ (দুঃ), বি, অধি, সু, উদ্*, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ—এই কুড়িটি। **একই ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হইলে অর্থের কী রকম পরিবর্তন ঘটে, দেখ।—**

কৃ ধাতুর অর্থ হইতেছে **'করা'**। কিন্তু আ+কৃ=**আ**কার (মূর্তি), বি+কৃ =**বি**কার (প্রলাপ), প্র+কৃ=**প্র**কার (রকম) উপ+কৃ=**উপ**কার (মঙ্গল), অপ +কৃ=**অপ**কার (ক্ষতি), অধি+কৃ=**অধি**কার (দখল), অনু+কৃ=**অনু**করণ (নকল), উপ+কৃ=**উপ**করণ (দ্রব্য), পরি+কৃ=**পরি**ষ্কার (নির্মল), সম্+কৃ =**সং**স্কার (শুদ্ধি) ইত্যাদি।

হৃ ধাতুর অর্থ হইতেছে **'হরণ করা'**। কিন্তু আ+হৃ=**আ**হার (খাওয়া), প্র +হৃ=**প্র**হার (মার), বি+হৃ=**বি**হার (ভ্রমণ), উদ্+হৃ=**উদ্ধা**র (মুক্তি), সম্+হৃ=**সং**হার (ধ্বংস), উপ+হৃ=**উপ**হার (উপঢৌকন), পরি+হৃ=**পরি**হার (ত্যাগ বা উপেক্ষা)।

গম্ ধাতুর অর্থ হইতেছে **'যাওয়া'**। কিন্তু আ+গম্=**আ**গমন (আসা), নিঃ +গম্=**নির্গ**মন (বাহির হওয়া), বি+গম্=**বি**গত (অতীত), সম্+গম্=**সং**গত (ঠিক), দুঃ+গম্=**দুর্গ**তি (দুরবস্থা), সু+গম্=**সু**গত (বুদ্ধদেব)।

একটি ধাতুর পূর্বে একই কালে একাধিক উপসর্গ যুক্ত হইতে পারে। **বি-অব-হৃ** +ঘঞ্=ব্যবহার। **সম্**+**আ**-লোচ্+অন+স্ত্রীলিঙ্গে আ=সমালোচনা। **প্রতি-উদ্**-গম্+অনট্=প্রত্যুদ্গমন। **অনু-সম্**-ধা+সন্+অ+আ=অনুসন্ধিৎসা। **সম্-অভি-বি-আ**-হৃ+ঘঞ্=সমভিব্যাহার।

উপসর্গগুলি কোন্ কোন্ অর্থে ধাতুর পূর্বে বসিয়া কোন্ কোন্ বিশেষ্য বা বিশেষণপদ গঠন করিয়া থাকে তাহার একটি ক্ষুদ্র তালিকা দেখ ঃ—

প্র—(১) **উৎকর্ষ ঃ** প্রভাব, প্রখ্যাত, প্রণতি, প্রতাপ, প্রণত, প্রকৃষ্ট, প্রভাত। (২) **আধিক্য ঃ** প্রগাঢ়, প্রচণ্ড, প্রকোপ, প্রসক্তি, প্রখর, প্রকট। (৩) **আরম্ভ ঃ** প্রবেশিকা, প্রদোষ, প্রজা। (৪) [illegible] **ঃ** প্রবীণ, প্রবণতা। (৫) **বৈপরীত্য ঃ**

---

* উপসর্গটি উৎ নয়, **উদ্**। সাধারণতঃ 'উৎ'-রূপে উচ্চারিত হইলেও বৈয়াকরণেরা ইহাকে দ্-কারান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। **"উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ পূর্বস্য"**—পাণিনি।

প্রস্থান, প্রবাসী, প্রোষিতভর্তৃকা, প্রসাধন। (৬) **পূর্ববর্তী ঃ** প্রপিতামহ। (৭) **পরবর্তী ঃ** প্রজন্ম, প্রশিষ্য।

পরা—(১) **আধিক্য ঃ** পরাক্রম, পরাকাষ্ঠা। (২) **বৈপরীত্য ঃ** পরাভব, পরাজয়, পরাক্রান্ত, পরাবর্তন, পরাঙ্মুখ। (৩) **সম্যক্ ঃ** পরামর্শ, পলায়ন।

অপ—(১) **বৈপরীত্য ঃ** অপচয়, অপজ্ঞান, অপযশ, অপকীর্তি, অপকার, অপমান, অপলাপ। (২) **কুৎসিত অর্থে ঃ** অপকর্ম, অপবাদ, অপপ্রয়োগ, অপমৃত্যু, অপব্যবহার, অপভাষা। (৩) **স্থানান্তরিত অর্থে ঃ** অপনয়ন, অপহরণ, অপসৃত।

অপ উপসর্গটির যেন **অপপ্রয়োগ** না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকা উচিত। যেসব শব্দে কেবল অবস্থা বা ঘটনা বুঝায়, কোনো বস্তুগর্ভতা নাই, সেইসব শব্দের বিপরীতার্থক শব্দসৃষ্টি করিতে নঞ্-তৎপুরুষের অ বা অন্ যথেষ্ট। যেমন—সংগতি—অসংগতি, সংযম—অসংযম, বিশ্রান্ত—অবিশ্রান্ত, সভ্য—অসভ্য, বিদ্যা—অবিদ্যা, দৃষ্ট—অদৃষ্ট, শ্লীল—অশ্লীল, সংস্কৃতি—অসংস্কৃতি।

সম্—(১) **সম্যক্ ঃ** সমুচিত, সমাগত, সমাদর, সমালোচনা, সম্প্রদান, সন্তাপ, সম্মতি, সংজ্ঞা, সংবিৎ, সংবেদন, সমীক্ষা, সংস্কার, সংকীর্তন। (২) **আভিমুখ্য ঃ** সম্মুখ, সমক্ষে। (৩) **একতা ঃ** সংকলিত, সংকলন, সমাবর্তন, সংবাদ, সম্মিশ্রণ, সংহিতা। (৪) **সত্বরতা ঃ** সংবেগ।

নি—(১) **আতিশয্য ঃ** নিগূঢ়, নিতল, নিদান, নিদারুণ। (২) **সম্যক্ ঃ** নিপীত, নিয়োগ, নিস্তব্ধ, নিরত, নিষণ্ণ, নিষ্ণাত, নিবিষ্ট, নিক্ষেপ। (৩) **বিরত ঃ** নিবৃত্ত, নিষেধ, নিবারণ। (৪) **নিন্দা ঃ** নিকৃষ্ট, নিগ্রহ। (৫) **বিন্যাস ঃ** নিবেশ, উপনিবেশ। (৬) **অভাব ঃ** নিচ্ছিদ্র।

অব—(১) **নিশ্চয় ঃ** অবধান, অবধারণ, অবক্ষয়, অবগতি, অববোধ (বিশেষ-জ্ঞান), অবরোধ। (২) **হীনতা ঃ** অবনতি, অবজ্ঞাত। (৩) **নিম্নতা ঃ** অবতরণ, অবগাহন, অবরোহণ। (৪) **বিযুক্ত ঃ** অবচ্ছেদ, ব্যবধান, অবকাশ।

অনু—(১) **পশ্চাৎ ঃ** অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুব্রজন, অনুসরণ, অনুরাগ, অনুকরণ, অনুশোচনা, অনুস্বর। (২) **সাদৃশ্য ঃ** অনুরূপ, অনুদান, অনুগুণ, অনুলিপি। (৩) **পৌনঃপুন্য ঃ** অনুদিন, অনুক্ষণ, অনুধ্যান। (৪) **অভ্যন্তর ঃ** অনুপ্রবেশ। (৫) **আভিমুখ্য ঃ** অনুকূল। (৬) **সম্যক্ ঃ** অনুমোদন।

নির্—(১) **সম্যক্ ঃ** নিরীক্ষণ, নির্ণয়, নির্ধারণ, নিরাকুল (সম্যক্ আকুল), নিশ্চুপ, নিষ্পিষ্ট, নির্মুক্ত, নির্দেশ। (২) **নাই বা নয় অর্থে ঃ** নিরক্ষর, নিশ্ছিদ্র, নীরত, নির্বংশ, নিস্তরঙ্গ, নিরুপমা, নীরব, নির্ভীক, নির্বাক্, নিষ্পন্দ, নিরানন্দ, নিরাহার, নিরন্ন, নির্বেদ, নিরবলম্ব, নিরবদ্য, নিরাকুল (আকুল নয়), নীরদ, নিরর্গল, নিরভিমান, নিরপরাধ। (৩) **বাহির ঃ** নির্গত, নিশ্বাস, নির্মোক। (৪) **আতিশয্য ঃ** নিরতিশয়।

দুর্—(১) **নিন্দার্থে ঃ** দুরদৃষ্ট, দুর্নাম, দুর্মুখ, দুরভিসন্ধি, দুঃশাসন, দুষ্প্রবৃত্তি, দুশ্চরিত্র, দুষ্কৃতি (দুষ্কার্য), দুষ্কৃতী (দুষ্কার্যকারী)। (২) **অভাব ঃ** দুর্ভিক্ষ, দুর্বল। (৩) **দুঃখ অর্থে ঃ** দুর্গম, দুর্গ, দুর্জয়, দুষ্কর, দুস্তর, দুষ্প্রাপ্য, দুরবস্থা, দুঃসাধ্য, দুশ্চর, দুরবগাহ, দুরবগম্য, দুরধিগম্য, দুরন্বয়।

বি—(১) **বৈপরীত্য ঃ** বিয়োগ, বিপক্ষ, বিক্রয়, বিকৃতি, বিসর্জন, বিবাদ। (২) **বিশিষ্টতা ঃ** বিজ্ঞান, বিকাশ, বিজয়, বিচূর্ণ, বিন্যাস, বিখ্যাত, বিনয়, বিনীত,

BANGODARSHAN.COM

বিনিয়োগ, বিবর্তন। (৩) **অভাব ঃ** বিশ্রান্ত (বিগতশ্রম), বিতৃষ্ণা, বিনিদ্র। (৪) **প্রতিক্রিয়া ঃ** বিক্রিয়া। (৫) **আতিশয্য ঃ** বিশ্রান্ত (অতিশয় শ্রান্ত)।

অধি—(১) **আধিপত্য ঃ** অধিনায়ক, অধিপতি, অধিগ্রহণ, অধ্যাদেশ, অধিরাজ, অধিবাস, অধিকার। (২) **ঊর্ধ্বস্থিতি ঃ** অধিত্যকা, অধিরোহণ। (৩) **আধিক্য ঃ অধ্যয়ন।**

সু—(১) **শোভনার্থ ঃ** সুযোগ, সুদর্শন, সুকোমল, সুশীল, সুচারু, সুকণ্ঠ, সুসময়, সুদিন, সুগীত। (২) **আধিক্য ঃ** সুদক্ষ, সুকঠিন, সুতীক্ষ্ণ। (৩) **সহজ ঃ** সুকর, সুসাধ্য, সুলভ, সুগম। (৪) **তীক্ষ্ণতা ঃ** সুদর্শন (শকুন)। "সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে।"

উদ্—(১) **আতিশয্য ঃ** উৎকৃষ্ট, উৎকর্ষ, উত্তাল, উদ্বেল, উচ্ছ্বাস। (২) **ঊর্ধ্বস্থিতি ঃ** উদ্বর্তন, উৎক্ষেপণ, উত্তীর্ণ, উৎসঙ্গ, উত্থান। (৩) **স্থানচ্যুতি ঃ** উদ্ভাস্তু, উৎপাটন, উন্মার্গ, উন্নিদ্র।

পরি—(১) **বিরোধ ঃ** পরিবাদ, পরিপন্থী। (২) **আতিশয্য ঃ** পরিম্লান, পরিক্ষীণ, পরিবেদন, পরিক্লিষ্ট। (৩) **চিহ্ন ঃ** পরিচায়ক, পরিপত্র (circular), পরিচিতি। (৪) **ব্যাপ্তি ঃ** পরিকেন্দ্র। (৫) **সম্যক্ ঃ** পরিপূর্ণ, পরিপক্ক, পরিতুষ্ট, পরিস্ফুট, পর্যবেক্ষণ, পরিভাষা, পরীক্ষা, পরিচর্যা, পরিচালনা, পরিবহণ, পরিপুষ্ট, পরিপক্ক, পরিভ্রষ্ট।

প্রতি—(১) **সাদৃশ্য ঃ** প্রতিমূর্তি, প্রতিবিম্ব, প্রতিনিধি, প্রতিবেদন, প্রতিধ্বনি। (২) **বীপ্সা ঃ** প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। (৩) **বিরোধ ঃ** প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিকূল, প্রতিঘাত, প্রতিক্রিয়া, প্রত্যুত্তর, প্রতিবিধান, প্রতিবাদ। (৪) **উৎকর্ষ ঃ** প্রতিজ্ঞা, প্রতিপালন, প্রত্যুদ্গমন, প্রত্যুত্থান। (৫) **সত্বরতা ঃ** প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

অভি—(১) **সম্যক্ ঃ** অভিজ্ঞ, অভ্যুদয়, অভ্যুত্থান, অভ্যাগত, অভিশাপ, অভিজ্ঞান, অভিলাষ, অভিনন্দন, অভিজাত। (২) **আভিমুখ্য ঃ** অভিসার, অভিঘাত, অভিযান, অভিষেক, অভিমুখ। (৩) **বিরোধ ঃ** অভিযোগ, অভিভব (পরাভব বা ভাবাবেশ)। (৪) **সমন্ত ঃ** অভিধান।

অতি—(১) **অতিক্রম অর্থে ঃ** অতিপ্রাকৃত, অতিমানব। (২) **আতিশয্য ঃ** অতিশয়, অতিকায়, অতিভক্তি, অতিভোজন, অতিবৃষ্টি, অতিদর্প, অতিবুদ্ধি। (৩) **উৎকৃষ্ট ঃ** অতিনাগর। "সো অতি নাগর।"

অপি—এই উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ বাংলায় বিরলদৃষ্ট। অপিনদ্ধ—পিনদ্ধ (পরিহিত), অপিধান—পিধান (আচ্ছাদন)।

উপ—(১) **সামীপ্য ঃ** উপকণ্ঠ, উপকূল, উপনীত, উপস্থিত, উপনয়ন। (২) **সম্যক্ ঃ** উপপত্তি, উপন্যাস, উপশম, উপকার। (৩) **ক্ষুদ্রার্থে ঃ** উপদ্বীপ, উপাহার, উপসাগর, উপমহাদেশ, উপমন্ত্রী, উপরাজ্যপাল, উপগ্রহ। (৪) **হীনতায় ঃ** উপদেবতা, উপনেত্র, উপভোগ। স্বেচ্ছাচারপ্রসূত ভোগের নামই **উপভোগ**।

আ—(১) **পর্যন্ত ঃ** আসমুদ্র, **আকর্ণ**, **আমরণ**, আমৃত্যু, আজানু, আকণ্ঠ, আবক্ষ। (২) **সম্যক্ ঃ** আশঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা, আকর্ষণ, আসিক্ত, আরক্ত, আস্ফোন, আবণ্টন, আনৃশংস্য, আপীড়ন (সম্যক্ আলিঙ্গিত), আপীত (সম্যক্ পান করা হইয়াছে যাহা)। (৩) **ঈষৎ অর্থে ঃ** আপক্ক, আরক্ত, আভাস, আনত, আতপ্ত,

আকুঞ্চিত, আনীল, আপীত (হরিদ্রাভ), আকম্পিত, আপিঙ্গল, আসিক্ত, আবাসন, আহরিৎ, আতিক্ত। (৪) **বৈপরীত্যে :** আনৃশংস্য (দয়া করুণা)। (৫) **চতুর্দিক্ অর্থে :** আসার।

উল্লিখিত কুড়িটি উপসর্গ মনে রাখিবার পক্ষে অন্ত্যমিলযুক্ত নীচের ছড়াটি সহায়ক হইতে পারে।—

"প্র পরা অপ সম্ নি।
অব অনু নির্ (নিঃ) দুর্ (দুঃ) বি॥
অধি সু উদ্ পরি প্রতি।
উপ আ অপি অভি অতি॥"

এই কুড়িটি উপসর্গের মধ্যে মাত্র **প্রতি ও অতি উপসর্গ দুইটিরই অব্যয়রূপে স্বাধীন প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।** অন্যান্য উপসর্গগুলির স্বাধীন প্রয়োগ নাই।

কুড়িটি উপসর্গ ছাড়াও অন্তঃ, আবিঃ, বহিঃ, প্রাদুঃ, তিরঃ, পুরঃ, সাক্ষাৎ, অলম্, পূর্ব প্রভৃতি উপসর্গ-স্থানীয় অব্যয়ও ধাতুর পূর্বে উপসর্গের মতো ব্যবহৃত হয়।

অন্তঃ—অন্তরাত্মা, অন্তর্জগৎ, অন্তর্গত, অন্তর্ধান, অন্তঃপুর, অন্তঃপাতী, অন্তঃকরণ, অন্তঃশিলা, অন্তঃসলিলা, অন্তঃসার, অন্তঃস্থ, অন্তর্হিত, অন্তরীক্ষ, অন্তর্গূঢ়, অন্তর্দাহ, অন্তর্নিহিত, অন্তর্বর্তী, অন্তর্বেদনা, অন্তর্ভূত, অন্তস্তল, অন্তর্জাতীয়, অন্তরঙ্গ।

আবিঃ—আবির্ভাব, আবিষ্কার, আবিষ্কর্তা, আবিষ্করণ, আবিষ্কৃত।

বহিঃ—বহিরঙ্গ, বহিরাগমন, বহিরাবরণ, বহির্গমন, বহির্জগৎ, বহির্দেশ, বহির্বাটী, বহির্বাণিজ্য, বহির্ভূত, বহিষ্কার, বহিষ্করণ, বহিষ্কৃত, বহিষ্ক্রান্ত, বহিরিন্দ্রিয়, বহির্বিশ্ব।

প্রাদুঃ—প্রাদুর্ভাব, প্রাদুর্ভূত।

তিরঃ—তিরোভাব, তিরোধান, তিরোহিত, তিরস্করণী, তিরস্কার, তিরস্কৃত।

পুরঃ—পুরস্কার, পুরোহিত, পুরোভাগ, পুরোবর্তী, পুরোভূমি, পুরোযায়ী।

অলম্—অলংকার, অলংকর্তা, অলংকরণ, অলংকৃতি, অলংকৃত।

সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎকার, সাক্ষাদ্দর্শন।

পূর্ব—পূর্বকাল, পূর্বজন্ম, পূর্ববর্তী, পূর্বপদ, পূর্বপুরুষ।

সংস্কৃত উপসর্গ ধাতু ব্যতীত বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি পদের পূর্বেও বসে।—

(ক) **বিশেষ্যের পূর্বে :** (১) **প্র**+পিতামহ=প্রপিতামহ ; (২) **অভি**+মুখ=অভিমুখ ; (৩) **পরি**+কেন্দ্র=পরিকেন্দ্র ; (৪) **প্রতি**+অহ=প্রত্যহ ; (৫) দুঃ+মুখ=দুর্মুখ। (খ) **বিশেষণের পূর্বে :** (১) **প্র**+খর=প্রখর ; (২) **অতি**+অধিক=অত্যধিক ; (৩) **আ**+নীল=আনীল।

বাংলা উপসর্গ

বাংলা উপসর্গগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা ধাতুর পূর্বে না বসিয়া বিশেষ্য বা বিশেষণের পূর্বে বসে।

অ, আ, অনা—(১) **না, নয় বা নাই অর্থে :** অচেনা, অজানা, অনড়, অনামা, অদেখা, অকেজো, অকাট্য, অফুরন্ত, আকাঁড়া, অনাবৃষ্টি, অঢেল, অখুশী, আখোলা,

BANGODARSHAN.COM

আলুনী, আধোয়া, আচালা, আপাকা (ঈষৎ অর্থে), আছাঁটা। (২) **মন্দ অর্থে :** অনাছিষ্টি, অনাসৃষ্টি, অবেলা, অঘাট, অকাজ, অকাল, আকাল, আঘাটা। (৩) **অতিশয় বা প্রকৃষ্ট অর্থে :** অপলকা (ঠিক-ঠিক পলকা), অবর, আকাট (মূর্খ), আক্রান্ত।

কু—মন্দ অর্থে : কু-কাজ, কুচুটে, কুনজর, কুদিন, কুকথা, কুপথ্য, কুপথ, কু-অভ্যাস।

সু—ভালো অর্থে : সুনজর, সুডৌল, সুঠাম, সুরাহা, সুখবর।

নির্, নি—নাই অর্থে : নিলাজ, নির্ঝঞ্ঝাট, নিঠুর, নিটোল, নিখুঁত, নিখাদ, নিটুট, নিখরচা, নিখরচে, নিখোঁজ, নিভাঁজ, নির্ভেজাল, নির্ভরসা, নির্ভুল, নিটাল।

না—না বা নয় অর্থে : না-টক, না-মিষ্টি, নাছোড়, নাবালক, নামঞ্জুর, নারাজ, না-লায়েক।

বি—নাই বা নিন্দার্থে : বিভুঁই, বিজোড়, বিকল, বিটোল।

পাতি—ক্ষুদ্র অর্থে : পাতিহাঁস, পাতিলেবু, পাতিকুয়া>পাতকো।

ভর—পূর্ণ অর্থে : ভরসন্ধে, ভরপেট, ভরদুপুর, ভরদিন।

হা—অভাবার্থে : হাঘরে, হা-ভাতে, হা-পিত্যেশ (অতি লোভাতুর প্রত্যাশা), হাহুতাশ।

ভরা—পূর্ণ অর্থে : ভরাডুবি, ভরাযৌবন, ভরানদী, ভরাকোল।

স—সহার্থে : সবুট, সজোর।

বিদেশী উপসর্গ

বিদেশী উপসর্গগুলিও **ধাতুর পূর্বে না বসিয়া বিশেষ্য ও বিশেষণের পূর্বে বসে।**

(ক) **ফারসী : গর—না, অভাব ও অন্যথা অর্থে :** গরমিল, গরহাজির, গরজমা, গররাজী, গরবনেদী, গরকবুল, গরকায়েম।

বদ—নিন্দার্থে : বদলোক, বদনাম, বদমেজাজ, বদহজম, বদগন্ধ।

ফি—প্রত্যেক অর্থে : ফি-সন, ফি-বছর, ফি-হপ্তা।

দর—অল্প অর্থে : দরকাঁচা, দরকচা, দরদালান, দরপত্তনি।

বে—(১) **নয় অর্থে :** বেগতিক, বে-আইনী, বেপরোয়া, বেরসিক, বেকায়দা, বে-আক্কেল, বে-সুরো, বেটপ, বেইজ্জত, বেইমান, বেকসুর, বেআদব, বেআক্কেল, বেওয়ারিস, বেজায়, বেজার, বেদখল, বেঠিক, বেধড়ক, বেনাম, বেশরম, বেহিসাব, বেহুঁশ, বেপাত্তা, বেসামাল, বেতাল, বেহায়া, বেহাল, বেঘোর (অচেতন, সংকটময়), বেগোছ, বে-বলগা। (২) **মৃদু অর্থে :** বে-আন্দাজ (যথাযথ আন্দাজ করা হয় নাই), বে-আন্দাজী। (৩) **মন্দ বা অন্য অর্থে :** বেপাড়া।

নিম—প্রায় বা অর্ধ অর্থে : নিমরাজী, নিমখুন।

হর—প্রত্যেক অর্থে : হররোজ, হরবোলা, হরেক।

(খ) **ইংরেজী : হেড—প্রধান অর্থে :** হেডমাস্টার, হেড-অফিস, হেডক্লার্ক, হেড-কোয়ার্টার্স, হেড-কনস্টেবল।

সাব—অধীন অর্থে : সাবজজ, সাব-ডেপুটি, সাব-ইনস্পেক্টর।

ফুল—ফুলপ্যানট, ফুলহাতা, ফুলমোজা।

হাফ—অর্ধ অর্থে : হাফ-টাইম, হাফ-ডে, হাফ-জানতা, হাফ-রোজ, হাফ-টিকিট।
মিনি—মিনিবাস, মিনিছাতা, মিনিখাতা, মিনিমঠ, মিনিহোটেল।

অনুসর্গ ও উপসর্গের সাদৃশ্য ও পার্থক্যটুকু দেখিয়া লও। অনুসর্গ ও উপসর্গ উভয়েই অব্যয়—উভয়ের মধ্যে ক্ষীণ সাদৃশ্য এইটুকুই ; কিন্তু বিভেদটুকুই বড়ো :

(১) **উপসর্গ সবই অব্যয়, কিন্তু অনুসর্গ কিছু অব্যয় আর কিছু ক্রিয়াজাত।** (২) **অনুসর্গ বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসিয়া শব্দবিভক্তির কাজ করে কিন্তু উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বসিয়া তাহার অর্থটির পুষ্টিসাধন বা বৈশিষ্ট্য-নিদর্শন করে, আবার কখনও-বা অর্থের পরিবর্তন, উৎকর্ষ বা অপকর্ষও ঘটায়।** (৩) **অনুসর্গ পূর্বস্থিত পদটির পরে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে, পদটির সহিত একাক্ষ হইয়া যায় না, কিন্তু উপসর্গ পরবর্তী ধাতুটির সহিত একাক্ষ হইয়া অবস্থান করে।** (৪) **অনুসর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দের পরে বসে, ক্বচিৎ শব্দের পূর্বে বসে,** (১২৩-১২৪ পৃষ্ঠায় অনুসর্গের প্রয়োগ লক্ষ্য কর) **কিন্তু তৎসম উপসর্গ ধাতুর পূর্বেই বসে, পরে নয়।** (৫) **অনুসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে, কিন্তু উপসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই। (অবশ্য প্রতি ও অতি উপসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে।) অনুসর্গের স্বাধীন প্রয়োগের উদাহরণ :** সেই বাগবাজার থেকে থেকে-থেকেই দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসে। মনের মাঝে উদ্দীপনা মাঝে-মাঝে জাগে বইকি। এদেশে মাটির দোষে চারাগাছ বনস্পতি হতে-হতেই এরণ্ড হয়ে যায়। আদেশ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি পদত্যাগ করেছেন।

অনুশীলনী

১। (ক) উপসর্গ কাহাকে বলে? উপসর্গের বৈশিষ্ট্য কী? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

(খ) সংস্কৃত উপসর্গ বিশেষ্য ও বিশেষণের পূর্বেও বসে, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলিকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? প্রত্যেকটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া উপসর্গের উল্লেখ কর এবং প্রতিটি উপসর্গ দিয়া একটি করিয়া শব্দগঠন করিয়া শব্দগুলিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

৩। উদাহরণের সাহায্যে অনুসর্গ ও উপসর্গের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

৪। (ক) সংস্কৃত উপসর্গগুলির নাম উল্লেখ কর। ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্‌টির স্বাধীন প্রয়োগ রহিয়াছে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

(খ) সংস্কৃত উপসর্গ-স্থানীয় যে অব্যয়গুলি বাংলায় উপসর্গের মতো ব্যবহৃত হয়, সেগুলির নাম কর এবং প্রত্যেকটির দ্বারা একটি করিয়া শব্দগঠন কর।

(গ) বাংলা উপসর্গ ও সংস্কৃত উপসর্গের পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৫। পাঁচটি বাংলা উপসর্গ ও পাঁচটি বিদেশী উপসর্গের উল্লেখ করিয়া প্রতিটি উপসর্গ দিয়া একটি করিয়া শব্দগঠন কর। এই উপসর্গগুলির বৈশিষ্ট্য কী?

৬। (ক) কৃ, হৃ, গম্, পদ্—প্রত্যেকটি ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যোগ করিয়া একে একে দেখাও যে, উপসর্গ ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।

BANGODARSHAN.COM

(খ) স্থা, দিশ্, ভূ, বদ্, চর্, জ্ঞা—প্রত্যেকটি ধাতুর পূর্বে কমপক্ষে দুইটি করিয়া উপসর্গ পৃথগ্‌ভাবে যোগ করিয়া মোট বারোটি শব্দগঠন কর।

(গ) প্র আ সম্ অধি অব উদ্ বে অভি নির্ দুর্ বি সু উপ না ভর বদ নি অনু—প্রতিটি উপসর্গের দ্বারা একটি শব্দরচনা করিয়া প্রতিটি শব্দকে বাক্যে প্রয়োগ কর।

৭। উদাহরণ দাও : বিদেশী উপসর্গযুক্ত তৎসম শব্দ, সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত বিদেশী শব্দ, সম্যক্ অর্থে 'আ' উপসর্গ, মৃদু অর্থে 'বে' উপসর্গ, সংস্কৃত উপসর্গ-স্থানীয় অব্যয়, একাধিক উপসর্গযুক্ত শব্দ।

৮। (ক) শব্দের আদিতে স্থিত উপসর্গটির স্থানে পাশের বন্ধনীমধ্যস্থ উপসর্গটি বসাইয়া যে নূতন শব্দটি পাও, সেটির সঙ্গে মূল শব্দটির অর্থের কী পার্থক্য ঘটে, দেখাও : আগমন (নির্), নিক্ষেপ (প্র), আহার (উপ), উপকার (সম্), আনয়ন (প্র), নিবৃত্তি (আ), সম্পন্ন (প্র), প্রসন্ন (বি)।

(খ) √নী+ক্ত=……? শব্দটির পূর্বে প্র, আ, উপ, অভি, পরি, বি—উপসর্গগুলি একে একে বসাইয়া মোট ছয়টি শব্দরচনা কর ও সেগুলির অর্থ বল।

(গ) √পদ্+ক্তি=……? শব্দটির পূর্বে উদ্, প্রতি, বি, নিঃ, সম্, আ, উপ, প্র—উপসর্গগুলি একে একে বসাইয়া মোট আটটি শব্দরচনা কর এবং সেগুলির অর্থ বল।

(ঘ) √সদ্+ক্ত=……? শব্দটির পূর্বে প্র, আ, নি, উদ্, বি, অব—উপসর্গগুলি একে একে বসাইয়া মোট ছয়টি শব্দরচনা কর এবং সেগুলির অর্থ বল।

(ঙ) 'আসন্ন' কথাটির 'আ' উপসর্গ বাতিল করিয়া সেইস্থানে 'বি' উপসর্গ বসাইয়া যে শব্দটি পাইবে সেটিকে বাক্যে প্রয়োগ কর।

(চ) 'উৎপত্তি' কথাটির পূর্বে 'বি' উপসর্গ বসাইয়া যে শব্দটি পাইবে সেটিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

৯। সমালোচিত, প্রত্যুদ্‌গত, সমভিব্যাহার, ব্যবহৃত, প্রত্যুত্থান, ব্যুৎপত্তি, বিপরীত, সমবেত, ব্যত্যয়, উপনিষৎ—প্রতিটি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গগুলি পর পর দেখাও।

১০। চূড়ান্ত রূপ দেখাও এবং শব্দটিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর : অনু+সঙ্গী, অনু+সন্ধান, অনু+সিদ্ধান্ত, পরি+সেবা, নিঃ+নেয়, পরি+নয়, সু+সিদ্ধ, নি+সিদ্ধ, প্র+নতি, পরি+মান, প্র+নাম, দুঃ+নাম, অভি+সেক, দুঃ+নীতি, সু+সুপ্তি, দুঃ+বি+সহ, নি+ছিদ্র, নিঃ+ছিদ্র, বি+সন্ন, পরি+নাম।

১১। (ক) 'তাপ' কথাটির পূর্বে প্র, সম্, নিঃ অনু, পরি, উদ্ উপসর্গগুলি একে একে বসাইয়া ছয়টি শব্দরচনা করিয়া প্রতিটি শব্দকে নিজস্ব বাক্যে প্রয়োগ কর।

(খ) 'মান' কথাটির পূর্বে প্র, সম্, অপ, অভি, নিঃ, পরি, অনু, উপ এই উপসর্গগুলি একে একে বসাইয়া মোট আটটি শব্দ রচনা কর।

(গ) 'নত' শব্দটির পূর্বে প্র, সম্, অব, বি, উদ্, পরি, আ উপসর্গগুলি একে একে বসাইয়া সাতটি শব্দরচনা কর।

১২। শুদ্ধ কর : প্রতি গৃহে গৃহে গিয়ে আবেদন জানিয়েছি। আবহমান কাল থেকেই এ প্রথা এই দেশে চলে আসছে। অপসংস্কৃতিতে দেশটা যে ছেয়ে গেল হে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাক্য-প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক্য

আমি যদি বলি, "আমায় ভালো দেখে একখানা গল্পের বই দাও," তবে আমার প্রয়োজনটুকু বুঝিয়া আমাকে একখানি গল্পের বই আনিয়া দিবে। আমায়, একখানা, ভালো, দেখে, গল্পের, বই, দাও এবং তুমি (উহ্য)—মোট এই আটটি পদের সাহায্যে আমার মনোভাবটি প্রকাশ করিলাম এবং তোমাদেরও বুঝিতে কোনো অসুবিধা হইল না। এই আটটি সুসজ্জিত পদের সমষ্টিকে **বাক্য** বলে।

১৭৭। **বাক্য ঃ যে কয়টি সুসজ্জিত পদের দ্বারা মনের কোনো একটি ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, তাহাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে।**

সুসজ্জিত কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উপরের কথাগুলি যদি "বই গল্পের দাও একখানা ভালো দেখে আমায়" এইরকম এলোমেলোভাবে বলি, বক্তব্যটি বুঝিতে তোমাদের বেশ অসুবিধা হইবে। কিংবা যদি বলি "বুবাই টেবিল আকাশ আলো অন্ধকার"—তখনও আমার মনোভাব বলাও হইল না, তোমরা বুঝিতেও পারিলে না। কেননা, কথাগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু ওই কথাগুলির প্রত্যেকটি লইয়া এক-একটি বাক্যরচনা করিলে পাইবে—(ক) **বুবাই** বকবক করিতেছে। (খ) **টেবিলটা** বড়ো টলমল করে। (গ) **আকাশ** আমাদের উদার হতে শিক্ষা দেয়। (ঘ) **আলো** মনের মাঝে আশা জাগায়। (ঙ) **অন্ধকার** জাগায় ভীতি।

বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই—(১) **আসত্তি** (নৈকট্য), (২) **যোগ্যতা** ও (৩) **আকাঙ্ক্ষা**।

১৭৮। **আসত্তি ঃ বাক্যের বিভিন্ন অংশ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করার নাম আসত্তি।** সিদ্ধার্থের পড়িল শরাহত কোলে চিন্তারত রাজহংসটি—বাক্য নয়। বাক্যের প্রতিটি পদ উপস্থিত, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে থাকায় ভাবপ্রকাশের অসুবিধা হইতেছে। বলিতে হইবে—শরাহত রাজহংসটি চিন্তারত সিদ্ধার্থের কোলে পড়িল। তেমনি, প্রাচীন ভারত বলেছে—মানুষ অমৃতের পুত্র। রক্তের সম্পর্ক বড়ো কথা, না, প্রাণের সম্পর্ক ?

১৭৯। **যোগ্যতা ঃ কোনো পদসমষ্টি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ভাবপ্রকাশের যদি কোনো অসংগতি না থাকে, তবে ওই পদসমষ্টির বাক্যগঠনের যোগ্যতা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।** (ক) অনিন্দিতা আগুনে সাঁতার দিতেছে। (খ) সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হয়। আদৌ বাক্য নহে। মানুষের পক্ষে আগুনে সাঁতার দেওয়া অসম্ভব, আর প্রকৃতির নিয়মে সূর্যও কখনো পশ্চিমদিকে উঠে না। বলিতে হইবে—(ক) অনিন্দিতা পুষ্করিণীতে (বা নদীতে) সাঁতার দিতেছে। (খ) সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। এখন ভাবপ্রকাশে আর কোনো বাধা রহিল না।

১৮০। **আকাঙ্ক্ষা ঃ বাক্যের কিছু অংশ বলিবার পর অবশিষ্টাংশটুকু বলিবার জন্য বক্তার যেমন আগ্রহ থাকে, না-বলা অংশটি শুনিবার জন্য শ্রোতারও মনে তেমনি**

BANGODARSHAN.COM

একটি আগ্রহ জন্মে। বাক্যে ব্যবহৃত পদসমষ্টি যদি এই আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিতে পারে তবেই সেই বাক্যটির আকাঙ্ক্ষা আছে বুঝিতে হইবে। "তোমাদের শ্রেণীর মনীষা" এইটুকু বলিয়া যদি আর কিছু না বলি, তাহা হইলে অবশিষ্টাংশটুকু শুনিবার জন্য কি তোমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিবে না ? সেই ব্যাকুলতা দূর করিবার জন্য যখন বলিলাম "নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছে" অমনি তোমাদের ব্যাকুলতা দূরীভূত হইল, আমারও আকুলতা মিটিয়া গেল। বক্তা-শ্রোতা সকলেরই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার ক্ষমতা বাক্যটির রহিয়াছে। তাই বাক্যটিতে ব্যবহৃত পদগুলি পূর্ণাকাঙ্ক্ষ।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেকটি বাক্যের দুইটি প্রধান অংশ থাকে—একটি **উদ্দেশ্য**, অন্যটি **বিধেয়**। (৮৪ পৃষ্ঠায় ৫৬ ও ৫৭ নং সংজ্ঞার্থ দেখ।) বাক্যের কর্তৃকারকই মূল উদ্দেশ্য। কর্তৃপদটি যখন উহ্য থাকে, তখন ক্রিয়াটিকে **কে বা কী** প্রশ্ন করিলে যে উত্তরটি পাইবে তাহাই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যের পরিচায়ক পদ যদি কিছু থাকে তাহাকে **উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক** বলে। উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের পূর্বেই বসে।

মূল উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক বাদে বাক্যের অন্য অংশটি হইতেছে **বিধেয়**। বিধেয় অংশের মূল হইল **সমাপিকা ক্রিয়া**। মূল বিধেয়ের পরিচায়ক পদাদি থাকিলে তাহাকে **বিধেয়ের সম্প্রসারক** বলে। "এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ় মাসে নামে তমালবনে।"—বাক্যটিতে ছায়া—**মূল উদ্দেশ্য**, কালো কোমল—**উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক**, নামে—**মূল বিধেয়**, এমনি করে আষাঢ় মাসে তমালবনে—**বিধেয়ের সম্প্রসারক**। বিধেয়ের সম্প্রসারক ক্রিয়াবিশেষণ বা কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান বা অধিকরণকারক হয়।

॥ **উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্প্রসারণ** ॥

মূল উদ্দেশ্যের পূর্বে তাহার পরিচায়ক বিশেষণপদ বসাইয়া উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারিত করা হয়। আর, মূল বিধেয়টির পূর্বে কীভাবে, কেমন করিয়া, কতক্ষণ ধরিয়া ইত্যাদি বুঝায় এমন ক্রিয়াবিশেষণ বা কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অধিকরণবাচক পদ বসাইয়া বিধেয়টিকে সম্প্রসারিত করা হয়। সম্প্রসারণের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।—

(ক) স্বামীজী একটি শ্বেতপদ্ম আনিলেন।

এখন স্বামীজী—এই মূল উদ্দেশ্যটিকে উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত করা হইতেছে।—

(১) **বীরসন্ন্যাসী** স্বামীজী।

(২) **বেদান্তকেশরী** বীরসন্ন্যাসী স্বামীজী।

(৩) **বিশ্ববিজয়ী** বেদান্তকেশরী বীরসন্ন্যাসী স্বামীজী।

(৪) **শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশিষ্য** বিশ্ববিজয়ী বেদান্তকেশরী বীরসন্ন্যাসী স্বামীজী।

একটি শ্বেতপদ্ম আনিলেন—এই বিধেয় অংশটিকে সম্প্রসারিত করা হইতেছে।

(১) **ইংলনড হইতে** একটি শ্বেতপদ্ম আনিলেন।

(২) **সাগরপারের শ্বেতদ্বীপ** ইংলনড হইতে একটি শ্বেতপদ্ম আনিলেন।

(৩) **গণদেবতার সেবার জন্য** সাগরপারের শ্বেতদ্বীপ ইংলনড হইতে একটি শ্বেতপদ্ম আনিলেন।

(৪) **দুর্গত ভারতের গণদেবতার সেবার জন্য**……একটি শ্বেতপদ্ম আনিলেন।

আমাদের মূল বাক্যটি সম্প্রসারণের পর দাঁড়াইল—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশিষ্য বিশ্ববিজয়ী বেদান্তকেশরী বীরসন্ন্যাসী স্বামীজী দুর্গত ভারতের গণদেবতার সেবার জন্য সাগরপারের শ্বেতদ্বীপ ইংলনড হইতে একটি শ্বেতপদ্ম আনিলেন। (সরল)

(খ) কিশোর সুভাষচন্দ্র জাতীয় পোশাকপরিচ্ছদকে অঙ্গাভরণ করলেন। **কিশোর সুভাষচন্দ্র**—এই উদ্দেশ্যটিকে উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত করা হইল।—

(১) **আশৈশব ইওরোপীয়ান আদবকায়দায় লালিতপালিত** কিশোর সুভাষচন্দ্র।

(২) **অভিজাত বংশের সন্তান** আশৈশব ইওরোপীয়ান আদবকায়দায় লালিত-পালিত কিশোর সুভাষচন্দ্র।

এইবার **জাতীয় পোশাকপরিচ্ছদকে অঙ্গাভরণ করলেন**—এই বিধেয় অংশটিকে উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত করা হইতেছে।

(১) **প্রধানশিক্ষকমশায়ের অনুপ্রেরণায়** জাতীয় পোশাকপরিচ্ছদকে অঙ্গাভরণ করলেন।

(২) **সপ্তম শ্রেণীতে ভরতি হওয়ার দিন থেকেই** প্রধানশিক্ষকমশায়ের অনুপ্রেরণায় জাতীয় পোশাকপরিচ্ছদকে অঙ্গাভরণ করলেন।

(৩) **র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট ইস্কুলে** সপ্তম শ্রেণীতে ভরতি হওয়ার দিন থেকেই প্রধানশিক্ষকমশায়ের অনুপ্রেরণায় জাতীয় পোশাকপরিচ্ছদকে অঙ্গাভরণ করলেন।

মূল বাক্যটি দাঁড়াইল—অভিজাত বংশের সন্তান আশৈশব ইওরোপীয়ান আদব-কায়দায় লালিতপালিত কিশোর সুভাষচন্দ্র র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট ইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভরতি হওয়ার দিন থেকেই প্রধানশিক্ষকমশায়ের অনুপ্রেরণায় জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদকে অঙ্গাভরণ করলেন। (সরল)

বাক্যের প্রকারভেদ

রূপের দিক্ দিয়া বাক্য তিন রকমের—(১) সরল, (২) জটিল ও (৩) যৌগিক।

১৮১। **সরল বাক্য ঃ যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র বিধেয় থাকে তাহাকে সরল বাক্য বলে।** (ক) ভবশঙ্করী বড় হিংসুটে। (খ) "ফাঁসির মঞ্চ হল মালঞ্চ।" (গ) সর্বজনীন দুর্গোৎসবে প্রবীণ পুরোহিত উদাত্তকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। (ঘ) "তিনি তলোয়ার খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়নঘর থেকে একেবারে হাত ধরে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন।"

সরল বাক্যে মূল উদ্দেশ্য থাকিবে একটি আর মূল বিধেয়ও (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকিবে মাত্র একটি। অবশ্য অসমাপিকা ক্রিয়া এক বা একাধিক থাকিতে পারে।

১৮২। **জটিল বাক্য ঃ যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং তাহার অধীন এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য থাকে, তাহাকে জটিল বাক্য বলে।** প্রধান খণ্ডবাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং প্রতিটি অপ্রধান খণ্ডবাক্যেও একটি করিয়া সমাপিকা ক্রিয়া থাকে বলিয়া জটিল বাক্যে অন্ততঃপক্ষে দুইটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকিবেই।—"সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল, সেই গিয়েছে সবার আগে সরে।" "সেই সত্য যা রচিবে তুমি।" "এই অন্তরমহলে মানুষের যে মিলন, সেই মিলনই সত্য মিলন।"

অপ্রধান খণ্ডবাক্যগুলি কোনো সাপেক্ষ সর্বনাম, নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় বা সংশয়-সূচক অব্যয়দ্বারা প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই সংযোগ তিনপ্রকারে সাধিত হয়—(১) বিশেষ্যভাবে, (২) বিশেষণভাবে ও (৩) ক্রিয়াবিশেষণভাবে।

BANGODARSHAN.COM

(১) **বিশেষ্যভাবে ঃ তুমি যে আসবে না, আমি জানতাম।** "কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে।'" (২) **বিশেষণভাবে ঃ "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।" যে অঙ্কগুলো কষতে বলেছিলাম**—সেগুলো কষেছ? (৩) **ক্রিয়াবিশেষণভাবে ঃ এখানে যখনই বৃষ্টি হয়, মুষলধারে হয়।**

১৮৩। **যৌগিক বাক্য ঃ একাধিক সরল বা জটিল বাক্যের সংযোগে গঠিত বাক্যই যৌগিক বাক্য।** (ক) ছেলেটি বুদ্ধিমান্ কিন্তু অলস। (দুইটি সরল) (খ) ভিতরের আলো এখন জ্বলে উঠেছে, সুতরাং বাইরের আলোর আর প্রয়োজন কী? (দুইটি সরল) (গ) ভরতের অশ্রু রামচন্দ্রকে বিচলিত করিল, কিন্তু পাছে পিতৃসত্য ভঙ্গ হয় এইজন্য তিনি ভরতের অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না। (একটি সরল ও একটি জটিল) (ঘ) যে ছেলে ভক্তিমান্, গুরুজনদের আশীর্বাদ সে স্বতঃই লাভ করে, আর তার জীবনপথে যে-সমস্ত বাধা বিপত্তি আসে সেগুলোও ধীরে ধীরে দূরীভূত হয়। (দুইটি জটিল বাক্য)

যৌগিক বাক্যে অন্ততঃ দুইটি প্রধান খণ্ডবাক্য থাকেই। খণ্ডবাক্যগুলি সমুচ্চয়ী অব্যয়ের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া পরস্পর নিরপেক্ষভাবে থাকে।

বাক্য-বিশ্লেষণ

১৮৪। **বাক্য-বিশ্লেষণ ঃ বাক্যের প্রধান অংশগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া একটির সঙ্গে অন্যটির সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেওয়ার নাম বাক্য-বিশ্লেষণ।**

প্রতিটি বাক্যে মূল উদ্দেশ্য ও মূল বিধেয় থাকিবেই। উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে। উদ্দেশ্য বা বিধেয় উহ্য থাকিলে সেটিকে বিশ্লেষণকালে উদ্ধার করিয়া দেখাইতে হয়। কয়েকটি **সরল বাক্যের বিশ্লেষণ দেখ।**—

(ক) বীরসন্ন্যাসী স্বামীজী বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। (খ) নেতাজী ভারতগৌরব। (গ) "মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা।" (ঘ) "আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।" (ঙ) "দিবসের শেষ আলোক মিলাল নগরসৌধ-'পরে।"

	উদ্দেশ্য		বিধেয়	
	মূল উদ্দেশ্য	ঐ সম্প্রসারক	মূল বিধেয়	ঐ সম্প্রসারক
(ক)	স্বামীজী	বীরসন্ন্যাসী	প্রতিষ্ঠা করেন	বেলুড় মঠ
(খ)	নেতাজী		(হন)	ভারতগৌরব
(গ)	(তোমরা)		এসো এসো	মার অভিষেকে ত্বরা
(ঘ)	আমরা		নির্মাণ করি	ইহার ·····করিয়া
(ঙ)	আলোক	দিবসের শেষ	মিলাল	নগরসৌধ-'পরে

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ ঃ (১) প্রথমে প্রধান খণ্ডবাক্যটি দেখাও। (২) অপ্রধান খণ্ডবাক্যগুলি দেখাইয়া ইহাদের প্রত্যেকটির সহিত প্রধান খণ্ডবাক্যটির অথবা অন্য

কোনো খণ্ডবাক্যের পারস্পরিক সম্বন্ধটি দেখাও। (৩) সংযোজক সর্বনাম বা অব্যয়গুলি নির্দেশ কর। (৪) পরিশেষে প্রতিটি খণ্ডবাক্যকে সরল বাক্যের নিয়মে বিশ্লেষণ কর। কয়েকটি আদর্শ বিশ্লেষণ দেখ।—

(ক) **মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না।**

(১) স্বাবলম্বন শক্তি……না—প্রধান খণ্ডবাক্য।

(২) মানবাত্মার……জানে না—বিশেষণস্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য—প্রধান খণ্ডবাক্যস্থিত 'তাহার' পদটিকে বিশেষিত করিতেছে।

(খ) **তিনি কোথায় থাকেন, জানি না।**

(১) (আমি) জানি না—প্রধান খণ্ডবাক্য।

(২) তিনি……থাকেন—বিশেষ্যস্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য—প্রধান খণ্ডবাক্য-স্থিত 'জানি না' সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম।

(গ) **যদি নিজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চাও, তবে সময়ের সদ্ব্যবহার কর।**

(১) তবে সময়ের……কর—প্রধান খণ্ডবাক্য।

(২) যদি……চাও—ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য—প্রধান খণ্ড-বাক্যস্থিত 'সদ্ব্যবহার কর' ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করিতেছে।

(৩) যদি-তবে—নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়।

(ঘ) **অধ্যাপক বোরিস স্মির্নফ—পেশায় যিনি শল্যচিকিৎসক, সোভিয়েট স্নায়ু-শল্যবিদ্যার বিকাশে যাঁর অবদান বিস্ময়কর—সম্প্রতি এককভাবে মূল মহাভারতের রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন।** [সোভিয়েট আলোচনী]

(১) অধ্যাপক বোরিস স্মির্নফ সম্প্রতি……করেছেন—প্রধান খণ্ডবাক্য।

(২) পেশায়……শল্যচিকিৎসক—বিশেষণস্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য—প্রধান খণ্ডবাক্যস্থিত 'বোরিস স্মির্নফ' পদটিকে বিশেষিত করিতেছে।

(৩) সোভিয়েট…—বিস্ময়কর—বিশেষণস্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য—প্রধান খণ্ডবাক্যস্থিত 'বোরিস স্মির্নফ' পদটিকে বিশেষিত করিতেছে।

উপরের প্রতিটি প্রধান ও অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে পুনরায় সরলবাক্যের নিয়মে বিশ্লেষণ করিলে তবেই পূর্ণাঙ্গ বাক্য-বিশ্লেষণ হইবে।

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ : (১) প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যকে পৃথক্ কর। (২) অপ্রধান খণ্ডবাক্য থাকিলে কোন্ নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যের সহিত সেটির কী সম্বন্ধ তাহা দেখাও। (৩) সংযোজক অব্যয় বা সর্বনামগুলি নির্দেশ কর। (৪) শেষে প্রতিটি খণ্ডবাক্যকে সরল বাক্যের রীতিতে বিশ্লেষণ কর। কয়েকটি উদাহরণ দেখ।—

(ক) **ছেলেটি বুদ্ধিমান্ কিন্তু অলস।**

(১) ছেলেটি বুদ্ধিমান্—নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্য।

(২) (ছেলেটি) অলস— „ „।

(৩) কিন্তু—সংযোজক অব্যয়।

(খ) **আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি, কিন্তু আপনি কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে আমাকে লক্ষ্যই করেন নাই।**

(১) আমি……আসিয়াছি—নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্য।

(২) আপনি কাজে……ছিলেন—প্রধান খণ্ডবাক্য।

BANGODARSHAN.COM

(৩) যে (আপনি) আমাকে……নাই—ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য—প্রধান খণ্ডবাক্যস্থিত 'এত' পদটিকে বিশেষিত করিতেছে।

(৪) কিন্তু—সংযোজক অব্যয়।

এখন প্রতিটি খণ্ডবাক্যকে সরল বাক্যের মতো পৃথগ্‌ভাবে বিশ্লেষণ করিলে পূর্ণাঙ্গ বাক্য-বিশ্লেষণ হইবে।

বাক্য-সংকোচন

১৮৫। বাক্য-সংকোচন : একাধিক কথায় প্রকাশিত কোনো ভাবকে প্রয়োজনমতো একটি শব্দে প্রকাশ করার নাম বাক্য-সংকোচন।

বিস্তৃত ভাবটিকে অল্প-পরিসরে প্রকাশ করিতে পারিলে, শুধু যে বক্তব্য-বিষয়টি সহজ ও স্পষ্ট হয় তাহা নয়, ভাষায় গাম্ভীর্য ও দৃঢ়পিনদ্ধতারও সৃষ্টি হয়। বাক্যের রূপ-পরিবর্তনে বাক্য-সংকোচন বিশেষ সহায়ক। **স্ত্রী-প্রত্যয়, কৃৎ-প্রত্যয়, তদ্ধিত-প্রত্যয় ও সমাসের সাহায্যে বাক্য-সংকোচন করা হয়।** কয়েকটি উদাহরণ।—

যাহার মূল্য নির্ণয় করা যায় না—**অমূল্য**। অগ্রে যে গমন করে—**অগ্রগামী**। সেইরূপ দ্রুতগামী, শ্লথগামী, মন্দগামী। অনু (পশ্চাতে) গমন করে যে—**অনুগামী**। যাহা সাধন করা যায় না—**অসাধ্য**। যাহা লঙ্ঘন করা যায় না—**অলঙ্ঘ্য**। যেখানে যাওয়া যায় না—**অগম্য**। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ইষ্টমন্ত্র জপ—**অজপা**। যাহা অঙ্গুলি-দ্বারা গণনা করা যায়—**অঙ্গুলিগণ্য**। অঙ্গুলিদ্বারা মাপা যায় যাহা—**অঙ্গুলিমেয়**। এ পর্যন্ত যাহার শত্রু জন্মে নাই—**অজাতশত্রু**। যাহার এখনও দাড়িগোঁফ গজায় নাই—**অজাতশ্মশ্রু**। শিষ্যের শিষ্য—**অনুশিষ্য**। যাহা জানা যায় না—**অজ্ঞেয়**। যাহা জানা যায় নাই—**অজ্ঞাত**। যিনি অগ্রে জন্মিয়াছেন—**অগ্রজ**। যিনি অনু (পশ্চাতে) জন্মিয়াছেন—**অনুজ**। সেইরূপ পঙ্কজ, সরোজ, সরসিজ, মনোজ, মনসিজ। আস্ত অজকে গ্রাস করে যে—**অজগর**। যাহার দ্বিতীয় নাই—**অদ্বিতীয়**। যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই—**অশ্রুতপূর্ব**। যাহা পূর্বে ঘটে নাই—**অভূতপূর্ব**। যাহা পূর্বে অনুভূত হয় নাই—**অননুভূতপূর্ব**। সেইরূপ **অদৃষ্টপূর্ব, অসৃষ্টপূর্ব**। বাক্যে যাহা প্রকাশ করা যায় না—**অনির্বচনীয়**। যিনি বাক্যমনের অগোচর—**অবাঙ্‌মনসগোচর**। যাহা উচ্ছিষ্ট হয় নাই—**অনুচ্ছিষ্ট**। সেইরূপ **অনুচিত, অন্যায়, অবন্য, অপ্রকাশ্য**। যাহা অনুকরণ করা যায় না—**অননুকরণীয়**। যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না—**অকৃতজ্ঞ**। অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা—**অনুসন্ধিৎসা**। অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক—**অনুসন্ধিৎসু**। সেইরূপ **পিপাসা, পিপাসু, জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসু, লিপ্সা, লিপ্সু, জিঘাংসা, জিঘাংসু, জিগীষা, জিগীষু**। যাহার ভিতরে সার কিছুই নাই—**অন্তঃসার-শূন্য**। যাহা উচ্চারণ করা যায় না—**অনুচ্চার্য**। যাহা নিবারণ করা যায় না—**অনিবার্য**। কোনোকিছুতেই যে ভীত নয়—**অকুতোভয়**। যিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই—**অকৃতদার**। যাহা অবশ্যই হইবে—**অবশ্যম্ভাবী**। বাগ্‌দত্তা হওয়া সত্ত্বেও যে কন্যার বিবাহ অন্য পুরুষের সঙ্গে হয় (যে কন্যার ভাবী স্বামী মৃত, অথবা যে ভাবী স্বামী-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা)—**অন্যপূর্বা**। প্রকৃত কুমার—**অকুমার**। যাহার অনুকরণ করা যায়—**অনুকার্য**। জ্বলন্ত অঙ্গারের চক্রবৎ ঘূর্ণনে সৃষ্ট অগ্নিবলয়—**অলাতচক্র**। মান্য ব্যক্তিকে সমাদরে বরণ করিবার উপচার—**অর্ঘ্য**। পরের গুণে দোষারোপ করে যে

—**অসূয়ক**। যাহাতে কেহ জানিতে না পারে এমনভাবে—**অজ্ঞাতসারে**। যাহার নাম জানা যায় নাই—**অজ্ঞাতনামা**। সেইরূপ **অজ্ঞাতপরিচয়, অজ্ঞাতকুলশীল**। যাহার আদি নাই—**অনাদি**। সেইরূপ **অনন্ত, অজ্ঞান, অশোক, অবোধ**। যাহার অন্য গতি নাই—**অনন্যগতি**। যাহা অমৃতের মতো হইতেছে—**অমৃতায়মান**। অংশ আছে এমন মানুষ—**অংশী**। যাহা পানের অযোগ্য—**অপেয়**। যে নারীর পতিও নাই, পুত্রও নাই—**অবীরা**। যাহার কার্য সফল হয় নাই—**অকৃতকার্য**। সেইরূপ **অকৃতকাম**। যিনি অন্যের অপেক্ষা করেন না—**অনপেক্ষ**। পরদ্রব্য হরণ না করা—**অস্তেয়**। যে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করে—**অবিমৃশ্যকারী**। অনুকরণ করিবার ইচ্ছা—**অনুচিকীর্ষা**। অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক—**অনুচিকীর্ষু**। সেইরূপ **উপচিকীর্ষা, উপচিকীর্ষু, অপচিকীর্ষা, অপচিকীর্ষু**। যাহা চিন্তা করা যায় না—**অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়**। যে নারী কখনও সূর্যের মুখ দেখে নাই—**অসূর্যম্পশ্যা**। যাহার মৃত্যু নাই—**অমর**। সেইরূপ **অজর, অলয়, অক্ষয়**। যাহা সিত (শ্বেত) নয়—**অসিত**। দিনের শেষ ভাগ—**অপরাহ্ণ**। হরিণের চর্ম—**অজিন**। যাহা কল্পনা করা যায় না—**অকল্পনীয়**। যাহা ভাবা যায় না—**অভাবনীয়**। বায়ুর অনুকূলে—**অনুবাত**। চতুরঙ্গ সেনাবিশিষ্ট বাহিনী—**অক্ষৌহিণী**। এক অক্ষৌহিণীর দশ ভাগের এক ভাগ সৈন্য—**অনীকিনী**। যাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই—**অনুত্তম**। লৌকিক নয়—**অলৌকিক**। যাহা অধীত হইতেছে—**অধীয়মান**। মায়া (ছলনা) জানে না যে—**অমায়িক**। যিনি অপমান করান—**অবমাননিয়তা**। অচ্ছ উদক যাহার—**অচ্ছোদ**। অরিকে দমন করিয়াছেন যিনি—**অরিন্দম**। যাহাকে বারংবার দেখিয়াও আশা মিটে না—**অসেচনক**। অন্য ভাষায় রূপান্তরিত—**অনূদিত**। উদিত নহে—**অনুদিত**। পরে উদিত—**অনুদিত**। যিনি বিদেশে থাকেন না—**অপ্রবাসী**। যিনি ঋণী নহেন—**অঋণী**। জলময় স্থান—**অনূপ**। গানের ধুয়া ও আভোগের মধ্যবর্তী অংশ—**অন্তরা**। যাহা অপনয়ন করা অসম্ভব—**অনপনেয়**। অতি আয়াসে যাহা সাধন করা যায়—**অত্যায়াস-সাধ্য**। বিনা আয়াসে যাহা লাভ করা যায়—**অনায়াসলভ্য**। যাহার প্রতিবিধান করা যায় না—**অপ্রতিবিধেয়**। যাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করা যায় না—**অপ্রতিগ্রাহ্য**। মান্য ব্যক্তির বিদায়কালে তাঁহার সঙ্গে কিছুদূর যাওয়া—**অনুব্রজন**। যিনি পূর্বে অধ্যাপক ছিলেন—**অধ্যাপকচর**। গুরুগৃহে বাস করে যে—**অন্তেবাসী**। সর্বদা চিন্তা বা ধ্যান—**অনুধ্যান**। ক্রমাগত চেষ্টা—**অধ্যবসায়**। অর্থে যাহার মূল্যনির্ধারণ করা যায় না—**অনর্ঘ**। পিতার মৃত্যুর পর যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়—**অনুপিতৃমরণজ, উপরতপিতৃজ**। যাহার নিকেতন নাই—**অনিকেত, অনিকেতন**। গৃহস্থ হইয়াও যিনি গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিশূন্য—**অনিকেত**। যাহার অঙ্গ নাই—**অনঙ্গ**। আশ্রয় করার যোগ্য—**অনুজীব্য**। সদৃশ শব্দ—**অনুনাদ**। সুগন্ধময় করা—**অনুবাসন**। দশ-বারোবৎসর বয়স্কা বালিকা—**অকুমারী**। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে রোপণ—**অবরোপণ**। সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্ভাষণপূর্বক বক্তৃতা—**অভিভাষণ**। যাহার ভ্রাতা নাই—**অভ্রাতৃক**। একজনের ভাষ্য অন্যের দ্বারা লিখিয়া লওয়া—**অনুলিখন**। কন্যা নাই এমন মা—**অপুত্রিকা**। পুত্রকন্যা নাই এমন মা—**অপুত্রকা**। পরদোষ অন্য কাহাকেও না বলা—**অপৈশুন, অপৈশুন্য**। অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে অসহিষ্ণুতা—**অমর্ষ**। অপনয়ন করেন যিনি—**অপনেতা**। আবক্ষ জলে নামিয়া স্নান—

BANGODARSHAN.COM

অবগাহন। যাহা অধ্যয়ন করা হইয়াছে—**অধীত**। যাহা পান করা হয় নাই—**অপীত**। অবাঞ্ছনীয় প্রবেশ—**অনুপ্রবেশ**। চোখের কোণ—**অপাঙ্গ**। প্রথমা স্ত্রী বিদ্যমানে দ্বিতীয়বার বিবাহকারী—**অধিবেত্তা**। ওইরূপ জীবিতা প্রথমা স্ত্রী—**অধিবিন্না**। ওইরূপ বিবাহ—**অধিবেদন**। অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এমন—**অনুষ্ঠাতব্য**। যাহার আগমনের কোনো তিথি নাই—**অতিথি**। যাহা পূর্বে চিন্তা করা হয় নাই—**অচিন্তিতপূর্ব**। অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইতে যে নারীর পটুতা রহিয়াছে—**অঘটন-ঘটনপটীয়সী**। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাক্লান্তি জয় করিবার বিদ্যা—**অতিবলা, বলা**। যাহাকে পরাভূত করা যায় না—**অপরাজেয়**। অসূয়া নাই যে নারীর—**অনসূয়া**। যাহার অন্যদিকে মন নাই—**অনন্যমনা**। পৃথিবী ও পার্থিব সবকিছুর জ্ঞান—**অপরাবিদ্যা**। দক্ষিণ দিক্—**অবাচী**। বিনা বেতনের কাজ—**অবৈতনিক**। যাহাকে আর অবিবাহিতা রাখা যায় না—**অরক্ষণীয়া**। যাহা মর্মকে ভেদ করে—**অরুন্তুদ**। পাশের বা সামনের কুঞ্চিত কেশদাম—**অলক**। ভিতরে থাকিয়া গোপনে সমূহ ক্ষতিসাধন—**অন্তর্ঘাত**। প্রিয়জনের ব্যবহারে যে মনোবেদনা—**অভিমান**। যে ভূমি শত্রুর পক্ষে যুদ্ধের যোগ্য নয়—**অযোধ্য**। ধনুকে শরযোজনা—**অধিরোপণ**। যিনি সপত্নীতুল্য শত্রুশূন্য—**অসপত্ন**।

অনুগতের ভাব—**আনুগত্য**। অনন্তের ভাব—**আনন্ত্য**। যাহা নিজের ছিল না সেটিকে নিজের করিয়া লওয়া—**আত্তীকরণ, আত্মীকরণ, স্বীকরণ**। আধারস্থ বস্তু—**আধেয়**। আরম্ভ করিতেছে যে—**আরভমাণ**। যাহার আরম্ভ হইতেছে—**আরভ্যমাণ**। আয়ুর হিতকর—**আয়ুষ্য**। যে আকৃষ্ট হইতেছে—**আকৃষ্যমাণ**। ঋষির উক্তি—**আর্ষ**। ঋজুর ভাব—**আর্জব**। ঋতুর সম্বন্ধে—**আর্তব**। আরোহণ করিয়াছে যে—**আরূঢ়**। যে গাছ কোনো কাজেই লাগে না—**আগাছা**। বস্তু রাখিবার পাত্র—**আধার**। যাহাতে শত্রু আহত হয়—**আহব**। অঞ্জনার নন্দন—**আঞ্জনেয়** (হনুমান্)। বিলক্ষণরূপে সেচন—**আসেচন**। সমুদ্র পর্যন্ত—**আসমুদ্র**। সেইরূপ **আকণ্ঠ, আকর্ণ, আজানু**। জানু পর্যন্ত লম্বিত—**আজানুলম্বিত**। সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত—**আসমুদ্রহিমাচল**। সেইরূপ **আপাদমস্তক**। যে আদর পাইতেছে—**আদ্রিয়মাণ**। ঈষৎ পীতবর্ণবিশিষ্ট—**আপীত**। সেইরূপ **আনীল**। গাঢ় (অথবা ঈষৎ) লাল—**আরক্ত**। অর্জুনের পুত্র—**আর্জুনি**। ঈশ্বরে বা পরলোকে যাহার বিশ্বাস আছে—**আস্তিক**। অতিশয় ক্রূরতা—**আনৃশংস্য**। যাহাকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে—**আলিঙ্গিত, আশ্লিষ্ট**। হাতি-ঘোড়া রাখিবার স্থান—**আস্তাবল**। হস্তী বাঁধিবার স্তম্ভ—**আলান**। হাতির পা বাঁধিবার শিকল—**আন্দু, আন্ধু**। যাহা প্রথম-প্রথম মধুর অথচ পরে সেরূপ নয়—**আপাতমধুর**। সেইরূপ **আপাতরম্য**। ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ—**আনুতোষিক**। ভ্রমপ্রমাদশূন্য মুনিবাক্য—**আপ্তবাক্য**। যিনি আসিয়াছেন—**আগন্তুক**। অতিথির আপ্যায়ন—**আতিথ্য**। আকাশ-মারফত প্রেরিত বাণী—**আকাশবাণী**।

ইন্দ্রকে জয় করিয়াছেন যিনি—**ইন্দ্রজিৎ**। সেইরূপ **শত্রুজিৎ, মনোজিৎ, দেবজিৎ, বিশ্বজিৎ, সত্যজিৎ, সুরজিৎ**। নীলবর্ণের পদ্ম—**ইন্দীবর, কুবলয়**। অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি—**ইষ্টাপত্তি**। ইহার তুল্য—**ইদৃশ**। সেইরূপ **যাদৃশ, তাদৃশ, কীদৃশ**। হস্তীর নেত্রগোলক—**ঈষিকা**। যাহা বলা হইয়াছে—**উক্ত**। যাহা উচ্চারিত হইতেছে—**উচ্চার্যমাণ**। যাহা উদিত হইতেছে—**উদীয়মান**। যাহা বাহিত হইতেছে—**উহ্যমান**। বিষয়সম্পত্তি হইতে আয়—**উপস্বত্ব**। বক্ষ-সংরক্ষক বর্ম—**উরস্ত্রাণ, উরস্ত্র**। উদক

পানের অভিলাষ—**উদন্যা**। স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপহারাদি অবৈধ দান—**উপদা**। যাহা উপচিয়া পড়িতে উদ্যত—**উপচীয়মান**। শূন্যে উড়িতেছে এমন—**উড্ডীয়মান**। জল ও স্থল উভয় স্থানেই চরে যে—**উভচর**। সেইরূপ **স্থলচর, জলচর, নভশ্চর, নিশাচর, খেচর, ভূচর, পার্শ্বচর**। বেলাভূমিকে অতিক্রম করিয়াছে যে—**উদ্বেল**। যাহা মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠে—**উদ্ভিদ্**। যাহা উর্বর নয়—**ঊষর**। বাস্তু হইতে উৎখাত—**উদ্বাস্তু**। অবস্থার উপযোগী করিয়া লওয়া—**উপযোজন**। বুকে ভর দিয়া চলে যে—**উরোগামী, উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম**। মূল রোগের আনুষঙ্গিক অন্য রোগ—**উপসর্গ**। উপদেশলাভের যোগ্য—**উপদেষ্টব্য**। উপদেশপ্রাপ্ত হইতেছে এমন—**উপদিশ্যমান**। ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা—**উপসম্পদা**। মৃগয়ার জন্য প্রতীক্ষারত ব্যাধের গুপ্তস্থান—**উপশয়**। উৎপন্ন হইতেছে এমন—**উৎপদ্যমান**। তোষামোদ করিবার জন্য কাহারও কাছে যাওয়া—**উপসর্পণ**। জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকা—**উদ্বর্তন**। গন্ধদ্রব্যদ্বারা বিলেপন—**উদ্বর্তন**। বাতাসে উবিয়া যায় এমন—**উদ্বায়ী**। মৃত জীবজন্তুর দেহ যেখানে ফেলা হয়—**উপশল্য**। উত্তপ্ত করা হইয়াছে এমন—**উত্তাপিত**। প্রবল ভাবাবেগ—**উচ্ছ্বাস**। উচ্ছ্বসিত করা হইয়াছে এমন—**উচ্ছ্বাসিত**। পদ্মতুল্য নেত্রবিশিষ্ট—**উৎপলাক্ষ**। উচ্চকণ্ঠে গীত—**উদ্গীত**। সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি—**উপচয়**। উচ্ছেদের যোগ্য—**উৎসাদনীয়**। উপদেশ ব্যতীত জাত প্রথমজ্ঞান—**উপজ্ঞা**। প্রস্তুত না হইয়াই যিনি বক্তৃতা করেন—**উপস্থিতবক্তা, তাৎক্ষণিকবক্তা**। পার্বতপথ যেখানে নিম্নমুখী হইয়াছে—**উতরাই**। উত্তর-দিক্ সম্পর্কিত—**উদীচ্য**। উপেক্ষিত শস্যকণায় জীবনধারণ করে যে—**উঞ্ছজীবী**। বোধের উদ্রেক করে যে—**উদ্‌বোধক**। যাহা বলা হয় নাই অথচ অনুমান করা যায়—**ঊহ্য**। দেবত্বপ্রাপ্ত মনুষ্যবিশেষ—**ঋভু**। ঋষির মতো—**ঋষিতুল্য**। তদ্রূপ **গুরুতুল্য, ছাত্রতুল্য, ভ্রাতৃতুল্য**। ঋষির মতো কিছুটা—**ঋষিকল্প**। তদ্রূপ **পিতৃকল্প, অনুজকল্প**। ঋণগ্রস্ত অবস্থা—**ঋণিতা**। ঋতুতে ঋতুতে যিনি যজ্ঞ করেন—**ঋত্বিক্**। ঋণ আছে যাহার—**ঋণী**। এক হইতে আরম্ভ করিয়া—**একাদিক্রমে**। যাহার চিত্ত একটি বিষয়েই নিবদ্ধ—**একাগ্রচিত্ত**। স্বর্ণকারের তুলাদণ্ড—**এষণী**। দিনে একবারমাত্র আহার করেন যিনি—**একাহারী**। অনেকের মধ্যে এক—**একতম**। একের ভাব—**একতা, ঐক্য**। একমত হওয়ার ভাব—**ঐকমত্য**। ইহকাল সম্বন্ধীয়—**ঐহিক**। সেইরূপ **ঐহলৌকিক, পারলৌকিক, পারত্রিক, জাগতিক, বার্ষিক, বাংসরিক, ষাণ্মাসিক, সাময়িক, সামরিক, দৈনিক, আভ্যন্তরিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, রাবীন্দ্রিক, প্রাবন্ধিক**। ইতিহাস লেখেন যিনি—**ঐতিহাসিক**। একতানের ভাব—**ঐকতান**। ইচ্ছার অনুরূপ—**ঐচ্ছিক**। ইতরার পুত্র—**ঐতরেয়**। ইন্দ্রজালে পারদর্শী—**ঐন্দ্রজালিক**। ইন্দ্রিয়ের বিষয়—**ঐন্দ্রিয়িক**। ঈশ্বরের ভাব—**ঐশ্বর্য**। ঈশ্বরের বিষয়ে—**ঐশ্বরিক**। যে গাছ একবার ফল দিয়া মরিয়া যায়—**ওষধি**। উপন্যাস লেখেন যিনি—**ঔপন্যাসিক**। ওষ্ঠদ্বারা উচ্চারিত হয় যাহা—**ঔষ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য**। উপমন্যুর পুত্র—**ঔপমন্যব**।

সরস্বতীর বীণা—**কচ্ছপী**। পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে নিবেদিত ভোজ্যাদি—**কব্য**। পাখির কলরব—**কাকলি**। ফিকে লাল—**কষায়**। ফিকে লাল রঙবিশিষ্ট—**কাষায়**। যে বৃক্ষ বাঞ্ছিতফল দান করে—**কল্পবৃক্ষ**। ময়ূরের ডাক—**কেকা**। কেশ সম্বন্ধীয়—**কৈশিক**। ব্যাঘ্রের চর্ম—**কৃত্তি**। কৃত্তিই বাস (পরিধেয়) যাঁহার—**কৃত্তিবাস**। কীর্তিতে বাস (অধিষ্ঠান) যাঁহার—**কীর্তিবাস**। কানের পাশে

BANGODARSHAN.COM

লম্বিত কেশগুচ্ছ—**কাকপক্ষ**। অগভীর সতর্ক নিদ্রা—**কাকনিদ্রা**। যিনি একবারমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন—**কাকবন্ধ্যা**। বিষ্ণুর গদা—**কৌমোদকী**। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোভূষণ পদ্মরাগমণি—**কৌস্তুভ**। বায়ুসহযোগে শব্দকারী বাঁশি—**কীচক**। স্বর্ণরৌপ্য ভিন্ন অন্যসব ধাতু—**কুপ্য**। তর্কাতর্কির কচকচ শব্দ—**কচকচি**। সমৃদ্ধ গ্রাম—**কসবা**। কুমুদশোভিত পুষ্করিণী—**কুমুদিনী**। উপকারীর উপকার স্বীকার করেন যিনি—**কৃতজ্ঞ**। কৃত উপকার ভুলিয়া উপকারীর অপকার করে যে—**কৃতঘ্ন**। কুন্তীর নন্দন—**কৌন্তেয়**। সেইরূপ **কাশ্যপেয়, গাঙ্গেয়, সারমেয়**। যে ক্লেশ পাইতেছে—**ক্লিশ্যমান**। ইতস্ততঃ গমনশীল—**ক্রমমাণ**। কী করিতে হইবে যে বুঝিতে পারে না—**কিংকর্তব্য-বিমূঢ়**। যিনি অন্যের দ্বারা কাজ করাইয়া লন—**কারয়িতা**। সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো—**কনিষ্ঠ**। কনিষ্ঠা ভগিনী—**কনীনিকা**। নিতান্ত প্রয়োজনেও ব্যয়কুণ্ঠ যিনি—**কৃপণ**। কৃষি যাহার জীবিকা—**কৃষিজীবী**। সেইরূপ **মৎস্যজীবী, মসিজীবী, বার্তাজীবী, ভিক্ষাজীবী, ব্যবহারজীবী, চিরজীবী**। কর দেয় যে—**করদ**। সেইরূপ **বরদ, সারদ, বারিদ, শুভদ, সুখদ** (স্ত্রীলিঙ্গে আ-কারান্ত হইবে)। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল (বা ভ্রূমধ্যস্থ লোমরাজি)—**কূর্চ**। অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগের উপরিভাগ—**কূর্চ**। ক্রয় করার যোগ্য—**ক্রেয়**। করিবার যোগ্য—**করণীয়**। সেইরূপ **স্মরণীয়, বরণীয়, বন্দনীয়, দর্শনীয়, আদরণীয়, আচরণীয়, চিন্তনীয়, নিন্দনীয়**। সামান্য উফ—**কবোষ্ণ**। ফুলের সাজি—**করণ্ডক**। কবজি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত করতল—**করভ**। সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় একভাবে স্থিত—**কূটস্থ**। অভিমানভরে প্রত্যাখ্যাত নায়কের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর অনুতপ্তা নায়িকা—**কলহান্তরিতা**। কুমারী মাতার সন্তান—**কানীন**। খেলার পুতুল—**ক্রীড়নক**। কুম্ভকারের কুম্ভাদি নির্মাণের চক্র—**কুলালচক্র**। আকাশ ও পৃথিবী—**ক্রন্দসী**। কাঁচা মাংস—**ক্রব্য**। যাহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে—**ক্রমবিস্তার্যমাণ**। কুম্ভ নির্মাণ করে যে—**কুম্ভকার**। সেইরূপ **মালাকার, স্বর্ণকার, কর্মকার, মণিকার, চর্মকার, গ্রন্থকার, ভাষ্যকার, ব্যাখ্যাকার**। ক্লেশ সৃষ্টি করে যে—**ক্লেশকর**। তদ্রূপ **ক্ষতিকর, বলকর, পুষ্টিকর, সুখকর, দিবাকর, নিশাকর**। যাহা ক্ষণকালের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়—**ক্ষণভঙ্গুর**। শুভক্ষণে জন্ম যাহার—**ক্ষণজন্মা**। ক্ষমা পাইবার যোগ্য—**ক্ষমার্হ**। সেইরূপ **প্রশংসার্হ, নিন্দার্হ**। ছোটোছোটো ডালপালাযুক্ত ক্ষুদ্র গাছ—**ক্ষুপ**। রেশমী কাপড়—**ক্ষৌম**। মড়ার মাথার খুলি—**খর্পর**। পুঁথি রাখার জন্য বেতের তৈয়ারী ঝাঁপি—**খুঞ্জি**। খে (আকাশে) চরে যে—**খেচর**। খ (আকাশ) দ্যুতিময় করে যে—**খদ্যোত**। যে সৈন্যদল হাতিতে চড়িয়া যুদ্ধ করে—**গজানীক**। কুপাদির চতুর্দিকস্থ চাতাল—**গঞ্জগিরি**। আপন গণ্ডদেশে সবিনয় বস্ত্রাঞ্চল বেষ্টন করিয়াছেন যিনি—**গণ্ডলগ্নাঞ্চলবাস**। বৈষ্ণবের ব্যবহার্য তিলকমাটি—**গোপীচন্দন**। গণপতির উপাসক—**গাণপত্য**। ভ্রমরের শব্দ—**গুঞ্জন**। সকলের মধ্যে গুরু—**গরিষ্ঠ**। সেইরূপ **লঘিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, বরিষ্ঠ**। দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ—**গোধূলি**। আবেগবিহ্বলতাবশতঃ অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি—**গদ্‌গদ** (বি)। গমন করিতে ইচ্ছুক—**গন্তুকাম**। গণ্ডারের মেরুদণ্ডে (গাণ্ডী) প্রস্তুত ধনু—**গাণ্ডীব**। গাণ্ডীব ধনু যাঁহার—**গাণ্ডীবধন্বা**। গাণ্ডীব ধরেন যিনি—**গাণ্ডীবধারী**। গাণ্ডীব আছে যাঁহার—**গাণ্ডীবী**। পরম গুণসম্পন্ন পুরুষ—**গুণাকর**। পেচকের চিৎকার—**ঘুৎকার**। পারঘাটের তত্ত্বাবধায়ক—**ঘাটোয়াল**। যাহা ঘুরিতেছে—**ঘূর্ণমান ঘূর্ণায়মান**। যাহাকে ঘোরানো হইতেছে—**ঘূর্ণ্যমান**।

ঘৃণার উদ্রেক করে যে—**ঘৃণাকর**। ঘোষের সন্তান—**ঘোষজা**। ঘোষের স্ত্রী—**ঘোষজায়া**। ঘ্রাণের যোগ্য—**ঘ্রেয়, ঘ্রাতব্য**।

ময়ূরপুচ্ছের অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন—**চন্দ্রক**। চকচক করার ভাব—**চাকচক্য**। নারিকেল খেজুর প্রভৃতির নৌকাকৃতি পুষ্পকোষ—**চুমীর**। গদ্যপদ্যময় রচনা—**চম্পূ**। যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়—**চর্ব্য**। যাহা চুষিয়া খাইতে হয়—**চূষ্য**। যাহা চোষা হইয়াছে—**চূষিত**। জ্যোৎস্নাপানকারী পক্ষী—**চকোর**। যজ্ঞীয় পায়সান্ন—**চরু**। চীনদেশীয় রেশমী বস্ত্র—**চীনাংশুক**। যাহা চক্ষে দেখা যায়—**চাক্ষুষ**। চিরকাল মনে রাখিবার যোগ্য—**চিরস্মরণীয়**। ক্ষমা করিবার ইচ্ছা—**চিক্ষমিষা**। করিবার ইচ্ছা—**চিকীর্ষা**। করিতে ইচ্ছুক—**চিকীর্ষু**। চৈত্র মাসের ফসল—**চৈতালি**। যাহা চলিতেছে—**চলমান, চলিষ্ণু, চলন্ত**। সেইরূপ **বর্ধমান, বর্ধিষ্ণু, ভাসন্ত, ডুবন্ত, ফুটন্ত, ঘুমন্ত, পড়ন্ত, জীবন্ত**। যাহা চিরকাল ধরিয়া চলিতেছে—**চিরন্তন**, (স্ত্রীলিঙ্গে) **চিরন্তনী**। প্রতিদান দেওয়া যায় না এমনভাবে উপকৃত—**চিরক্রীত**। কাঠ চিরিবার মজুরি—**চেরাই**। চিরকাল কাজ করিতেছে তো করিতেছেই—**চিরক্রিয়**। চারিখানি চালাযুক্ত ঘর—**চৌরী**। চৌত্রিশ অক্ষরের অনুপ্রাসে রচিত দেবস্তব—**চৌতিশা**। ঢেউয়ের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ—**ছলচ্ছল**। গুরুর দোষ আচ্ছাদন করে যে—**ছাত্র**। জহ্নুর কন্যা—**জাহ্নবী**। জনকরাজার কন্যা—**জানকী**। জলাশয়ে নির্মিত গৃহ—**জলটুঙি**। জন্মিতেছে এমন—**জায়মান**। যাহা গমন করিতে পারে—**জঙ্গম**। হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত দেহাংশ—**জঙ্ঘা**। যে রোগে জল দেখিলেই রোগী ভয় পায়—**জলাতঙ্ক**। জীবনধারণের জন্য অবলম্বিত পেশা—**জীবিকা**। জায়ার অর্থে জীবনধারণ করে যে—**জায়াজীব**। জয়সূচক উৎসব—**জয়ন্তী**। জয় করা হইয়াছে এমন—**জিত**। ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন যিনি—**জিতেন্দ্রিয়**। নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন যিনি—**জিতনিদ্র**। বয়সে সকলের বড়ো—**জ্যেষ্ঠ**। বীজবপনের উপযুক্ত সময়—**জো**। গোপন করিবার ইচ্ছা—**জুগুপ্সা**। গমন করিবার ইচ্ছা—**জিগমিষা**। জীবিত থাকিবার ইচ্ছা—**জিজীবিষা**। জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক—**জিজীবিষু**। গ্রহণ করিবার ইচ্ছা—**জিঘৃক্ষা**। হরণ করিবার ইচ্ছা—**জিহীর্ষা**। হরণ করিতে ইচ্ছুক—**জিহীর্ষু**। জানিবার ইচ্ছা—**জিজ্ঞাসা**। জানিতে ইচ্ছুক—**জিজ্ঞাসু**। সেইরূপ **জিঘাংসা, জিঘাংসু**। দেবমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্তী স্থান—**জগমোহন**। যেদিকে জয় সেইদিকেই কাত হয় যে—**জয়কেতে**। পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে যাহার—**জাতিস্মর**। যে ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান জন্মে—**জ্ঞানেন্দ্রিয়**। যাহা জানা হইয়াছে—**জ্ঞাত**। জানা উচিত—**জ্ঞেয়**। জয় করিবার যোগ্য—**জেয়, জেতব্য**। ধনুকের ছিলা—**জ্যা**। বীণার ধ্বনি—**ঝংকার**। যাহার দ্বারা ঝাড়ামোছা হয়—**ঝাড়ন**।

ধনুকের ছিলার শব্দ—**টঙ্কার**। টাট্টুঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ি—**টাঙ্গা**। শিবের বাদ্যযন্ত্র—**ডমরু**। যাহার অনুকূলে আদালত ডিক্রী দেয়—**ডিক্রীদার**। কয়েকটি গ্রাম বা মৌজার সমষ্টি—**ডিহি**। ডিহির শাসনকর্তা—**ডিহিদার**। জলে ডুবিয়া নিমজ্জিত বস্তু উদ্ধার করে যে—**ডুবুরি, ডুবারি**।

তণ্ডুমুনি-প্রবর্তিত পুরুষের উদ্দাম নৃত্য—**তাণ্ডব**। ছুতারের কাজ—**তক্ষণ**। তড়িৎ হইতে উৎপন্ন—**তাড়িত**। সুরেলা ধ্বনি—**তান**। তস্করের কাজ—**তাস্কর্য**। দাবি করিবার নির্দিষ্ট সময় উতরাইয়া যাওয়া—**তামাদি**। যে ওজন করে—**তৌলিক**। তরিতে (ত্রাণ পাইতে) ইচ্ছুক—**তিতীর্ষু**। তীরনিক্ষেপে ওস্তাদ—**তীরন্দাজ**। ত্বরায়

BANGODARSHAN.COM

গমন করে যে—**তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম**। তিমিকেও গিলিয়া ফেলে এমন জীব—**তিমিঙ্গিল**। যাহার উপদিষ্ট জ্ঞান কার্যক্ষম হয়—**তত্ত্বদর্শী**। তিল-তিল করিয়া আহৃত সৌন্দর্যের পুঞ্জীভূত প্রতিমা—**তিলোত্তমা**। তাহার সদৃশ—**তাদৃশ**। অতীর্থকে তীর্থ করা—**তীর্থীকরণ**। যাহাকে ত্যাগ করা হইতেছে—**ত্যজ্যমান**। স্বামিপরিত্যক্তা নারী—**ত্যক্তভর্তৃকা, নাথোজ্ঝিতা**। যে বিদ্যায় অদৃশ্য হওয়া যায়—**তিরস্করণী**। সুদে টাকা খাটানো—**তেজারতি** (বি)। অনুরূপ ব্যবসায়-সম্বন্ধীয়—**তেজারতী** (বিণ)। মূল্যবান্ জিনিসপত্র রাখিবার ভাণ্ডার—**তোশাখানা**। প্রথম দর্শনেই চোখের তারায়-তারায় যে মিত্রতা—**তারামৈত্রী**। তিন ভাগের এক ভাগ—**তেহাই**। ছিদ্রপথে আগত আলোকরশ্মির দ্বারা দৃষ্ট বাতাসে ভাসন্ত ধূলিকণা—**ত্রসরেণু**। তিনটি নদীমুখের মিলনস্থল—**তেমোহানা**। লজ্জা পাইতেছে যে নারী—**ত্রপমাণা, লজ্জমানা**। একদিনেই তিনটি তিথির সংযোগ—**ত্র্যহস্পর্শ**। তোমার সদৃশ—**ত্বাদৃশ**। ক্রমশঃ বেগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে এমন—**ত্বরিত**। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা—**দাক্ষায়ণী**। দিতে হইবে—**দেয়**। ভিক্ষাও মেলে না যখন—**দুর্ভিক্ষ**। যাহা সহজে সাধন করা যায় না—**দুঃসাধ্য**। গ্রন্থাদির টীকা—**দীপিকা**। দাড়ির মতো লম্বা দাগ—**দগড়া, দাগড়া**। অনেক কষ্টে যাহা অধ্যয়ন করা যায়—**দুরধ্যয়**। সেইরূপ **দুর্গম, দুর্গ, দুস্তর, দুষ্প্রাপ্য, দুর্দম, দুষ্পাচ্য, দুরারোগ্য**। যাহা সহজে অপনয়ন করা যায় না—**দুরপনেয়**। যিনি দুরবস্থায় পড়িয়াছেন—**দুরবস্থ**। যাহার ঋণশোধের অবস্থা নাই—**দেউলিয়া**। যাহা উচ্চারণ করিতে বেশ কষ্ট হয়—**দুরুচ্চার্য**। অনেক দুঃখে যাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায়—**দুরুত্তীর্য**। যাহাকে শাসন করা দুঃসাধ্য—**দুঃশাসন**। অনেক দুঃখে যেখানে প্রবেশ করিতে হয়—**দুষ্প্রবেশ্য**। দূরের ঘটনাও যিনি দেখিতে পান—**দূরদর্শী**। দেশের প্রতি যাঁহার প্রেম আছে—**দেশপ্রেমিক**। দুর্ভাবনা করিতেছে যে—**দুর্মনায়মান**। দুষ্কর্ম করে যে—**দুষ্কৃতী, দুষ্কর্মকারী**। যে কন্যা গো-দোহন করে—**দুহিতা**। দোহনের যোগ্য—**দুহ্য**। যাহাকে দোহন করা হইতেছে—**দুহ্যমানা**। অতিকষ্টে গ্রহণযোগ্য—**দুরভিগ্রহ**। যাহা দগ্ধ হইয়াছে—**দগ্ধীভূত**। সেইরূপ **ভস্মীভূত, দ্রবীভূত, ঘনীভূত, বাষ্পীভূত, শিলীভূত**। অদগ্ধের দগ্ধ হওয়া—**দগ্ধীভবন**। সেইরূপ **দ্রবীভবন, নবীভবন, প্রস্তরীভবন**। অদ্রবকে দ্রব করার কাজ—**দ্রবীকরণ**। সেইরূপ **রাষ্ট্রীয়ীকরণ, অদৃশীকরণ**। যাহা দূর করা হইয়াছে—**দূরীকৃত**। দানের ইচ্ছা—**দিৎসা**। ধনিগৃহের ছাদযুক্ত তোরণ—**দেহলী**। দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি—**দ্রোণি**। দুরাত্মার কাজ—**দৌরাত্ম্য**। দুইদিকের হার (অনুপাত) সমান যাহার—**দোহারা**। যাহা বারংবার দুলিতেছে—**দোদুল্যমান**। সেইরূপ **দেদীপ্যমান, জাজ্বল্যমান, রোরুদ্যমান**। দুই পুত্রের জননী—**দ্বিপুত্রিকা**। দুই মাতার সন্তান—**দ্বৈমাতুর**। যাহা দান করা উচিত—**দাতব্য**। যাহা দেখা উচিত—**দ্রষ্টব্য, দর্শনীয়**। সেইরূপ **কর্তব্য, বক্তব্য, প্রাপ্তব্য**। যে জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল ফলে—**দোফসলী, দোজমি**। যে গাছ বৎসরে দুইবার ফলে—**দোফলা**। কাজ করিতে দেরি করে যে—**দীর্ঘসূত্র, দীর্ঘসূত্রী**। দেখিবার ইচ্ছা—**দিদৃক্ষা**। দেখিতে ইচ্ছুক—**দিদৃক্ষু**। দুইপ্রকার অর্থ যাহার—**দ্ব্যর্থক, দ্ব্যর্থ**। যাহার দুইবার জন্ম—**দ্বিজ**। নদী ও বৃষ্টির জলে উর্বর দেশ—**দৈবমাতৃক**। দুই রথীর মধ্যে যে যুদ্ধ—**দ্বৈরথ**। স্বপ্নে শিশুর হাসিকান্না—**দেয়ালা**। দূতের কাজ—**দৌত্য**। দূরস্থিত বস্তু স্পষ্টভাবে দেখার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র—

দূরবীক্ষণ। দ্রোণের পুত্র—**দ্রৌণি**। দ্রুপদের কন্যা—**দ্রৌপদী**। দেখিতে না দেখিতে চুরি করে যে—**দেখচোর**। লৌকিক দেবতার ভারপ্রাপ্ত পূজারী—**দেয়াশীন**। পীরের কবর ও স্মৃতিমন্দির—**দরগা**। বৃহৎ পুষ্করিণী—**দীর্ঘিকা**। বাক্যমধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতির অস্থানে প্রয়োগ—**দূরন্বয়**। দেবতা হইয়াও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—**দেবর্ষি**। দেবতাদের শত্রু—**দেবারি**। অনেক কষ্টে যাহাকে ভেদ করা যায়—**দুর্ভেদ্য**। যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য—**দুর্নিরীক্ষ্য**। স্বর্গ ও পৃথিবী—**দ্যাবাপৃথিবী**। দুইয়ের সত্তা—**দ্বৈত**। দুইটি অণুর সমবায়ে গঠিত—**দ্ব্যণুক**। দুইদিন অন্তর ঘটে এমন—**দ্ব্যাহিক**। দূতীর কাজ—**দূতীয়ালি**। অনেক কষ্টে যাহাকে ত্যাগ করা যায় —**দুস্ত্যজ**। যাহা একটি ধারা ধরিয়া চলে—**ধারাবাহিক**। ধন জয় করেন যিনি—**ধনঞ্জয়**। নিজেকে ধন্য মনে করে যে—**ধন্যম্মন্য**। নিজেকে ধন্য মনে করার ভাব—**ধন্যম্মন্যতা**। মূল্য হইতে ছাড় দেওয়া অংশ—**ধরাট**। ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ যিনি—**ধানুষ্ক**। নবপ্রসূতা গাভী—**ধেনু**। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র—**ধার্তরাষ্ট্র**। ধূনা জ্বালাইবার পাত্র—**ধূনাচি**। সংকীর্তন-শেষে ভাবাবেশে ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ার উৎসব—**ধূলট**। ধূম ছড়াইতেছে এমন—**ধূমায়মান**। ধ্যানের যোগ্য—**ধ্যেয়**। ধ্যান করেন যিনি—**ধ্যাতা**। অন্ধকারের অরি—**ধ্বান্তারি**। যে জমির জন্য কর দিতে হয় না—**নিষ্কর, লাখেরাজ**। যাহার বালকত্ব এখনও কাটে নাই—**নাবালক**। নৌ চলাচলের যোগ্য—**নাব্য**। আমিষ ভক্ষণ করেন না যিনি—**নিরামিষাশী**। যাহা লইয়া যাওয়া হইতেছে—**নীয়মান**। বিশেষ বংশোৎপন্ন—**নিষ্কাত**। ভগবানে যাহার বিশ্বাস নাই—**নাস্তিক**। ন্যায়শাস্ত্র জানেন যিনি —**নৈয়ায়িক**। সেইরূপ **বৈজ্ঞানিক, বৈদান্তিক, গাণিতিক**। যেখানে কূজন নাই—**নিষ্কূজ**। যাহার মমতা নাই—**নির্মম**। যে গমন করে না—**নগ**। যাঁহার জরা নাই—**নির্জর, অজর**। সেইরূপ **নিস্পৃহ, নির্দয়, নিষ্প্রতীক, নির্লোভ, নির্ভীক, নিরানন্দ, নিস্পন্দ**। সংসারে বিরাগ—**নির্বেদ**। পিতৃগণের উদ্দেশে দত্ত পিণ্ডজলাদি—**নিবাজ**। নীরে জন্ম যাহার—**নীরজ**। নীর দান করে যে—**নীরদ**। নাই রদ (দন্ত) যাহার—**নীরদ**। রুগ্নকে নীরোগ করা কাজটি—**নীরোগীকরণ**। যে নারীর উপমা নাই—**নিরুপমা**। যাহার বিকল্প নাই—**নির্বিকল্প**। নির্মাণের ইচ্ছা—**নির্মিৎসা**। গভীর রজনী—**নিশীথ**। নির্দোষের ভাব—**নির্দোষিতা**। সম্যক্ আকুল—**নিরাকুল**। বীণার বা নূপুরের ধ্বনি —**নিক্কণ**। নিতান্ত দগ্ধ করে যে—**নিদাঘ**। নদী মাতা যাহার—**নদীমাতৃক**। প্রবল বাতাসের পরস্পর সংঘাতধ্বনি—**নির্ঘাত** (বি)। যাহা অতি দীর্ঘ নহে—**নাতিদীর্ঘ**। যাহা অতি শীতলও নয়, অতি উষ্ণও নয়—**নাতিশীতোষ্ণ**। যাহা নির্মিত হইতেছে—**নির্মীয়মাণ**। পথনির্মাণের জন্য মাটি কাটায় পথিপার্শ্বস্থ খাত—**নয়ানজুলি**। যাহা নিঃশেষে পান করা হইয়াছে—**নিপীত**। বেদবিহিত অনুষ্ঠান করে না যে—**নিরগ্নি**। যাহা নিন্দনীয় নয়—**নিরবদ্য, অনবদ্য**। দেবতাকে নিবেদনের উপচার—**নৈবেদ্য**।

গ্রন্থশেষে কবিনাম ও রচনাকালের উল্লেখ—**পুষ্পিকা**। যাহা পান করা যায়—**পেয়**। পুত্রকামনায় যজ্ঞ—**পুত্রেষ্টি**। পূজা পাইবার যোগ্য—**পূজ্য, পূজনীয়, পূজার্হ**। যিনি প্রমাণ করেন—**প্রমাতা**। বিদেশে স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য যাত্রা—**প্রবসন**। বায়ুর প্রতিকূলে—**প্রতিবাত**। অক্ষির সম্মুখে—**প্রত্যক্ষ**। অক্ষির অগোচরে—**পরোক্ষ**। উপস্থিত বুদ্ধি আছে যাহার—**প্রত্যুৎপন্নমতি**। অনুরূপ বুদ্ধি—**প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব**। পরিতোষ-সহকারে যাহা দেওয়া হয়—**পারিতোষিক**। মান্য ব্যক্তির পা ধুইবার

জল—**পাদ্য**। সর্বাপেক্ষা প্রিয়—**প্রিয়তম**। অন্যের উপর নির্ভরশীল গাছ—**পরগাছা**। পারে যাইবার কড়ি—**পারানি**। পা দিয়া পান করে যে—**পাদপ**। নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন যিনি—**পণ্ডিতম্মন্য**। নিজেকে পণ্ডিত মনে করার ভাব—**পণ্ডিতম্মন্যতা**। যাঁহার পূজা করা হইয়াছে—**পূজিত**। যাঁহার পূজা করা হইতেছে—**পূজ্যমান**। লাভ-ক্ষতি-বিষয়ে অতি-সচেতন—**পাটোয়ার**। রন্ধন করার যোগ্য—**পচ্য**। পর্বতের সম্বন্ধে —**পার্বত, পার্বতীয়**। পতিপুত্রবতী নারী—**পুত্রবধূ, বীরা**। নানা বিষয়ে অল্প ও অগভীর জ্ঞানের অধিকারী—**পল্লবগ্রাহী**। নানা বিষয়ে অল্প ও অগভীর জ্ঞান—**পল্লবগ্রাহিতা**। পশমদ্বারা প্রস্তুত—**পশমী**। যে পলায়ন করিতেছে—**পলায়মান**। যে জলাশয়ে বহু পদ্ম জন্মে—**পদ্মাকর**। সপ্ততন্ত্রী বীণা—**পরিবাদিনী**। যাহার পরিবর্তন হইতেছে—**পরিবর্তমান**। একহাতে মাথা ও অন্যহাতে পা দুইটিকে উপরদিকে উত্তোলন—**পাথালি**। অন্যের অনুগ্রহে পালিতা—**পরভৃতিকা**। যে বিদ্যায় পরমপুরুষকে জানা যায়—**পরাবিদ্যা**। কোনোকিছুর চারিদিকে আবর্তন—**পরিক্রমা**। নদ্যাদির বালুকাময় তীরের যতদূর জোয়ারের জল উঠিয়া থাকে—**পুলিন, সৈকত**। পুষ্পচন্দনাদির পিষ্ট সুমিষ্ট গন্ধ—**পরিমল**। সেনাবিভাগের হাতি ও উটের থাকিবার জায়গা—**পিলখানা**। পৃষ্ঠ (পশ্চাৎ) হইতে যিনি পোষকতা করেন—**পৃষ্ঠপোষক**। নদীর ধারে ধারে বন্যারোধের জন্য ছোটো ছোটো বাঁধ—**পাতারি**। প্রভাতকালীন স্তব —**প্রভাতী**। নিয়মিত সময়ের মধ্যেই গ্রন্থপাঠের সমাপ্তি—**পারায়ণ**। অভীষ্টলাভের নিমিত্ত পূজা—**পদ্মচরণ**। ভাঁতের মাকু—**প্রবালী**। পূর্ব দিক্—**প্রাচী**। মনোহারিণী রমণী—**প্রমদা**। পৃথুর শাসিত ভূমিখণ্ড—**পৃথ্বী**। শ্বেতবর্ণের পদ্ম—**পুণ্ডরীক, পুন্নাগ**। পূর্বপূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফল—**প্রাক্তন**। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে—**পরিবেত্তা**। অনুরূপ বিবাহ—**পরিবেদন**। অনুরূপ বিবাহের পুরোহিত—**পরিকর্তা**। প্রজ্ঞাবতী নারী—**প্রাজ্ঞা**। প্রাজ্ঞ জনের স্ত্রী—**প্রাজ্ঞী**। অক্ষির দ্বারা আনীত—**প্রত্যক্ষ**। বিশেষভাবে প্রতিপালন—**পরিপোষণ**। পরমপদে স্থিত—**পরমেষ্ঠী**। পশুপৃষ্ঠে বসিবার আসন—**পর্যাণ, পালান**। ছায়াময় স্থান—**প্রচ্ছায়**। কর্তব্যে উদাসীনতা—**প্রমাদ**। পরের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ—**পৈশুন, পৈশুন্য**। শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় বস্ত্র—**পীতধড়া**। যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে—**পাত্যমান**। কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত অংশ—**প্রকোষ্ঠ**। দ্বিতীয়বার বিবাহিতা নারী—**পুনর্ভূ**। আঘাতকারীকে হত্যা করে যে—**প্রতিহন্তা**। আগন্তুকের সম্মানে দণ্ডায়মান হওয়া—**প্রত্যুত্থান**। অগ্রসর হইয়া মান্য ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা—**প্রত্যুদ্গমন**। আগন্তুকের সম্মানে সম্যক্ উত্থিত—**প্রত্যুত্থিত**। প্রিয়বাক্য বলে যে নারী—**প্রিয়ংবদা**। যাহার স্বামী বিদেশে থাকেন—**প্রোষিতভর্তৃকা**। যাহার পত্নী বিদেশে থাকেন—**প্রোষিতপত্নীক**। যাহার ভার্যা বিদেশে থাকেন—**প্রোষিতভার্য**। বামপদ প্রসারিত ও দক্ষিণপদ সংকুচিত করিয়া শিকারে বসা—**প্রত্যালীঢ়**। পিধানে রক্ষিত—**পিহিত**। পরিব্রাজকের জীবন বা বৃত্তি—**প্রব্রজ্যা, পরিব্রজ্যা**। মৃত্যুকামনায় উপবাস—**প্রায়োপবেশন, প্রত্যুপবেশন**। যাহার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিলে দোষ হয়—**পঙ্‌ক্তিদূষক**। যে লাফাইয়া চলে—**প্লবগ**। যে পীড়িত হইতেছে—**পীড্যমান**। যাহাকে প্রীত করা হইতেছে—**প্রীয়মাণ**। খুশী করিতে ইচ্ছা—**প্রিয়চিকীর্ষা**। প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা—**প্রতিবিধিৎসা**। পথচলার খরচ—**পাথেয়**। পূর্ব বৎসরের

BANGODARSHAN.COM

আগের বৎসর—**পরারি**। পুরাকালের বিষয় জানেন যিনি—**পুরাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক**। সেইরূপ **নৃতাত্ত্বিক**। প্রণাম করিতে করিতে প্রদক্ষিণ—**প্রদক্ষিণা**। দেবতা বা মান্য ব্যক্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া বৃত্তাকারে পরিক্রমা—**প্রদক্ষিণ**। পরের মুখ চাহিয়া থাকে যে—**পরমুখাপেক্ষী**। পট আঁকেন যিনি—**পটুয়া**। ভগবান্ বিষ্ণুর শঙ্খ—**পাঞ্চজন্য**। পণ্যদ্রব্য জীবিকা যাহার—**পণ্যাজীব**। নিজেই পতিনির্বাচন করে যে নারী—**পতিংবরা, স্বয়ংবরা**। রাত্রির প্রথমাংশ—**পূর্বরাত্র**। পূর্বদিবসের রাত্রি—**পূর্বরাত্রি**। দুগ্ধবতী গাভী—**পয়স্বিনী**। প্রকৃষ্ট যে জ্ঞান—**প্রজ্ঞা**। প্রণামের যোগ্য—**প্রণম্য**। যাহাকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে—**পরিত্যক্ত**। যাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত—**পরিত্যাজ্য**। প্রিয় কার্য করিতে ইচ্ছুক—**প্রিয়চিকীর্ষু**। পাইতে ইচ্ছুক—**প্রেপ্সু**। পঞ্চ অগ্নির মধ্যে তপস্যা-কারিণী—**পঞ্চতপা**। বাঞ্ছিত ফল দেয় যে—**ফলপ্রদ**। যাহা ফল প্রসব করে—**ফলপ্রসূ**। সেইরূপ **স্বর্ণপ্রসূ, রত্নপ্রসূ, বীরপ্রসূ**। পুণ্যকর্মের ফলশ্রবণ—**ফলশ্রুতি**। ফেলিয়া দিবার যোগ্য—**ফেলনা**। প্রচুর ফলমণ্ডিত—**ফলাঢ্য**। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা—**ফাল্গুনী**। সামান্য পরিশ্রমেই যে নারী কাতর হয়—**ফুলটুসি**। বয়সের তুল্য সখা—**বয়স্য**। দুইটি বা তদূর্ধ্ব তলবিশিষ্ট অট্টালিকা—**বালাখানা**। পায়রা প্রভৃতি থাকিবার খোপ—**বিটঙ্ক**। পাখি ধরিবার ফাঁদ—**বিটঙ্ক**। বেদের সম্বন্ধে—**বৈদিক**। সেইরূপ **জৈবিক, পৌরাণিক, রাষ্ট্রিক**। বেদ জানেন যিনি—**বেদবিদ্, বেদজ্ঞ**। নিজের রত্ন লুকায় যে—**বর্ণচোরা**। সংকেতস্থানে গিয়া যে নায়িকা প্রত্যাশিত নায়ককে দেখিতে পান না—**বিপ্রলব্ধা**। ব্যাপ্ত হইবার ইচ্ছা—**বীপ্সা**। যুদ্ধে যিনি বীভৎস কার্য করেন না—**বীভৎসু** (অর্জুনের নাম)। বিধান করিতে ইচ্ছুক—**বিধিৎসু**। বিধানসভার সদস্য—**বিধায়ক**। দরজার চৌকাঠের দুই পাশের কাঠ—**বাজু**। মহিলাদের বেশবিন্যাস—**বিচ্ছিত্তি**। পণ্ডিতের তুল্য—**বিদ্বৎকল্প**। দুঃখবেদনায় ভারাক্রান্ত—**বিধুর**। রাধিকার দূতী—**বৃন্দা**। সম্মানের সঙ্গে নিযুক্ত—**বৃত**। ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত—**বৈয়াঘ্র**। অতিশয় চঞ্চল—**ব্যালোল**। বৎসের প্রতি গভীর স্নেহ—**বাৎসল্য**। বিশ্বনরের জঠরে বিরাজিত অগ্নি—**বৈশ্বানর**। বৃদ্ধি (সুদ)-দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে যে—**বৃদ্ধিজীবী**। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ—**বিপ্র**। ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করেন যিনি—**বিভু**। বিজয়লাভে ইচ্ছা—**বিজিগীষা**। বিজয়লাভে ইচ্ছুক—**বিজিগীষু**। ভক্ষণের ইচ্ছা—**বুভুক্ষা**। ভক্ষণে ইচ্ছুক—**বুভুক্ষু**। যাহা বাহিত হইতেছে—**বাহ্যমান**। মাতার সপত্নী (বিরুদ্ধ মাতা)—**বিমাতা**। বিহায়সে (আকাশে) বিহার করে যে—**বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম**। বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা যাঁহার জীবিকা—**বুদ্ধিজীবী**। কথা দিয়া যিনি কথা রাখেন—**বাঙ্নিষ্ঠ**। বিষ্ণুর উপাসক—**বৈষ্ণব**। সেইরূপ **শৈব, বৌদ্ধ, শাক্ত, গাণপত্য**। প্রহরীদের পর্যায়ক্রমে শয়ন—**বিশায়**। এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ—**বুকনি**। বিশেষভাবে ঈক্ষণ করিতেছেন যিনি—**বীক্ষমাণ**। বিশেষভাবে ঈক্ষণ করা হইতেছে যে নারীকে—**বীক্ষ্যমাণা**। যাহা বলা হইবে—**বক্ষ্যমাণ**। অন্যের হইয়া যে স্বাক্ষর করে—**বকলম**। যিনি বহু দেখিয়াছেন—**বহুদর্শী, ভূয়োদর্শী**। বালকের অহিত—**বালাই**। বালের ইচ্ছা—**বিবৎসা**। ব্যাসের পুত্র—**বৈয়াসকি**। ব্যাসের রচিত—**বৈয়াসিক**। ব্যাকরণ জানেন যিনি—**বৈয়াকরণ**। বিগতা পত্নী যাহার—**বিপত্নীক**। সেইরূপ **মৃতদার**। বলিতে ইচ্ছা—**বিবক্ষা**। বলিতে ইচ্ছুক—**বিবক্ষু**। প্রবেশের ইচ্ছা—**বিবিক্ষা**। প্রবেশে ইচ্ছুক—**বিবিক্ষু**। আদবকায়দা

BANGODARSHAN.COM

জানে না যে—**বেয়াদব**। কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু—**বন্ধুর, উচ্চাবচ**। ছাদের উপরিস্থ গৃহ—**বলভি**। বিবাদ করিতেছে এমন—**বিবদমান**। যাহা ক্রমশঃ শীর্ণ হইতেছে—**বিশীর্যমান**। বমি করিবার ইচ্ছা—**বিবমিষা**। বর্ণাশ্রম ধর্মের তৃতীয় আশ্রম—**বানপ্রস্থ**। দিব্য আবেশের প্রভাবে বক্তৃতাকারী—**বক্তার**। শুক্লা প্রতিপদের চাঁদ—**বালেন্দু**। অতিশয় ভীত—**বিত্রস্ত**। বিশেষভাবে বিবেচনা—**বিমর্শ**। বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ করেন যিনি—**বিমৃশ্যকারী**। বিলাপ করিতেছে যে—**বিলপমান**। যে বৃক্ষে ফুল না হইয়া ফল হয়—**বনস্পতি**। বিপরীত ভাব—**বৈপরীত্য**। পুরুষের কর্ণভূষণ—**বীরবৌলি**। কুকুরের ডাক—**বুক্কন**। হস্তীর বন্ধনস্থান বা বন্ধনরজ্জু—**বারী**। পশুপক্ষীর বন্ধনরজ্জু—**বিতংস**। দুইপার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ—**বীথি**। বিধানের যোগ্য—**বিধেয়**। যেটিকে বহন করা যায়—**বাহ্য**। বহুসন্তানবতী দুঃখিনী নারী—**বালপুত্রিকা**। উপত্যকায় শিং (দাঁত) দিয়া পশুগণের মাটি খুঁড়িয়া খেলা—**বপ্র**। ভোরে গাহিবার উপযুক্ত স্তব—**ভোরাই**। সর্বাপেক্ষা বেশী—**ভূয়িষ্ঠ**। ভগীরথের আনীত নদী—**ভাগীরথী**। বিশেষভাবে বিভক্ত হইতেছে এমন—**বিভজ্যমান**। কবিতায় কবির পরিচয়জ্ঞাপক উক্তি—**ভণিতা**। একটুতেই ভয়ে অস্থির হয় যে—**ভয়তরাসে**। ভাগ পাওয়ার অধিকারী—**ভাগী**। ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া জীবিকানির্বাহ করে যে—**ভারানী**। অন্যকে ভোজনে আপ্যায়িত করেন যিনি—**ভোজয়িতা**। যাহার ভরণপোষণের ভার লওয়া উচিত—**ভরণীয়**। সৌভাগ্যের বিষয় যে—**ভাগ্যিস**। ভাঙ খাইতে অভ্যস্ত—**ভাঙড়**। ভাতের জন্য পরের গলগ্রহ—**ভাতুড়ে**। ধাতু প্রস্তর প্রভৃতির দ্বারা মূর্তি-নির্মাণকারী—**ভাস্কর**। ভয় দেখানো হইয়াছে এমন—**ভীষিত**। ভুজের সাহায্যে গমন করে যে—**ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম**। যাহা পূর্বে বিদ্যমান ছিল—**ভূতপূর্ব**। বহু দেখিয়া-শুনিয়া লব্ধ অভিজ্ঞতা—**ভূয়োদর্শিতা**। ভৃগুর পুত্র—**ভার্গব**। সম্পৎকালের বন্ধুত্ব—**ভ্রামরীমিত্রতা**। পাতালের গঙ্গা—**ভোগবতী**। পরিব্রাজকের ভিক্ষা—**মাধুকরী**। আয় বুঝিয়া ব্যয় করেন যিনি—**মিতব্যয়ী**। যাহার মৃত্যু আসন্ন—**মুমূর্ষু**। মরিতে ইচ্ছুক—**মর্তুকাম**। মধুপান করে যে—**মধুপ**। মধু চুষিয়া খায় যে পাখি—**মৌচুষকী**। মল্লে মল্লে যুদ্ধ—**মালামো**। যাহা মর্মে আঘাত দেয়—**মর্মঘাতী**। সেইরূপ **মর্মদাহী, মর্মচ্ছেদী, মর্মভেদী**। মজুরের পারিশ্রমিক—**মজুরি**। যে মায়ের ছেলেমেয়ে বাঁচে না—**মৃতবৎসা**। ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় বিচিত্র বর্ণ যাহার—**ময়ূরকণ্ঠী** (শাড়ি)। মনুর অপত্য—**মানব, মনুষ্য, মানুষ**। ক্ষুদ্রাকৃতি মানব—**মাণবক**। মিতার ভাব—**মিতালি**। সেইরূপ **ঠাকুরালি, পুরুষালি**। মৃত্তিকাদ্বারা নির্মিত—**মৃন্ময়**। মাটি দিয়া তৈয়ারী—**মেটে**। চাঁদোয়াঢাকা স্থান—**মণ্ডপ**। শুষ্ক পত্রাদির শব্দ—**মর্মর**। মাতার ভগিনী—**মাতৃষ্বসা**। প্রধান কেরানী—**মুৎসুদ্দী**। যজ্ঞের উপযুক্ত—**মেধ্য**। মুষ্টির দ্বারা পরিমাপযোগ্য—**মুষ্টিমেয়**। যে পথে মৃগ চলাচল করে—**মার্গ**। অশ্ব রাখিবার স্থান—**মন্দুরা**। দন্ত উদ্গত হয় নাই এমন হস্তিশিশু—**মাকনা**। মৃগয়া আজীব যাহার—**মৃগাজীব**। সেইরূপ **ভিক্ষাজীব, ব্যবহারাজীব, অস্ত্রাজীব**। মূর্ধা যাহার উচ্চারণস্থান—**মূর্ধন্য**। মহুয়াফুল হইতে প্রস্তুত সুরা—**মাধুকী**। মধুজাত সুরা—**মধ্বাসব**। যাহাকে মন্থন করা হইতেছে—**মথ্যমান**। যাহাকে মন্থন করা হইয়াছে—**মথিত**। বেগের ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তি—**মন্দন**। মুর্বানির্মিত ছিলা—**মৌর্বী**। মুনির ভাব—**মৌন**। মুনির ভাবে অধিষ্ঠিত—**মৌনী**। মনের ঐশ্বর্য—**মনীষা**।

মনীষার অধিকারী—**মনীষী**। মনীষীর ভাব—**মনীষিতা**। বুদ্ধদেবের সংসার ছাড়িয়া গমন—**মহাভিনিষ্ক্রমণ**। পুরুষানুক্রমে ভোগ্য—**মৌরুসী**। অতীতের গৌরবময় বিষয়ের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধার ভাব—**মূল্যবোধ**।

যতদিন জীবন থাকিবে—**যাবজ্জীবন**। যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি—**যুধিষ্ঠির**। স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে যে—**যাযাবর**। যাহার পরে আর কিছুই নাই—**যৎপরোনাস্তি**। যত্ন করিতেছে এমন—**যতমান**। সমস্ত ধনসম্পদ্—**যথাসর্বস্ব**। যথার্থের ভাব—**যাথার্থ্য**। যে সময় হইতে বা যে সময় পর্যন্ত—**যদবধি**। যবের মণ্ড—**যবাগূ**। অতিশয় তরুণ—**যবিষ্ঠ**। এক-অষ্টমাংশ ইঞ্চি—**যবোদর**। যজ্ঞসেনের কন্যা—**যাজ্ঞসেনী**। যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়—**যান**। বিবাহকালে বরকন্যাকে প্রদত্ত ধনরত্ন—**যৌতুক**। যাহারা যুদ্ধ করিতেছে—**যুযুধান**। বিড়ালের মিউমিউ ডাক—**মীবন**। চন্দ্র সূর্য যতকাল থাকিবে ততকাল—**যাবচ্চন্দ্রদিবাকর**। যে সময়ে এক যুগের অবসান ও অন্য যুগের আরম্ভ—**যুগসন্ধি**। বর্তমান নৃপতির জ্যেষ্ঠপুত্র ও সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী—**যুবরাজ**। সংগ্রামের ইচ্ছা—**যুযুৎসা**। যৌগিক অথচ বিশেষ একটি অর্থে সীমাবদ্ধ শব্দ—**যোগরূঢ়**। যোগসাধনায় মগ্ন—**যোগারূঢ়**। অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা—**যোগক্ষেম**। রব শুনিয়া যে আসে—**রবাহূত**। রূপই আজীব (জীবিকা) যে নারীর—**রূপাজীবা**। রাজতুল্য ব্যক্তি—**রাজড়া**। চর্বিত খাদ্যদ্রব্য পুনরায় চর্বণ—**রোমন্থন**। কাঁদিয়াছে এমন—**রুদিত**। আরবী বা ফারসী চতুর্দশপদী কবিতা—**রোবাইয়াৎ**। কনুই হইতে বদ্ধমুষ্টি হস্তাগ্র পর্যন্ত পরিমাণ—**রত্নি**। নারীর কটিভূষণ চন্দ্রহার ইত্যাদি—**রশনা**। রস আস্বাদন করা হয় যাহার দ্বারা—**রসনা**। পুনঃপুনঃ কাঁদিতেছে এমন—**রোরুদ্যমান**। রস দেয় যে—**রসদ**। রসদ দেন যিনি—**রসদদার**। রসায়নশাস্ত্র জানেন যিনি—**রসায়নবিদ্**। বিরুদ্ধ রসের সমাবেশে রসভঙ্গ—**রসাভাস**। সানাই ইত্যাদি যন্ত্রসহযোগে যে ঐকতান—**রোশনচৌকি**। রথ চলার মতো প্রশস্ত পথ—**রথ্যা**। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধনসম্পদ্—**রিক্থ**। রোজের উপার্জন—**রুজি**। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলের গভীরতা—**রুই**। রজোগুণের প্রকাশক—**রাজসিক**। রাজগণের বৃত্তান্ত—**রাজবৃত্ত, রাজবৃত্তিকা**। যে দুর্দিনকে রাত্রির মতো মনে হয়—**রাত্রিম্মন্য**। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে এমন—**লবেজান**। অন্যলিপিতে লিখন—**লিপ্যন্তর**। যাহার পায়ের আঙুল পাতলা চামড়া দিয়া পরপর জোড়া—**লিপ্তপাদ, লিপ্তপদ**। লবণ বিক্রয় করেন যিনি—**লাবণিক**। যাহা লঘু ছিল না তাহাকে লঘু করা—**লঘূকরণ**। যাহা লেহন করিয়া খাইতে হয়—**লেহ্য**। বারংবার লেহনকারী—**লোলিহান**। যাহা লেহন করা হইয়াছে—**লীঢ়, অবলীঢ়**। লক্ষবার অগ্নিশুদ্ধ—**লাখবান**। অত্যন্ত আগ্রহান্বিত—**লালায়িত**। নারীর লীলায়িত নৃত্য—**লাস্য**। বাহিরের আদবকায়দায় দক্ষ অথচ ফাঁকিবাজ—**লেফাফাদুরস্ত**। কর্ণের নিম্নভাগের কোমলাংশ—**লতি**। নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার—**ললন্তিকা**। যে লোকের কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না—**লোহল**।

অলংকারের শব্দ—**শিঞ্জন, শিঞ্জিত**। যাহার শরণ লওয়া যায়—**শরণ্য**। ইক্ষু-রসজাত মদ্য—**শীধু**। যিনি নিজেকে শিক্ষিত মনে করেন—**শিক্ষিতম্মন্য**। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য—**শ্রাবণ**। বেদপাঠক ব্রাহ্মণ—**শ্রোত্রিয়**। শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য—**শ্রদ্ধেয়, শ্রদ্ধার্হ**। প্রথমে শুইয়াছিলেন, পরে উঠিয়াছেন—**শায়িতোত্থিত**। একবার শুনিলেই যাহার মনে থাকে—**শ্রুতিধর**। শান্তনুর সন্তান—**শান্তনব**। যে পুরুষ শাস্তি দেন—

শাস্তা। যে নারী শাস্তি দেন—**শাস্ত্রী**। শাস্ত্রে অধিকার আছে এমন পুরুষ—**শাস্ত্রী**। শত্রুকে বধ করেন যিনি—**শত্রুঘ্ন**। শুনিবার ইচ্ছা—**শুশ্রূষা**। শুনিতে ইচ্ছুক—**শুশ্রূষু**। কাঁচ ঘাসে ঢাকা জমি—**শাদ্বল**। যে নারীর হাসি পবিত্র ও সুন্দর—**শুচিস্মিতা**। যাহা শোনানো হইয়াছে—**শ্রাবিত**। যাহা শোনা হইতেছে—**শ্রূয়মাণ**। শিক্ষালাভই উদ্দেশ্য যাহার—**শিক্ষার্থী**। সেইরূপ **বিদ্যার্থী, শুভার্থী, হিতার্থী, ভিক্ষার্থী**। ভগবান্ বিষ্ণুর ধনু—**শার্ঙ্গ**। ছয়টি মাতার সন্তান—**ষাণ্মাতুর**। শিক্ষকের কাজ—**শিক্ষকতা**। সধবা নারীর প্রেত—**শাঙ্খিনী**। দমন করে যে—**শময়িতা**। শতবর্ষ বাঁচে যে—**শতায়ু**। শতলহরী হার—**শতেশ্বরী**। মাথার চুল—**শিরোরুহ**। পায়ের শোথরোগ—**শ্লীপদ**। শুভকামনা করেন যিনি—**শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভৈষী**। সেইরূপ **হিতাকাঙ্ক্ষী, হিতৈষী**। শুভ দেন যে দেবী—**শুভদা**। সেইরূপ **বরদা, ধনদা**। ছয় মাস অন্তর-অন্তর ঘটে—**ষাণ্মাসিক**। শ্রদ্ধার সঙ্গে—**সশ্রদ্ধ**। শিষ্যের সঙ্গে—**সশিষ্য**। তৃষ্ণার সঙ্গে—**সতৃষ্ণ**। ত্বরার সহিত—**সত্বর**। স্থাবরজঙ্গমের সঙ্গে—**সচরাচর**। অবলীলার সঙ্গে—**সাবলীল**। সেইরূপ **সলীল, সলজ্জ, সশঙ্ক, সঘৃণ, সস্ত্রীক**। উপযুক্ত বয়স পাইয়াছে এমন—**সাবালক**। চতুর্দিকে দ্বারযুক্ত প্রাসাদ—**সর্বতোভদ্র**। উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্তী কণ্ঠস্বর—**স্বরিত**। যে নারীর হাসি মিষ্ট—**সুস্মিতা**। যাহাকে স্পষ্ট করা হইয়াছে—**স্পষ্টীকৃত**। মন্ত্রের সহিত—**সমন্ত্রক**। শোভন হৃদয় যাহার—**সুহৃৎ, সুহৃদ্**। সুহৃদের ভাব—**সৌহার্দ্য, সৌহৃদ্য**। সার দান করেন যে দেবী—**সারদা**। স্ত্রীর বশীভূত—**স্ত্রৈণ**। একই পতি যাহাদের—**সপত্নী**। একই সময়ে একই গুরুর শিষ্য—**সতীর্থ**। একই তীর্থের যাত্রী—**সতীর্থ**। একই মায়ের পুত্র—**সোদর, সহোদর**। সরসীতে জন্মে যাহা—**সরসিজ**। সরোবরে জন্মে যাহা—**সরোজ**। সর্বভূমির অধীশ্বর—**সার্বভৌম**। যাহার সর্বস্ব গিয়াছে—**সর্বস্বান্ত**। যাহার দুইটি হস্তই সমান দক্ষতায় চলে—**সব্যসাচী**। সভায় শোভন—**সভ্য**। যিনি একবারমাত্র গর্ভধারণ করিয়াছেন—**সকৃৎগর্ভা**। মাসের শেষদিন—**সংক্রান্তি**। ভ্রাতাদের পারস্পরিক প্রীতি—**সৌভ্রাত্র**। ভগিনীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি—**সৌভাগিন্য**। সৌভাগ্যবতীর পুত্র—**সৌভাগিনেয়**। সৌভাগ্যবতীর কন্যা—**সৌভাগিনেয়ী**। সূর্যের উপাসক—**সৌর**। সূর্যের পুত্র—**সৌরি**। সূর্যের মানবী পত্নী—**সুরী**। সোমের পুত্র—**সৌম্য**। সুমিত্রার নন্দন—**সৌমিত্রি, সৌমিত্র**। চমৎকার সাদৃশ্য—**সৌসাদৃশ্য**। সুজনের আচার—**সৌজন্য**। সুধাধবলিত গৃহ—**সৌধ**। রাত্রিকালীন যুদ্ধ—**সৌপ্তিক**। গ্রন্থাদির অধ্যায়—**স্কন্ধ**। সৈন্যদলের শিবির—**স্কন্ধাবার**। সুমিষ্ট গন্ধ—**সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য**। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা—**সিসৃক্ষা**। সেবা করিবার ইচ্ছা—**সিষেবিষা**। তরল অথচ গাঢ়—**সান্দ্র**। সত্য অথচ প্রিয় বাক্য বা অনুরূপ বক্তা—**সুনৃত**। ইন্দ্রজাল জানেন যিনি—**সৌভিক, ঐন্দ্রজালিক**। স্মৃতিশাস্ত্রে পারদর্শী—**স্মার্ত**। সবকিছুই সহ্য করে যে—**সর্বংসহ**। সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করে যে—**সর্বার্থসাধক**। সর্বজনে উপলব্ধি করিয়াছে এমন—**সর্বানুভূত**। সুন্দর দন্তযুক্তা—**সুদতী**। সত্ত্বগুণ আছে যাঁহার—**সাত্ত্বিক**। সর্বাপেক্ষা স্বাদু—**স্বাদিষ্ঠ**। তৃণাদির গুচ্ছ—**স্তম্ব**। একই সময়কার—**সামসময়িক**। যাহা সঞ্চয় করা হইতেছে—**সঞ্চীয়মান**। সর্বজনের কল্যাণে—**সর্বজনীন**। সর্বজনের সম্পর্কিত—**সার্বজনীন**। অপরকে স্নান করানোর কাজ—**স্নাপন**। যাহাকে স্নান করানো হইয়াছে—**স্নাপিত**। সারথির বৃত্তি—**সারথ্য**। পুরুষের কটিবন্ধ—**সারসন**।

BANGODARSHAN.COM

শিরোমধ্যস্থ সহস্রদল পদ্ম—**সহস্রার**। যাহা স্মরণ করার যোগ্য—**স্মরণীয়, স্মর্তব্য**। সতিনের পুত্র—**সাপত্ন্য**। বসন্ত ইত্যাদি রোগের টিকা হয় নাই যাহার—**সোঁদা**। ভয়জনিত সত্বরতা—**সংবেগ**। অতিশয় সাধু—**সাধিষ্ঠ**। ভগবান্ বিষ্ণুর চক্র—**সুদর্শন**। অতিশয় ক্ষুব্ধ—**সংক্ষুব্ধ**। সম্যক্ বীক্ষণ—**সংবীক্ষণ**। গাঢ়বন্ধ চতুর্দশপদী কবিতা-বিশেষ—**সনেট**। সূচের মতো তীক্ষ্ণলোমবিশিষ্ট—**সূচীরোমা**। সেনাপতির পদ বা কাজ—**সৈনাপত্য**। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ এমন শপথকারী সৈন্য—**সংশপ্তক**। সংসদের সদস্য—**সাংসদ**। সচেতন করার দায়িত্বে আছেন যিনি—**সচেতক**। যাহার বিকল্প আছে—**সবিকল্প**। স্থপতির কাজ—**স্থাপত্য**। সম্যক্ ইন্ধনপ্রাপ্ত—**সমিদ্ধ**। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপদ্বারা বেদপাঠ—**স্বাধ্যায়**। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে বৃন্দা-কর্তৃক বিরহিণী শ্রীমতীর বিরহবেদন-জ্ঞাপন—**সখীসংবাদ**। প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ হিতকারী—**সুহৃদ্**। যে নারী পরগৃহে বাস করিয়া শিল্পকার্যদ্বারা জীবিকানির্বাহ করে—**সৈরিন্ধ্রী**। অট্টালিকার শ্রেণী—**হাবেলী, হর্ম্যরাজি**। সাধারণের জন্য আরামপ্রদ উষ্ণজলের স্নানঘর—**হামাম**। যাহার সর্বস্ব হৃত হইয়াছে—**হৃতসর্বস্ব**। যাহা হৃদয় বিদীর্ণ করে—**হৃদয়বিদারক**। হৃদয়ে গমন করে যাহা—**হৃদয়ঙ্গম**। হৃদয়কে আকর্ষণ করে যাহা—**হৃদয়গ্রাহী**। হৃদয়ের প্রীতিকর—**হৃদ্য**। আপনাকে যে হীন মনে করে—**হীনম্মন্য**। নিজেকে হীন মনে করা—**হীনম্মন্যতা**। যাহাকে আহ্বান করা হইতেছে—**হূয়মান**। অশ্বের চিৎকার—**হ্রেষা**। হিমবানের কন্যা—**হৈমবতী**। সদ্যোজাত ঘৃত—**হৈয়ঙ্গবীন**। অসৎ চিন্তা ও কার্যে লজ্জা—**হ্রী**। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশের শক্তি—**হ্লাদিনী**।

বিপরীতার্থক শব্দ

দিনের শেষে ধরার বুকে এখন অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। রাত্রির শেষে আবার আলোক ফুটিয়া উঠিবে। আমরা **সুখে হাসি, দুঃখে কাঁদি**। এই বাক্যগুলিতে লক্ষ্য কর,—দিনের ও রাত্রির, অন্ধকার ও আলোক, সুখে ও দুঃখে, এবং হাসি ও কাঁদি—প্রতিটি যুগ্ম শব্দ পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিতেছে। **এই ধরনের শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।**

১৮৬। **বিপরীতার্থক শব্দ : কোনো শব্দ অন্য একটি শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিলে সেই শব্দদ্বয়কে পরস্পরের বিপরীতার্থক শব্দ বলে।**

বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগে অল্প পরিসরের মধ্যে ভাবকে সার্থকভাবে পরিস্ফুট করা যায়। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে বাক্যপরিবর্তনে এই শ্রেণীর শব্দের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিপরীতার্থক শব্দনির্বাচনে শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।—

(ক) **মূল শব্দটি যদি তৎসম হয়, বিপরীতার্থক শব্দটিকেও তৎসম হইতে হইবে ; আর মূল শব্দটি যেখানে তদ্ভব দেশী বা বিদেশী, বিপরীতার্থক শব্দটিও সেখানে যথাক্রমে তদ্ভব দেশী বা বিদেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়।** তাই শ্বেত শব্দটির বিপরীত কৃষ্ণ, এবং সাদা শব্দটির বিপরীত কালো। তেমনি উচ্চ—নীচ ; কিন্তু উঁচু—নীচু। সম্মুখে—পশ্চাতে ; কিন্তু সামনে—পিছনে। গ্রাম্য—নাগরিক ; কিন্তু গেঁয়ো—শহুরে। আরম্ভ—শেষ ; কিন্তু শুরু—সারা। মুক্ত—বদ্ধ, বন্ধ ; কিন্তু খোলা—ঢাকা। উষ্ণ—শীতল ; কিন্তু গরম—ঠাণ্ডা।

BANGODARSHAN.COM

(খ) **মূল শব্দটি যদি বিশেষ্য বিশেষণ বা ক্রিয়াপদ হয়, বিপরীতার্থক শব্দটিও তখন যথাক্রমে বিশেষ্য বিশেষণ বা ক্রিয়াপদ হইবে।** হাসি (বি)—কান্না (বি) ; হাসি (ক্রি)—কাঁদি (ক্রি) ; সরব (বিণ)—নীরব (বিণ) ; ভাঙা (ক্রি)—গড়া (ক্রি) ; ভাঙা (বিণ)—গোটা (বিণ) ; বৈফল্য (বি)—সাফল্য (বি) ; প্রকাশ্যে (ক্রি-বিণ)—গোপনে (ক্রি-বিণ) ; অকস্মাৎ (ক্রি-বিণ)—ক্রমশঃ (ক্রি-বিণ) ; ঈষৎ (বিণ)—বিশদ (বিণ) ; অভিমান (বি)—নিরভিমানতা, অমায়িকতা (বি)।

(গ) **মূল শব্দটির লিঙ্গ বিপরীতার্থক শব্দে অক্ষুণ্ণ থাকিবে—অর্থাৎ মূল শব্দটি পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে, বিপরীত শব্দটিকেও যথাক্রমে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ হইতে হইবে।** সবল (পুং)—দুর্বল (পুং) ; দোষী (পুং)—নির্দোষ (পুং) ; দোষিণী (স্ত্রী)—নির্দোষা (স্ত্রী) ; অপরাধিনী (স্ত্রী)—নিরপরাধা (স্ত্রী) ; পাপিনী (স্ত্রী)—নিষ্পাপা (স্ত্রী)। উত্তল—অবতল ; অসমঞ্জস—সুসমঞ্জস। [কিন্তু দিবস—রজনী (বা দিবা—রাত্রি) লিঙ্গ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।]

(ঘ) **মূল শব্দটির কারক বিপরীত শব্দটিতেও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।** প্রভাত—সন্ধ্যা (কর্তৃ)। প্রভাতে—সন্ধ্যায় (অধিকরণ) ; আসলকে—নকলকে (কর্ম) ; যত্নে—অবহেলায় (করণ) ; নিজের—পরের (সম্বন্ধপদ) ; আপনারে—অপরেরে (কর্ম বা সম্প্রদান—কবিতায়)।

এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিপরীতার্থক শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখ :

মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত
অখ্যাতি	সুখ্যাতি	অগ্র	পশ্চাৎ	অগ্রজ	অনুজ
অচল	সচল	অধঃ	ঊর্ধ্ব	অধোগামী	ঊর্ধ্বগামী
অধোগমন	ঊর্ধ্বগমন	অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	অনুকূল	প্রতিকূল
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	অনুবাত	প্রতিবাত	অনুরক্ত	বিরক্ত
অনুরাগ	বিরাগ	অনুরাগী	বিরাগী	অন্তঃ	বহিঃ
অন্তর্মুখী	বহির্মুখী	অন্তরে	বাহিরে	অপকারী	উপকারী
অপকারিতা	উপকারিতা	অপরাধী	নিরপরাধ	অবনত	উন্নত
অবনতি	উন্নতি	অবতরণ	উত্তরণ	অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ
অজ্ঞ	প্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ	অন্ধ	চক্ষুষ্মান্	অবাচী	উদীচী
অস্তগামী	উদয়োন্মুখ	অস্তিত্ব	নাস্তিত্ব	অহিংস	সহিংস
অভ্যস্ত	অনভ্যস্ত	অভিমানী	নিরভিমান	অভিমানিনী	নিরভিমানা
অমৃত	গরল	অর্পণ	গ্রহণ	অলস	পরিশ্রমী
অল্পতা	আধিক্য	অশন	অনশন	অসীম	সসীম
অন্তর্বাস	বহির্বাস	অলংকারিণী	নিরলংকারা	অহংকারী	নিরহংকার
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আকুঞ্চন	প্রসারণ	আগমন	নির্গমন
আচর্য	অনাচর্য	আত্মীয়	অনাত্মীয়	আদান	প্রদান
আদি	অন্ত	আদ্য	অন্ত্য	আদায়	অনাদায়
আদৃত	অনাদৃত	আবাহন	বিসর্জন	আবির্ভাব	তিরোভাব
আপদ্	নিরাপত্তা	আপ্যায়ন	প্রত্যাখ্যান	আসক্তি	বৈরাগ্য
আবৃত	অনাবৃত	আমদানি	রপ্তানি	আয়	ব্যয়

মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত
আরব্ধ	সমাপ্ত	আরম্ভ	শেষ	আরোহণ	অবরোহণ
আর্দ্র, সিক্ত	শুষ্ক	আশা	নিরাশা	আসল	নকল
আসামী	ফরিয়াদী	আস্তিক	নাস্তিক	আস্তিক্য	নাস্তিক্য
আস্তীর্ণ	অনাস্তীর্ণ	আস্তৃত	অনাস্তৃত	আস্বাদিত	অনাস্বাদিত
আহত	অনাহত	আহার	অনাহার	আহূত	অনাহূত
আহূত	অনাহূত	আহূতি	অনাহূতি	আশীর্বাদ	অভিশাপ
ইচ্ছায়	অনিচ্ছায়	ইতর	ভদ্র	ইষ্ট	অনিষ্ট
ইহলোক	পরলোক	ইদানীন্তন	তদানীন্তন	ঈদৃশী	তাদৃশী
উগ্র	সৌম্য	উচিত	অনুচিত	উচ্চ	নীচ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট	উত্তর	দক্ষিণ
উত্তর	প্রত্যুত্তর	উত্তরায়ণ	দক্ষিণায়ন	উঠন্ত	পড়ন্ত
উত্তম	অধম	উত্তাপ	শৈত্য	উত্থান	পতন
উত্থিত	পতিত	উদয়	অস্ত	উদ্যত	বিরত
উদ্যতি	বিরতি	উদ্যম	বিরাম	উত্তীর্ণ	অনুত্তীর্ণ
উদ্ধত	বিনত	উন্নয়ন	অবনয়ন	উন্নীত	অবনমিত
উন্মীলন	নিমীলন	উপকৃত	অপকৃত	উপকৃতি	অপকৃতি
উপচিকীর্ষা	অপচিকীর্ষা	উত্তরীয়	অন্তরীয়	উদার	অনুদার
উর্বর	ঊষর	উর্বরতা	ঊষরতা	উপচিকীর্ষু	অপচিকীর্ষু
উষ্ণ	শীতল	ঊর্ধ্বগ	নিম্নগ	ঊষা	সন্ধ্যা
ঋজু	বক্র	একাল	সেকাল	এরূপ	সেরূপ
ঐক্য	অনৈক্য	ঐচ্ছিক	আবশ্যিক	ঐহিক	পারত্রিক
ওস্তাদ	আনাড়ী	ঔদাসীন্য	আসক্তি	ঔদ্ধত্য	বিনতি
কচি	ঝুনো	কদাচার	সদাচার	কমতি	বাড়তি
কাঁচা	পাকা	কঠিন	কোমল	কাপুরুষ	বীরপুরুষ
কুখ্যাত	সুখ্যাত	কুটিল	সরল	কুৎসিত	সুন্দর
কর্মঠ	অকর্মণ্য	কুপথ	সুপথ	কুরুচি	সুরুচি
কুলীন	অন্ত্যজ	কৃতজ্ঞতা	কৃতঘ্নতা	কৃত্রিম	নৈসর্গিক
কৃপণ	বদান্য	কৃশ	স্থূল	কৃশাঙ্গী	স্থূলাঙ্গী
কৃষ্ণ	শুক্ল, শুভ্র	কৃষ্ণা	শুক্লা, শুভ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ক্রেতা	বিক্রেতা	কেন্দ্রাভিগ	কেন্দ্রাতিগ	কেন্দ্রীকরণ	বিকেন্দ্রীকরণ
ক্রোধ	প্রীতি	ক্ষয়, ক্ষতি	বৃদ্ধি	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
ক্ষণস্থায়ী	দীর্ঘস্থায়ী	ক্ষিপ্র	মন্থর	ক্ষিপ্ত	প্রকৃতিস্থ
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান	ক্ষুদ্রতম	বৃহত্তম	ক্ষুদ্রত্ব	বৃহত্ত্ব
খাঁটী	ভেজাল	গরিমা	লঘিমা	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গলগ্রহ	প্রতিপাল্য	গুপ্ত	প্রকাশিত	গূঢ়	ব্যক্ত
গৃহী	সন্ন্যাসী	গৃহীত	বর্জিত	গেঁয়ো	শহুরে
গৌরব	অগৌরব	গ্রহণ	বর্জন	গ্রহণীয়	বর্জনীয়

BANGODARSHAN.COM

মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত
গ্রাম্য	নাগরিক	ঘন	তরল, বিরল	ঘাত	প্রতিঘাত
ঘাতক	পালক	ঘুমন্ত	জাগন্ত	ঘৃণিত	সমাদৃত
চঞ্চল	স্থির	চড়াই	উতরাই	চল	অচল
চলিত	সাধু	চালাক	বোকা	চ্যুত	অচ্যুত
ছেলে	বুড়ো	ছেলেমি	বুড়োমি	ছোটো	বড়ো
জটিল	সরল	জড়	চেতন	জন্ম	মৃত্যু
জয়	পরাজয়	জয়ী	পরাজিত	জাগৃৎ	সুপ্ত
জিন্দাবাদ	মুর্দাবাদ	জীবন	মরণ	জীবিত	মৃত
জোড়	বিজোড়	জোয়ার	ভাটা	জ্ঞাতসারে	অজ্ঞাতসারে
জ্যেষ্ঠা	কনিষ্ঠা	জ্বলন্ত	নিভন্ত	ঝগড়া	ভাব
টক	মিষ্টি	টাটকা	বাসী	ঠকা	জেতা
ঠাণ্ডা	গরম	ঠিক	বেঠিক	ডুবন্ত	ভাসন্ত
তরল	কঠিন	তরুণ	বৃদ্ধ	তারুণ্য	বার্ধক্য
তাপ	শৈত্য	তিক্ত	মিষ্ট	তিরস্কার	পুরস্কার
তীক্ষ্ণ	স্থূল	তীব্র	মৃদু	তেজী	মন্দা
তির্যক্	ঋজু	তোষণ	দূষণ	ত্যাজ্য	গ্রাহ্য
তুষ্টি	রুষ্টি	তন্ময়তা	মন্ময়তা	ত্বরান্বিত	বিলম্বিত
ত্বদীয়	মদীয়	ত্বরিত	শ্লথ	ত্বাদৃশ	মাদৃশ
দক্ষিণ	বাম	দাতা	গ্রহীতা	দাস	প্রভু
দিন	রাত্রি	দিবস	রজনী	দিবাকর	নিশাকর
দুরন্ত	শান্ত	দুর্গম	সুগম	দুষ্কর	সুকর
দুষ্কৃতি	সুকৃতি	দুঃশীল	সুশীল	দুষ্ট	শিষ্ট
দীর্ঘায়ু	স্বল্পায়ু	দোষ	গুণ	দোষী	নির্দোষ
দোষিণী	নির্দোষা	দোস্ত	দুশমন	দূরে	নিকট
দৃঢ়	শিথিল	দেনা	পাওনা	দেনদার	পাওনাদার
দ্যুলোক	ভূলোক	দ্রুত	মন্থর	দ্রুতগামী	মন্দগামী
ধনী	নির্ধন	ধনিনী	নির্ধনা	ধবল	শ্যামল
ধর্ম	অধর্ম	ধীর	অধীর	ধৃত	মুক্ত
নতুন	পুরনো	নন্দিত	নিন্দিত	নম্র	উদ্ধত
নম্রতা	ঔদ্ধত্য	নশ্বর	অবিনশ্বর	নরম	কড়া
নাবালক	সাবালক	নাবালকত্ব	সাবালকত্ব	নাস্তিত্ব	অস্তিত্ব
নিদ্রা	জাগরণ	নিদ্রিত	জাগৃৎ	নিন্দা	প্রশংসা
নিকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট	নিরত	বিরত, নীরত	নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ
নিরবলম্ব	স্বাবলম্ব	নিরবয়ব	সাবয়ব	নিরবকাশ	সাবকাশ
নিরাকার	সাকার	নিরস্ত্র	সশস্ত্র	নিরীহ	দুর্দান্ত
নির্গুণ	সগুণ	নির্দয়	সদয়	নির্মল	সমল
নির্লজ্জ	সলজ্জ	নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট	নীরস	সরস

মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত
নূতন	পুরাতন	নৈঃশব্দ্য	সশব্দতা	ন্যূন	অধিক
পর	অবর,আপন	পরার্থ	স্বার্থ	পরিত্যক্তা	গৃহীতা
পরিত্যাজ্য	গ্রহণীয়	পাপ	পুণ্য	পাপী	পুণ্যবান্
পরুষ	কোমল	পুরুষ	নারী, প্রকৃতি	পুরাতনী	চিরন্তনী
পুরোভাগ	পশ্চাদ্‌ভাগ	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্বাহ্ণে	পরাহ্ণে
পূর্ণ	শূন্য	প্রকৃষ্ট	নিকৃষ্ট	প্রচুর	স্বল্প
পূর্বসূরী	উত্তরসূরী	প্রাচী	প্রতীচী	প্রারম্ভ	পরিণাম
প্রজ্বলন	নির্বাপণ	প্রতিযোগী	সহযোগী	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
প্রবল	দুর্বল	প্রবণতা	ঔদাসীন্য	প্রবাসী	স্ববাসী
প্রবিষ্ট	প্রস্থিত	প্রবীণ	নবীন	প্রবেশ	প্রস্থান
প্রভু	ভৃত্য	প্রভূতবিত্ত	স্বল্পবিত্ত	প্রমাণিত	অনুমিত
প্রশংসার্হ	নিন্দার্হ	প্রশ্ন	উত্তর	প্রশ্বাস	নিশ্বাস
প্রসারণ	সংকোচন	প্রসারিত	সংকুচিত	প্রাখর্য	স্থূলত্ব
প্রাচীন	অর্বাচীন	প্রাতিকূল্য	আনুকূল্য	ফলবান্	নিষ্ফল
বক্তা	শ্রোতা	বন্দনা	গঞ্জনা	বন্ধন	মুক্তি
বন্ধু	শত্রু	বন্ধুর	মসৃণ	বন্য	গৃহপালিত
বিশদতা	অস্পষ্টতা	বলিষ্ঠ	দুর্বলতম	বহাল	বরখাস্ত
বহির্দৃষ্টি	অন্তর্দৃষ্টি	বহির্ভূত	অন্তর্ভূত	বাদী	প্রতিবাদী
বাস্তব	কল্পিত	বিজন	সজন	বিজেতা	বিজিত
বিধর্মী	সধর্মী	বিধি	নিষেধ	বিনয়	ঔদ্ধত্য
বিপথ	সুপথ	বিপন্ন	নিরাপদ্	বিপন্নতা	নিরাপত্তা
বিফলতা	সফলতা	বিবাদ	সুবাদ	বিদ্যমান	অন্তর্হিত
বিদ্যমানতা	অন্তর্ধান	বিরল	বহুল	বিরহ	মিলন
বিষ	অমৃত	বিলম্বিত	দ্রুত	বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
ব্যক্ত	গুপ্ত	ব্যর্থ	চরিতার্থ	ব্যর্থতা	চরিতার্থতা
বিষাদ	প্রসাদ	বিষণ্ন	প্রসন্ন	বাহ্য	আভ্যন্তর
বিকাশ	বিলয়	বিশিষ্ট	সাধারণ	বিরহিণী	সোহাগিনী
বিতর্কিত	তর্কাতীত	বৈধ	নিষিদ্ধ	ভর্তা	ভৃত্য
ভালো	মন্দ	ভিন্নার্থক	সমার্থক	ভীরু	সাহসী
মর্যাদা	অমর্যাদা	মহাত্মা	নীচাত্মা	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ
মুখর	মৌনী	মুখরতা	মৌন	মৃদু	গম্ভীর
মুক্ত	বন্দী	মুখ্য	গৌণ	মূর্খ	জ্ঞানী
যশ	কলঙ্ক	যুষ্মদীয়	অস্মদীয়	রমণীয়	কুৎসিত
রসিক	বেরসিক	রাজী	গররাজী	রুষ্ট	তুষ্ট
রোগগ্রস্ত	রোগমুক্ত	রোগী	নীরোগ	রোগিণী	নীরোগা
লঘু	গুরু	লাভ	লোকসান	লোভী	নির্লোভ
শত্রু	মিত্র	শরন	উত্থান	শায়িত	উত্থিত

BANGODARSHAN.COM

মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত	মূল শব্দ	বিপরীত
শীত	গ্রীষ্ম	শোক	হর্ষ	শ্রদ্ধা	ঘৃণা
সঞ্চয়	অপচয়	সধবা	বিধবা	সন্ধি	বিগ্রহ
সপ্রতিভ	অপ্রতিভ	সবল	দুর্বল	সবীজ	নির্বীজ
সজীব	নির্জীব	সবাক্	নির্বাক্	সম্পদ্	বিপদ্
সমষ্টি	ব্যষ্টি	সরল	কুটিল	সরস	নীরস
সদর্থক	নঞর্থক	সংহত	বিভক্ত	স্বাতন্ত্র্য	সাধারণত্ব
সরব	নীরব	সরবতা	নীরবতা	সক্রিয়	নিষ্ক্রিয়
সাক্ষরা	নিরক্ষরা	সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য	সাধু	চোর
সাম্য	বৈষম্য	সার্থক	নিরর্থক	সিক্ত	শুষ্ক
সুখী	দুঃখী	সুধা	হলাহল	সুলভ	দুর্লভ
সুসহ	দুঃসহ	সুগম	দুর্গম	সৃষ্টি	সংহার
স্থাবর	জঙ্গম	স্থূল	সূক্ষ্ম	স্মৃতি	বিস্মৃতি
সান্ন	নিরন্ন	সুদর্শ	দুর্দর্শ	সুদর্শন	কুদর্শন
সুভগা	দুর্ভগা	সুবহ	দুর্বহ	শায়িত	উত্তোলিত
স্ববাস	প্রবাস	স্বাধীনা	পরাধীনা	স্বার্থপর	পরার্থপর
হরণ	পূরণ	হর্ষ	বিষাদ	হতবুদ্ধি	স্থিতবুদ্ধি
হ্রস্ব	দীর্ঘ	হ্রস্বতা	দীর্ঘতা	হ্রাস	বৃদ্ধি

কোনো কোনো শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ ক্ষেত্রবিশেষে এক-একপ্রকার হয়। কোন্‌টি বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে। যেমন, উত্তর—দক্ষিণ (দিক্ বুঝাইলে); উত্তর—প্রত্যুত্তর (বাদানুবাদ বুঝাইলে); পূর্বপদ—উত্তরপদ (সমাসে); প্রশ্ন—উত্তর। সাধু—চলিত (ভাষারীতি বুঝাইলে); সাধু—চোর বা তস্কর (চরিত্র বুঝাইলে)। এখন বিপরীতার্থক শব্দের কয়েকটি প্রয়োগ লক্ষ্য কর ঃ

প্রয়োগ ঃ পৃথিবীতে **স্বর্গ** আছে, **নরকও** আছে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী **বিষামৃতে** ভরা। "কালো আর **ধলো** বাহিরে কেবল।" "ঔরঙ্গজীব, এইবার তোমার **উত্থান** না **পতন**?" জগতে **অর্থই** সমস্ত অনর্থের মূল। "**দূরকে** করিলে **নিকট** বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।" "ঘর কৈনু **বাহির**, বাহির কৈনু ঘর।" **দিন** নেই **রাত্রি** নেই, আকাশটা কেবল কেঁদেই চলেছে। "এসো হে **আর্য**, এসো **অনার্য**, হিন্দু **মুসলমান**।" সকলেরই আয়-অনুযায়ী **ব্যয়** করা উচিত। তাঁর **স্থাবর-অস্থাবর** সমস্ত সম্পত্তিই হস্তচ্যুত হয়েছে। **দোষেগুণেই** মানুষ তৈরী হয়। "কণ্ঠস্বরের **চড়াই-উতরাই** ভাঙিতে ভাঙিতে অবশেষে হঠাৎ এক-সময়ে থামিতেন।" আমার **ইহকাল** গেল, **পরকালও** যেতে বসেছে। তিনি সমস্ত **স্তুতিনিন্দার** অতীত। **সুখ** তাঁকে **উল্লসিত** করে না, **দুঃখও** তাঁকে **ম্রিয়মাণ** করে না। "**সম্প্রসারণই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু**।" কী সব **আকাশ-পাতাল** ভাবছ? বাইরে **প্রবীণ** হয়েও অন্তরে তিনি **নবীন**। "তুমি **অধম**—তাই বলিয়া আমি **উত্তম** না হইব কেন?" "**স্মরিব সত্যে দূরিব মিথ্যা** ভয়।" "জননী তোমার **সন্তান**-তরে কত-না **বেদনা**, কত-না **হর্ষ**।" "**আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম**। আমরা **উষা**, তোমরা **গোধূলি**।" **আসলে নকলে** তফাত কী? যিনি **ভয়াল** তিনিই **করাল**। তাঁর আশীর্বাদ পেয়েই **মূক** হয় **মুখর**, **চঞ্চল** হয় **শান্ত**। সব ক্ষুরধার **দুর্গম** পথই চলেছে **নশ্বর** থেকে **অবিনশ্বরের** দিকে,

অন্ধকার থেকে আলোয়, নাস্তি থেকে অস্তিতে। "অধর্মেরই বয়স হয়, ধর্মের কোনো বয়স নেই।" "বিষ হতে মোরে অমৃতে তুলিয়া লহ।" সাধনার উচ্চতম মার্গে ধ্যানী-ধ্যেয় একাকার হয়ে যায়। তাঁর মতো স্থিতবুদ্ধি লোকও সুধাংশুবাবুর সামনে হত-বুদ্ধি হয়ে গেলেন। "তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!" "সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে (শকুন্তলাকে) ক্ষণকালের জন্য পতিত করিয়াছে, কিন্তু চিরকালের জন্য উদ্ধার করিয়াছে।"—রবীন্দ্রনাথ। জগতের সব নেতাই স্বার্থ নিয়ে উন্মাদ, স্থিতধী বিরলদৃষ্ট। সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা বাক্যে প্রকাশ পেলে খানিকটা স্থূল হয়ে পড়ে। "জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে, জীবনবীণা ঠিক সুরে আর বাজে না রে।" "বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে।" "চাই অন্নপ্রাশনে আরম্ভ, অমৃতপ্রাশনে সমাপ্তি।"—'বিধিচক্র'। বিরহ আছে বলেই তো মিলন এত স্পৃহণীয়। জীবনে দৈব আর পুরুষকার দুই-ই দরকার। যেখানে বন্ধন সেখানেই মুক্তি। শিষ্টের পালনের ভার নাও, দুষ্টের দমনের ভার সরকারের। আলোয় আকর্ষণ জাগায়, অন্ধকারে বিকর্ষণ। "তখন আমি গাইতে শুরু করলাম পাগলের মতো, যত গান জানতাম— আনন্দের-বিষাদের, পূর্ণতার-শূন্যতার।" মহাপুরুষের স্পর্শে উন্মার্গগামীও সন্মার্গগামী হয়। "দাতা গ্রহীতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।" "সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়।" "হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।" "লাভক্ষতি নিন্দাস্তুতি শোকহর্ষ শুভ-অশুভ সব আমাদের পক্ষে সমান হোক।" "হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে।"

ছেদচিহ্ন

১৮৭। ছেদচিহ্ন ঃ বাক্যের কোন্ অংশটুকু কণ্ঠস্বরের কোন্ ভঙ্গীতে কীভাবে কতটুকু জোর দিয়া পড়িতে হয়, কিংবা বাক্যের কোথায় কতটুকু থামা দরকার, যে-সমস্ত চিহ্নের দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায় তাহাদিগকে ছেদচিহ্ন বলে।

কতকগুলি ছেদচিহ্ন বাক্যের শ্রেণীনির্দেশ করে। বাক্যের রূপান্তর-সাধনে তথা অর্থ-পরিবর্তনেও এই ছেদচিহ্নের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সেইজন্য ছেদচিহ্ন-প্রয়োগের নিয়মগুলি লক্ষ্য কর।—

১। পূর্ণচ্ছেদ (।)

সাধারণভাবে একটি বাক্য যেখানে শেষ হয়, সেখানেই পূর্ণচ্ছেদ বসে। যেমন ঃ "এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ।" "নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।" "রসিক হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া রহিল।"

প্রাচীন বাংলা কবিতার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শেষে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার হইত, বাক্য সমাপ্ত হইল কি না হইল সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইত না। আধুনিক বাংলা কবিতায় এই রীতি আর চলে না। এখন বাক্য যেখানে শেষ হয়, সেখানেই পূর্ণচ্ছেদ বসে।

প্রাচীন কবিতায় ঃ কহিল নারদ মুনি ধর্মশাস্ত্র মত।
এ কর্ম তোমার রাজা না হয় উচিত॥

আধুনিক কবিতায় ঃ (ক) ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।

BANGODARSHAN.COM

(খ) গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি।

২। অর্ধচ্ছেদ (;)

মাঝে মাঝে কোনো একটি বড়ো বাক্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটো বাক্য একটি বা একের বেশী থাকে। এইরূপ ছোটো ছোটো বাক্যের শেষে অর্ধচ্ছেদ বসে। অর্ধচ্ছেদের স্থানে পূর্ণচ্ছেদ অপেক্ষা একটু অল্প সময় থামিতে হয়। যেমন ঃ "নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।" "মেলা অস্থায়ী বলেই আনন্দদায়ক; সে যখন স্থায়ী হয়, তখন তার নাম বাজার। মেলা যেন কবিতা; বাজার গদ্য।" বিধিবদ্ধ নিয়মে ছবি আঁকলেই ছবি প্রাণ পায় না; ছবিতে কারুকারের ভাবলাবণ্য ও ভক্তির পবিত্রতা মেশাতে হয়; তাতেই ছবি প্রাণবন্ত হয়।

৩। পাদচ্ছেদ (,)

বাক্যাংশের শেষে, কিংবা একই ধরনের দুইটি বা তাহাদের বেশী পদ পর পর উল্লেখ করিলে, সম্বোধনে অথবা সাল, তারিখ, ঠিকানা বা উপাধি উল্লেখ করিতে হইলে অথবা উদ্ধরণ-চিহ্নের পূর্বে পাদচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়। পাদচ্ছেদের স্থানে অর্ধচ্ছেদ অপেক্ষাও অল্প সময় থামিতে হয়। যেমন রাম, শ্যাম, যদু, মধু সবাই এসেছে। "ধর্ম গেল, জাতি গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়।" "কেষ্ট, আয় রে কাছে।" ১০ই আষাঢ়, ১৩৪৯ সাল। অক্ষয় মালঞ্চ, বাজেপ্রতাপ। শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, সাহিত্য-ভারতী। "তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।"

একই ধরনের দুইয়ের বেশী পদ উল্লেখ করিবার সময় শেষ দুইটির মধ্যে পাদচ্ছেদ না বসাইয়া 'ও' 'এবং' 'আর' যেকোনো একটি সংযোজক অব্যয় বসাইতে হয়। যেমন ঃ প্রেমেন, রমেন আর হীরেনকে ডাক তো গজেন। "কথাসাহিত্যে আমরা সর্বাগ্রে তিনটি বস্তুর প্রত্যাশা করি—কাহিনী, চরিত্রায়ণ ও বাগ্‌বিভূতি।" কর্মযোগীর ছয়টি ঐশ্বর্য —শক্তি, সাহস, শ্রম, উৎসাহ, ধৈর্য আর অধ্যবসায়।

পাদচ্ছেদ নাই এমন স্থানেও সরব পাঠকালে অল্পসময়ের জন্য থামিতে হয়ই। একটি উদাহরণ দেখ ঃ মৃত্যুঞ্জয় (,) বারবার করিয়া (,) এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া (,) ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া (,) বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখণ্ড টানিয়া (,) মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা (,) আঘাত করিয়া (,) শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া (,) তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে (,) শ্রান্ত হইয়া (,) সোনার পাত বিছাইয়া (,) তাহার উপর শয়ন করিয়া (,) ঘুমাইয়া পড়িল। [গুপ্তধন ঃ রবীন্দ্রনাথ]

৪। জিজ্ঞাসা-চিহ্ন (?)

যে বাক্যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুঝায়, সেই বাক্যের শেষে এই জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বসে। এইরূপ চিহ্নের স্থানে পূর্ণচ্ছেদের মতোই থামিতে হয়। যেমন ঃ নবীনবাবু কি এখনো আসেননি? সুজাতা আজ কী খাবে, ডাক্তারবাবু? চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? "কোন্ দেশের মানুষ খাইতে না পাইয়া ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটি

থায় ?" "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?" আমাদের দেশপ্রীতি কি আদৌ বুকের, না একান্তই মুখের ?

৫। বিস্ময়াদিসূচক-চিহ্ন (!)

বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ করিতে কিংবা কাহাকেও সম্বোধন করিতে এই বিস্ময়াদিসূচক-চিহ্নের প্রয়োগ হয়। যেমন ঃ ছিঃ ছিঃ। ভাই! একি ব্যবহার! মরি মরি! কী অপূর্ব ছবি! আঃ, বড় বিরক্ত কর তুমি! "আশ্চর্য তোমার লজ্জাবোধ, মোহনলাল!" "আহা কী দেখিলাম!" "গাইল, 'জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!' "

৬। উদ্ধরণ-চিহ্ন ("..." বা '...')

বাক্যমধ্যে কাহারও কোনো বক্তব্য অবিকল উদ্ধৃত করিবার সময় এই উদ্ধরণ-চিহ্নের ব্যবহার হয়। উদ্ধরণ-চিহ্নের পূর্বে একটি পাদচ্ছেদ বসে। যেমন—নেতাজী বলিয়াছেন, "আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিব।" রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দেশ শুধু মাটিকে লইয়া নহে, দেশ মানুষকে লইয়াও।" ভগিনী নিবেদিতা ঐতিহাসিক যদুনাথকে বলেছিলেন, "কোনো বিদেশীর কাছে নিজের জাতীয় পতাকা কখনও অবনমিত করবে না।" ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, "গুরু ও বেদান্তবাক্যে আস্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা।"

আরম্ভের ও সমাপ্তির উদ্ধরণ-চিহ্নের আকৃতিগত পার্থক্যটুকু ভালোভাবে লক্ষ্য কর।

কোনো উদ্ধৃতিমধ্যে অন্য কাহারও উক্তি থাকিলে সেই উক্তিটি '...' এই উদ্ধরণ-চিহ্নের মধ্যে রাখাই ভালো। যুধিষ্ঠির বললেন, "দুঃখপীড়িত এই সংসারে মানুষ নিজের কামনার জালে নিজেই মাকড়সার মতো জড়িয়ে আছে। স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন, 'শুধু পাপ ও অধর্ম থেকেই নয়, ধর্ম এবং পুণ্যেরও ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। ভালো এবং মন্দ উভয়ের দোষ থেকে মুক্ত হলে, মাটি আর সোনা এক হয়ে যায়।' "

একাধিক অনুচ্ছেদব্যাপী একটানা কাহারও সুদীর্ঘ উক্তি যথাযথ উদ্ধৃত করিতে হইলে **প্রতিটি অনুচ্ছেদ আরম্ভকালে আরম্ভের উদ্ধরণ-চিহ্নটি যথাযথ দিতেই হইবে,** কিন্তু সেই-সেই অনুচ্ছেদশেষে সমাপ্তিসূচক উদ্ধরণ-চিহ্নটি বসে না—**কেবল সর্বশেষ অনুচ্ছেদটির শেষেই সমাপ্তিসূচক উদ্ধরণ-চিহ্নটি শেষবারের মতো একবারই বসিবে।**

৭। পদসংযোজক-চিহ্ন (-)

(ক) কোনো পঙ্‌ক্তির শেষে একটি শব্দ সম্পূর্ণ বসাইবার স্থানসংকুলান না হইলে পদটির প্রথমাংশ বসাইয়া একটি পদসংযোজক-চিহ্ন দিয়া পঙ্‌ক্তিটি শেষ করিতে হয়। (খ) সমাসবদ্ধ পদ লিখিবার সময়, কিংবা (গ) অনেক স্থানে শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট হইবার আশঙ্কায় পরস্পর সন্নিহিত দুইটি পদ সন্ধিবদ্ধ না করিয়া মাত্র পদসংযোজক-চিহ্নদ্বারা যুক্ত করা হয়। যেমন—আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই জানিয়েছি। শিশু-উদ্যানে আজ জন্মাষ্টমী-উৎসব পালিত হচ্ছে। "সদ্য-গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা।"

৮। রেখা-চিহ্ন (—)

(ক) কোনো বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিবার পূর্বে, (খ) পূর্বের কথাটি স্পষ্টতর করিবার জন্য অন্যতর বাক্যাংশ প্রয়োগের পূর্বে, অথবা (গ) একটি বিষয় বলিতে

BANGODARSHAN.COM

বলিতে অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার পূর্বে রেখা-চিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন ঃ গুণ তিনটি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। "সকলেই লিখিবে—যে বাঙ্গালী, সেই লিখিবে।" এ প্রশ্নের উত্তর—কিছু মনে করবেন না—বড়ো বড়ো পণ্ডিতেও পারবেন কিনা সন্দেহ। "তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।"

অনেকে রেখা-চিহ্নের পূর্বে একটি কোলন (ঃ) বসান। অনেক সময় শুধু কোলন বসাইয়াই উদাহরণ দেওয়া হয়, রেখা-চিহ্নের দরকারই হয় না।

ছেদচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার না করিলে অর্থবোধে বিঘ্ন ঘটে বা অর্থ সম্পূর্ণ পালটাইয়া যায়। একটা ? না, দুটো ? একটানা দুটো।

বাক্যের অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ

অর্থানুসারে বাক্যকে আবার সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **নির্দেশাত্মক,** (২) **প্রশ্নসূচক,** (৩) **অনুজ্ঞাসূচক,** (৪) **প্রার্থনাসূচক,** (৫) **বিস্ময়াদি-বোধক,** (৬) **কার্যকারণাত্মক ও** (৭) **সন্দেহবোধক।** এইসব ক্ষেত্রে বাক্যরচনায় **ছেদ-চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য।**

(১) **নির্দেশাত্মক ঃ** যে বাক্যে কোনোকিছু নির্দেশ করা বা অস্বীকার করা হয় তাহাই নির্দেশাত্মক বাক্য। নির্দেশাত্মক বাক্যকে আবার অস্ত্যর্থক (ইতিবাচক) ও নাস্ত্যর্থক (নেতিবাচক) এই দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়।—

(ক) **অস্ত্যর্থক ঃ** কবিতাটি বড়োই সুখপাঠ্য। মিথ্যাবাদীকে সকলেই অবিশ্বাস করে। "মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা এনেছে অশরণ লাগি রে।" "(আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছ।"

(খ) **নাস্ত্যর্থক ঃ** "দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।" তোমার এখানে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের সংখ্যা বেশী নয়। যাবজ্জীবন চেষ্টা করলেও কেউ আশা পূর্ণ করতে পারে না।

দুইটি নেতিবাচক বাক্যাংশ মিলিয়া একটি ইতিবাচক বাক্যের সৃষ্টি করে ঃ এখানে এমন কেউ নেই যিনি ঠাকুরের প্রসাদ পাননি (এখানে উপস্থিত সকলেই ঠাকুরের প্রসাদ পেয়েছেন—এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে)।

(২) **প্রশ্নসূচক ঃ** যে বাক্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুঝায় তাহাই প্রশ্নসূচক বাক্য। "দা-ঠাউর, বাড়ি আছ কি ?" সুখ কি বাইরে খোঁজবার জিনিস ? "কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ ?" "কে দিল ঔষধ রোগে, ক্ষতে প্রলেপন—স্নেহে-অনুরাগে ?" "দাঁড়িয়ে কে রে ও ? তোরি ছেলে নাকি ? মদনা না ওর নাম ?"

(৩) **অনুজ্ঞাসূচক ঃ** যে বাক্যে আদেশ উপদেশ অনুরোধ উপরোধ ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে। এমন কাজ আর কখনও করো না। "প্রেমে হও বলী।" ভাই, আমাকে একটু সাহায্য কর। "সেই মধুব্রহ্মের ভজনা কর।"

(৪) **প্রার্থনাসূচক ঃ** যে বাক্যে বক্তা কোনোকিছু প্রার্থনা করে তাহাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমাদের চলার পথ বাধামুক্ত হোক। "আমায় দে মা তবিলদারি।" "মা, আমায় মানুষ কর।" শূন্যাঞ্জলি তোমার পূর্ণাঞ্জলি হোক। "এস আমার দৈন্যমাঝে রাজার সাজে।"

(৫) **বিস্ময়াদিবোধক :** যে বাক্যে আনন্দ, বিস্ময়, উৎসাহ, ঘৃণা, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ পায় তাহাকে বিস্ময়াদিবোধক বাক্য বলে। "আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়!" "মরি মরি! কি মনোরম সূর্যোদয়!" "রে লক্ষ্মণ! ক্ষত্রকুলগ্লানি তুই!" কী জঘন্য অপরাধ! "শাবাশ! শাবাশ! তোরা বাঙালীর মেয়ে।" হায় হায়! সর্বনাশ হল! "এ যে দেখি তুই বাপেরেও গেলি জিতে!"

(৬) **কার্যকারণাত্মক :** যে বাক্যে কার্যের কোনো কারণ বা শর্তের উল্লেখ থাকে তাহাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে। যদি আপনি একবারটি আসেন, আমাদের আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হয়। মন দিয়ে না পড়লে সাফল্য আসবেই না। ধানবিক্রির টাকাটা এসে গেলে চাঁদা দেব। "তুমি কমলাকান্ত দূরদর্শী, কেননা আফিমখোর।"

(৭) **সন্দেহবোধক :** বুঝি, বোধ হয়, হয়তো প্রভৃতির প্রয়োগে বক্তার সন্দেহ বা অনুমান প্রকাশ পাইলে বাক্যটিকে সন্দেহবোধক বাক্য বলা হয়। তোরা বুঝি এবাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিস! বোধ হয় সভায় তিনি আসছেন না। চাকরিতে হয়তো সে ইস্তফাই দেবে। "কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে!" "কোথা যেন হতেছে প্রলয়।" "যদি কোথাও শান্তি থাকে তা অন্বেষে।"

উক্তি-পরিবর্তন

১৮৮। **উক্তি :** বক্তার কথাগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করা বা তাঁহার মূল ভাবটি প্রকাশকের নিজের কথায় বলাকে উক্তি বলা হয়।

বাংলা ভাষায় উক্তি দুইপ্রকার—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

প্রত্যক্ষ উক্তি—বক্তার কথাগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। রাম বলিল, "আজ স্কুলে যাব না।" ভবানন্দ তাহাকে বলিল, "সংবাদ কিছু পাইলে?"

পরোক্ষ উক্তি—বক্তার কথাগুলি যথাযথ উদ্ধৃত না করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রকাশকের নিজের ভাষায় বলিলে পরোক্ষ উক্তি হয়। রাম বলিল যে, সে আজ (একই দিন বুঝাইলে; নতুবা সেদিন) স্কুলে যাইবে না। সংবাদ সে কিছু পাইয়াছে কিনা ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

উক্তি-পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম

(১) প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কথাগুলি যথাযথ উদ্ধরণ-চিহ্নের ('...' বা "...") মধ্যে থাকে। উদ্ধরণ-চিহ্নটির পূর্বে পাদচ্ছেদ (,) বসে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ-চিহ্নটি তুলিয়া দিয়া উক্তিটির পূর্বে 'যে' সংযোজক অব্যয়টি বসাইতে হয়।

(২) সর্বনাম, পুরুষ ও ক্রিয়াপদ পরোক্ষ উক্তিতে অর্থানুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

(৩) প্রত্যক্ষ উক্তির সম্বোধনপদটি পরোক্ষ উক্তিতে কর্মকারকের বিভক্তিযুক্ত হয়।

(৪) প্রত্যক্ষ উক্তির কতকগুলি বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ পরোক্ষ উক্তিতে এইভাবে পরিবর্তিত হয়: এখন—তখন; এই—সেই; এখানে—সেখানে; আগামীকল্য—পরদিন; গতকল্য—পূর্বদিন; আজ—সেদিন; এবার—সেবার।

উক্তি-পরিবর্তনের সময় মূল ক্রিয়াপদটি যদি সাধু রীতিতে থাকে, তাহা হইলে উহাটি চলিতে থাকিলেও সাধু রীতিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে।

এখন বিভিন্ন ধরনের বাক্যের উক্তি-পরিবর্তন দেখ।—

BANGODARSHAN.COM

নির্দেশাত্মক বাক্য

(১) **প্রত্যক্ষ :** শ্যামলেন্দুবাবু বলিলেন, "আগামীকল্য দিল্লি যাইব।"
পরোক্ষ : শ্যামলেন্দুবাবু বলিলেন যে পরদিন তিনি দিল্লি যাইবেন।

(২) **প্রত্যক্ষ :** অর্চনা বলিল, "গতকল্য আমাদের বাড়িতে এক সাধু আসিয়াছেন।"
পরোক্ষ : অর্চনা বলিল যে পূর্বদিন তাহাদের বাড়িতে এক সাধু আসিয়াছেন।

(৩) **প্রত্যক্ষ :** পণ্ডিতমশায় বলিলেন, "এই বীজে অঙ্কুরোদ্গম হবে না।"
পরোক্ষ : পণ্ডিতমশায় বলিলেন যে সেই বীজে অঙ্কুরোদ্গম হবে না।

প্রশ্নসূচক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তিটি প্রশ্নসূচক হইলে প্রকাশকের ক্রিয়াটি **'প্রশ্ন করিলেন', 'জিজ্ঞাসা করিলেন'** প্রভৃতি রূপে পরিবর্তিত হয়। বাক্যের শেষে জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্নের পরিবর্তে পূর্ণচ্ছেদ বসে। 'যে' সংযোজক অব্যয়টি এরূপ ক্ষেত্রে আদৌ বসিবে না।

(১) **প্রত্যক্ষ :** রাম শ্যামকে বলিল, "তুমি কি নদীর ধারে বেড়াতে যাবে?"
পরোক্ষ : রাম শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিল (শ্যাম) নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে কিনা।

(২) **প্রত্যক্ষ :** প্রধানশিক্ষিকামহাশয়া বলিলেন, "অমলা, গতকল্য বিদ্যালয়ে আস নাই কেন?"
পরোক্ষ : অমলা পূর্বদিন বিদ্যালয়ে আসে নাই কেন তাহা প্রধানশিক্ষিকামহাশয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

(৩) **প্রত্যক্ষ :** আলেকজানডার বলিলেন, "পুরু, আমার কাছে কীরূপ ব্যবহার আশা কর?"
পরোক্ষ : আলেকজানডার পুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি (পুরু) তাঁহার কাছে কীরূপ ব্যবহার আশা করেন।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তিটি অনুজ্ঞাসূচক বাক্য হইলে প্রকাশকের ক্রিয়াটি অর্থ-হিসাবে **'আদেশ করিলেন', 'অনুরোধ করিলেন', 'উপদেশ দিলেন'** ইত্যাদি রূপে পরিবর্তিত হয়।

(১) **প্রত্যক্ষ :** মনীষাদি বলিলেন, "রঞ্জিতা, কথা না বলিয়া অঙ্কটি কষ।"
পরোক্ষ : রঞ্জিতাকে কথা না বলিয়া অঙ্কটি কষিবার জন্য মনীষাদি আদেশ করিলেন।

(২) **প্রত্যক্ষ :** দাদা আমাকে বলিলেন, "গুরুজনের বাধ্য হইও।"
পরোক্ষ : দাদা আমাকে গুরুজনের বাধ্য হইতে উপদেশ দিলেন।

(৩) **প্রত্যক্ষ :** বাবলুকে বললাম, "তোমার কলমটা একবার দাও না।"
পরোক্ষ : কলমটা একবার দেবার জন্য বাবলুকে অনুরোধ করলাম।

প্রার্থনাসূচক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তিটি প্রার্থনাসূচক বাক্য হইলে মূল ক্রিয়াটি **'প্রার্থনা করিলেন', 'প্রার্থনা জানাইলেন'** ইত্যাদি রূপে পরিবর্তিত হয়।

(১) **প্রত্যক্ষ :** নরেন্দ্রনাথ দেবীকে বলিলেন, "মা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"
পরোক্ষ : নরেন্দ্রনাথ দেবীর কাছে শুদ্ধা ভক্তির প্রার্থনা জানাইলেন।

(২) **প্রত্যক্ষ :** গান্ধীজী গাহিলেন, "সবকো সন্মতি দে ভগবান্।"
পরোক্ষ : সকলকে সন্মতি দিবার জন্য গান্ধীজী সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইলেন।

বিস্ময়াদিসূচক বাক্য

প্রত্যক্ষ উক্তিটি যদি বিস্ময়াদিসূচক বাক্য হয়, তবে প্রকাশকের ক্রিয়াটিকে বিস্ময়, আনন্দ, খেদ ইত্যাদি অর্থ-হিসাবে পরিবর্তিত করিয়া লইতে হয়। বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক-চিহ্নের পরিবর্তে পূর্ণচ্ছেদ বসে।

(১) **প্রত্যক্ষ :** বেলা বলিল, "কী চমৎকার ছবি!"
পরোক্ষ : বেলা আনন্দে বলিয়া উঠিল যে ছবিটি বড়োই চমৎকার।

(২) **প্রত্যক্ষ :** খুড়ো বলিলেন, "হায় হায়! কী বিপদেই না পড়লাম!"
পরোক্ষ : খুড়ো খুব খেদোক্তি করে বললেন যে তিনি বড়োই বিপদে পড়েছেন।

(৩) **প্রত্যক্ষ :** সেকেন্দার বলিলেন, "কী বিচিত্র এই দেশ, সেলুকাস!"
পরোক্ষ : সেকেন্দার সেলুকাসকে সম্বোধন করে সবিস্ময় বললেন যে এই দেশ অত্যন্ত বিচিত্র।

এখন, নানা ধরনের বাক্য-সংবলিত অনুচ্ছেদের উক্তি-পরিবর্তন দেখ!—

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, আজ্ঞে, এই যে শুনি;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমার মাথায় পা দিয়ে ডুবতে চাস রে! সে দু'টাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে এসেচিস কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি সুদ-টুদ কিছু এনেচিস?

[একাদশী বৈরাগী : শরৎচন্দ্র]

পরোক্ষ উক্তি : (অপূর্বর কথায়) একাদশী মুখ ফিরাইয়া যথারীতি সম্ভ্রমের সঙ্গেই জানাইল যে (তাহাদের লাইব্রেরীর) কথাটা সে শীঘ্রই শুনিবে। পরে নফরকে সম্বোধন করিয়া বিস্ময়ের সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল সে (নফর) তাহার (একাদশীর) মাথায় পা দিয়া তাহাকে ডুবাইতে চায় কি না। (পুরাতন) দুইটাকা এখনো সে শোধ দিল না, অথচ আবার একটাকা সে চাহিতে আসিয়াছে কোন্ লজ্জায় তাহা একাদশী জানিতে চাহিল। সে (নফর) সুদ-টুদ কিছু আনিয়াছে কি না, তাহাও সে (একাদশী) জানিতে চাহিল। [মূল ক্রিয়াপদটি সাধু রীতিতে আছে বলিয়া সমস্ত উদ্ধৃতিটিকেই সাধুতে আনিতে হইয়াছে।]

বাক্যান্তরীকরণ

বাক্যান্তরীকরণ কথাটির অর্থ হইল—**অর্থ অটুট রাখিয়া বাক্যের রূপান্তরসাধন।** সরল, জটিল ও যৌগিক—যেকোনো ধরনের বাক্যকে অন্য ধরনের বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়, অবশ্য প্রদত্ত বাক্যটিতে পরিবর্তনযোগ্য উপাদান থাকা চাই। আবার, অস্ত্যর্থক, নাস্ত্যর্থক, প্রশ্নসূচক, অনুজ্ঞাসূচক, বিস্ময়াদিবোধক, প্রার্থনাসূচক, কার্যকারণাত্মক এবং সন্দেহবোধক—যেকোনো এক ধরনের বাক্যকে অন্য ধরনের বাক্যে রূপান্তরিত করাও যায়। তবে **মূল বাক্যটির ভাষারীতি (সাধু বা চলিত) পরিবর্তিত বাক্যটিতেও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।**

BANGODARSHAN.COM

সরল হইতে জটিল বা যৌগিক

(ক) সরল বাক্যের অন্তর্গত কোনো পদ বা পদসমষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া একটি অপ্রধান খণ্ডবাক্যে রূপান্তরিত করিলে জটিল বাক্য পাওয়া যায়। (খ) প্রদত্ত সরল বাক্যটির অন্তর্গত কোনো পদ বা পদসমষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া একটি নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে রূপান্তরিত করিলে বাক্যটি যৌগিক বাক্যে পরিণত হয়। প্রয়োজনমতো সংযোজক, বিয়োজক, সংকোচক, হেতুবোধক, সিদ্ধান্তবাচক প্রভৃতি সমুচ্চয়ী অব্যয়-দ্বারা এই নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যগুলির সংযোগসাধন করিতে হইবে। কয়েকটি উদাহরণ দেখ।—

(১) **সরল :** "ইন্দ্র আশ্বাস দিলেও আমি রাজী হইলাম না।" **জটিল :** যদিও ইন্দ্র আশ্বাস দিল, তথাপি আমি রাজী হইলাম না। **যৌগিক :** ইন্দ্র আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু আমি রাজী হইলাম না।

(২) **সরল :** অসুস্থতার জন্য গতকল্য অনুপস্থিত ছিলাম। **জটিল :** যেহেতু অসুস্থ ছিলাম, সেই হেতু গতকল্য অনুপস্থিত ছিলাম। **যৌগিক :** অসুস্থ ছিলাম, সেইজন্য গতকল্য অনুপস্থিত ছিলাম।

(৩) **সরল :** আপনার উপহার দেওয়া বইখানি খুঁজে পাচ্ছি না। **জটিল :** আপনি যে বইখানি উপহার দিয়েছিলেন, সেটি খুঁজে পাচ্ছি না। **যৌগিক :** আপনি একখানি বই উপহার দিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানি খুঁজে পাচ্ছি না।

(৪) **সরল :** "ভেদবুদ্ধি বিদূরিত না হইলে জাতীয় সংহতির আশা নাই।" **জটিল :** যতদিন ভেদবুদ্ধি বিদূরিত না হয়, ততদিন জাতীয় সংহতির আশা নাই। **যৌগিক :** আগে ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হউক, তবেই জাতীয় সংহতির আশা।

(৫) **সরল :** "ভিত্তি দৃঢ় না হইলে পাথরে-গড়া তাজমহলও এতকাল স্থায়ী হইত না।" **জটিল :** ভিত্তি যদি দৃঢ় না হইত, তাহা হইলে পাথরে-গড়া তাজমহলও এতকাল স্থায়ী হইত না। **যৌগিক :** ভিত্তি নিশ্চয়ই দৃঢ়, নচেৎ পাথরে-গড়া তাজমহলও এতকাল স্থায়ী হইত না।

(৬) **সরল :** উন্নতি করিতে হইলে পরিশ্রমী হও। **জটিল :** যদি উন্নতি করিতে চাও, তবে পরিশ্রমী হও। **যৌগিক :** পরিশ্রমী হও, তবেই উন্নতি করিবে।

(৭) **সরল :** সত্যের পূজারী বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। **জটিল :** যেহেতু তিনি সত্যের পূজারী, সেই হেতু তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। **যৌগিক :** তিনি সত্যের পূজারী, সেইজন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

(৮) **সরল :** তুমি না গেলে আমিও যাইব না। **জটিল :** তুমি যদি না যাও, আমিও যাইব না। **যৌগিক :** তুমি যাও (চল), নচেৎ আমিও যাইব না।

(৯) **সরল :** পরমপণ্ডিত হইলেও ব্যবহারে তিনি বড়োই অমায়িক। **জটিল :** যদিও তিনি পরমপণ্ডিত, তবুও ব্যবহারে বড়োই অমায়িক। **যৌগিক :** তিনি পরম-পণ্ডিত, কিন্তু ব্যবহারে বড়োই অমায়িক।

জটিল হইতে সরল বা যৌগিক

(ক) জটিল বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্যস্থানীয়, বিশেষণস্থানীয়, বা ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে সংকুচিত করিয়া একটিমাত্র পদে বা পদসমষ্টিতে পরিণত করিলে সরল বাক্য পাইবে। পদসংকোচন-কার্যে কৃৎ-প্রত্যয়, তদ্ধিত-প্রত্যয় ও সমাসের

সাহায্য একান্ত অপরিহার্য। (খ) **জটিল বাক্যের অন্তর্গত অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে পরিণত করিলে যৌগিক বাক্য পাওয়া যায়।**

(১) **জটিল :** যখনই স্কুলে পেঁাছিয়াছি, তখনই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। **সরল :** স্কুলে পেঁাছানমাত্র বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। **যৌগিক :** স্কুলে পেঁাছিয়াছি, আর বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছে।

(২) **জটিল :** "হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন, তবে আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।" **সরল :** আমার কথাটা শুনলে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না। **যৌগিক :** হুজুর আমার কথাটা একবারটি শুনুন, তাহলে আর আমাকে এ আদেশ করবেন না।

(৩) **জটিল :** "রাত্রি যখন এগারটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু।" **সরল :** রাত্রি এগারটায় কলিকাতার বাবু কাবু। **যৌগিক :** রাত্রি তখন এগারটা, এমন সময় কলিকাতার বাবু কাবু।

(৪) **জটিল :** যে বইখানি আমি কিনিয়াছি, তাহা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। **সরল :** আমার কেনা বইখানি আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। **যৌগিক :** আমি একখানি বই কিনিয়াছি, সেখানি আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।

(৫) **জটিল :** "ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি-না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ।" **সরল :** আমাদের হাজার নিন্দা সত্ত্বেও ইউরোপীয়গণ অনেক বিষয়ে খাঁটি মানুষ। **যৌগিক :** ইউরোপীয়দের আমরা খুবই নিন্দা করি, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ।

(৬) **জটিল :** "বাংলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে, সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।" **সরল :** বাংলা ভাষায় কীর্তি-উপার্জনের কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। **যৌগিক :** বাংলা ভাষাতেও কীর্তি-উপার্জন করা যায়, কিন্তু সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।

(৭) **জটিল :** "সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয়, তাও ছাড়ব না।" **সরল :** সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও ছাড়ব না। **যৌগিক :** সূচীর অগ্রভাগে অতি সামান্য-পরিমাণ ভূমিই বিদ্ধ হয়, কিন্তু আমি তাও ছাড়ব না।

(৮) **জটিল :** যদি মন দিয়া পড়াশুনা কর, তবেই পরীক্ষায় পাস করিবে। **সরল :** মন দিয়া পড়াশুনা করিলেই পরীক্ষায় পাস করিবে। **যৌগিক :** মন দিয়া পড়াশুনা কর, তবেই পরীক্ষায় পাস করিবে।

(৯) **জটিল :** অপরাধ যখন করিয়াছ, তখন শাস্তি পাইবেই। **সরল :** অপরাধী বলিয়া শাস্তি পাইবেই। **যৌগিক :** অপরাধ করিয়াছ, অতএব শাস্তি পাইবেই।

(১০) **জটিল :** "যায় যদি প্রাণ দেশের তরে, পাবি মোক্ষফল।" **সরল :** দেশের তরে প্রাণটা গেলে পাবি মোক্ষফল। **যৌগিক :** দেশের তরে যাক না প্রাণ, তবু পাবি মোক্ষফল।

(১১) **জটিল :** "পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোটো ভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল।" **সরল :** ছোটো ভায়ের কাণ্ড শুনে রাগে লজ্জায় পৃথ্বীরাজের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। **যৌগিক :** পৃথ্বীরাজ ছোটো ভায়ের কাণ্ড শুনলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে রাগে লজ্জায় তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল।

BANGODARSHAN.COM

(১২) **জটিল :** "যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে কি কালিদাস হইতে পারিব?" **সরল :** আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করিলেই কি কালিদাস হইতে পারিব? **যৌগিক :** আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করিতে পারি, কিন্তু তাহাতেই কি কালিদাস হইতে পারিব?

যৌগিক হইতে সরল বা জটিল

(ক) **যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত একটি নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যকে অটুট রাখিয়া অন্য নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যকে সঙ্কুচিত করিয়া পদ বা পদসমষ্টিতে পরিণত কর। সংযোজক অব্যয়গুলি তুলিয়া দিয়া দেখ—বাক্যে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া আছে কিনা। নবগঠিত বাক্যটি হইবে সরল।** (খ) **যৌগিক বাক্যের নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যগুলির মধ্যে একটিকে অটুট রাখিয়া অন্য খণ্ডবাক্যগুলিকে বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্যে রূপান্তরিত করিলে জটিল বাক্য পাওয়া যায়।** কয়েকটি উদাহরণ দেখ।—

(১) **যৌগিক :** তিনি ক্রুদ্ধ হন বটে, কিন্তু সেই ক্রোধ অধিকক্ষণ থাকে না। **সরল :** তিনি ক্রুদ্ধ হইলেও সে ক্রোধ অধিকক্ষণ থাকে না। **জটিল :** যদিও তিনি ক্রুদ্ধ হন, তবুও তাঁহার সেই ক্রোধ অধিকক্ষণ থাকে না।

(২) **যৌগিক :** ভোর হইল, আর আশ্রমবালকগণের বন্দনাগান আরম্ভ হইল। **সরল :** ভোর হইলে আশ্রমবালকগণের বন্দনাগান আরম্ভ হইল। **জটিল :** যখন ভোর হইল, তখন আশ্রমবালকগণের বন্দনাগান আরম্ভ হইল।

(৩) **যৌগিক :** "রঙ তার কালো, অথচ দেখতে সুপুরুষ।" **সরল :** রঙ কালো হলেও দেখতে সে সুপুরুষ। **জটিল :** যদিও তার রঙ কালো, তবুও সে দেখতে সুপুরুষ।

(৪) **যৌগিক :** স্টেশনে পেঁাছিলাম, আর ট্রেনটিও ছাড়িয়া দিল। **সরল :** স্টেশনে পেঁাছিবামাত্র ট্রেনটি ছাড়িয়া দিল। **জটিল :** যখনই স্টেশনে পেঁাছিলাম, তখনই ট্রেনটি ছাড়িয়া দিল।

(৫) **যৌগিক :** "আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিব।" **সরল :** আমাকে রক্ত দিলে আমি তোমাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিব। **জটিল :** যদি আমাকে রক্ত দাও, তবে আমি তোমাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিব।

(৬) **যৌগিক :** পরমের পদে শরণ নাও, শান্তি পাবে। **সরল :** পরমের পদে শরণ নিলে শান্তি পাবে। **জটিল :** যখনই পরমের পদে শরণ নেবে, তখনই শান্তি পাবে।

(৭) **যৌগিক :** স্বামীজী পরম দেশপ্রেমিক, এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। **সরল :** স্বামীজীর পরম দেশপ্রেমের কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। **জটিল :** স্বামীজী যে পরম দেশপ্রেমিক, এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

(৮) **যৌগিক :** ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করিও, দুঃখ পাইবে না। **সরল :** ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করিলে দুঃখ পাইবে না। **জটিল :** যদি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করো, তবে দুঃখ পাইবে না।

(৯) **যৌগিক :** তাঁর প্রতিশ্রুতি পেলাম, আর আমাদের উল্লাস দেখে কে? **সরল :** তাঁর প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আমাদের উল্লাস আর দেখে কে? **জটিল :** যখন তাঁর প্রতিশ্রুতি পেলাম, তখন আর আমাদের উল্লাস দেখে কে?

(১০) **যৌগিক :** কিছু টাকা পেলাম, কিন্তু তাতেও অভাব মিটল না। **সরল :**

কিছু টাকা পাওয়া সত্ত্বেও অভাব মিটল না। **জটিল ঃ** যদিও কিছু টাকা পেলাম, তবুও অভাব মিটল না।

(১১) **যৌগিক ঃ** "আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি।" **সরল ঃ** বনবাসী হইলেও লৌকিক ব্যাপারে আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। **জটিল ঃ** যদিও আমরা বনবাসী তবুও লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি।

অর্থের গতানুগতিক বাক্যান্তরীকরণ

(১) **অস্ত্যর্থক ঃ** জননী আর জন্মভূমিকে সকলেই ভালোবাসে।
নাস্ত্যর্থক ঃ এমন কেহ নাই যে জননী আর জন্মভূমিকে ভালোবাসে না।
প্রশ্নাত্মক ঃ জননী আর জন্মভূমিকে কে না ভালোবাসে?

(২) **নাস্ত্যর্থক ঃ** আপনাদের ঋণ কোনোদিনই ভুলব না।
প্রশ্নসূচক ঃ আপনাদের ঋণ কোনোদিন কি ভুলতে পারি?
অস্ত্যর্থক ঃ আপনাদের ঋণ চিরকাল মনে থাকবে।

(৩) **প্রশ্নবাচক ঃ** এ অত্যাচার কোন্ মানুষ সইতে পারে?
নির্দেশাত্মক ঃ এ অত্যাচার কোনো মানুষ সইতে পারে না।

(৪) **প্রশ্নাত্মক ঃ** আন্তরিক পরিশ্রম কি কখনও ব্যর্থ হয়?
অস্ত্যর্থক ঃ আন্তরিক পরিশ্রম সর্বদাই সার্থক হয়।
নাস্ত্যর্থক ঃ আন্তরিক পরিশ্রম কখনই ব্যর্থ হয় না।

(৫) **বিস্ময়াদিসূচক ঃ** কী মিষ্টি গলা!
নির্দেশাত্মক ঃ গলাটি বড়োই মিষ্টি!

(৬) **অনুজ্ঞাসূচক ঃ** দেশমাতৃকার যোগ্য সেবক হও।
নির্দেশাত্মক ঃ দেশমাতৃকার যোগ্য সেবক হইতে উপদেশ দিতেছি।

(৭) **নির্দেশাত্মক ঃ** ভুলগুলি তোমাদের এখনই সংশোধন করিতে বলিতেছি।
অনুজ্ঞাসূচক ঃ ভুলগুলি তোমরা এখনই সংশোধন কর।

(৮) **প্রার্থনাসূচক ঃ** সকলের কল্যাণ হোক।
নির্দেশাত্মক ঃ সকলের কল্যাণ কামনা করিতেছি।

(৯) **নির্দেশাত্মক ঃ** ছেলেটিকে আপনি অকারণ শাস্তি দিয়াছেন।
প্রশ্নাত্মক ঃ ছেলেটিকে শাস্তি দিবার কোনো কারণ ছিল কি?

(১০) **অস্ত্যর্থক ঃ** কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল।
নাস্ত্যর্থক ঃ কাঙালীর মা কোনো কথাই বলিল না।

(১১) **বিস্ময়াদিসূচক ঃ** অপরাধীর প্রতিও কবির কী সহানুভূতি!
নির্দেশাত্মক ঃ অপরাধীর প্রতিও কবির সহানুভূতি খুবই গভীর।

(১২) **নাস্ত্যর্থক ঃ** পরগাছার কোনো বৃক্ষগৌরব থাকিতে পারে না।
প্রশ্নাত্মক ঃ পরগাছার কি কোনো বৃক্ষগৌরব থাকিতে পারে?

(১৩) **নাস্ত্যর্থক ঃ** প্রতিভা যে দেবদত্ত শক্তি একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।
অস্ত্যর্থক ঃ প্রতিভা যে দেবদত্ত শক্তি একথা অনেকাংশে সত্য।

(১৪) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** পৃথ্বীরাজ খুড়োকে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, "ভয় নেই, কেমন আছ তাই জানতে এলাম।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ পৃথ্বীরাজ খুড়োকে খাটিয়ায় শুইয়ে অভয় দিয়ে বললেন যে তিনি (খুড়ো) কেমন আছেন তাই জানতে এসেছেন।

(১৫) **প্রশ্নাত্মক ঃ** প্রতিভা কি শিক্ষানিরপেক্ষ?
নির্দেশাত্মক ঃ প্রতিভা শিক্ষাসাপেক্ষ।

(১৬) **অস্ত্যর্থক ঃ** "লুচির পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।"
নাস্ত্যর্থক ঃ লুচির পাত্রটাকে ছাড়া আর কিছুই বাকি রাখিতাম না।

(১৭) **অস্ত্যর্থক ঃ** সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রম-সাপেক্ষ।
প্রশ্নবাচক ঃ কোন্ প্রকার উন্নতি পরিশ্রম-নিরপেক্ষ?
নাস্ত্যর্থক ঃ কোনোপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রম-নিরপেক্ষ নয়।

(১৮) **অস্ত্যর্থক ঃ** "আমার থিয়েটারে হারমনিয়ম বাজাতেই হবে।"
নাস্ত্যর্থক ঃ থিয়েটারে আমার হারমনিয়ম না বাজালে চলবেই না।

(১৯) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** রাজা ভাগিনাকে বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।"
পরোক্ষ উক্তি ঃ রাজা পাখিটাকে একবার দেখিবেন বলিয়া ভাগিনাকে আনিতে বলিলেন।

(২০) **নাস্ত্যর্থক ঃ** "কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না।"
অস্ত্যর্থক ঃ কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে অকথিতই রহিয়া গেল।

(২১) **অস্ত্যর্থক ঃ** ভাগ্যে এমনসব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে।
নাস্ত্যর্থক ঃ ভাগ্যে এমনসব নমুনা সর্বদা চোখে পড়ে না।

(২২) **অস্ত্যর্থক ঃ** অল্প লোকেই বেদের অর্থ বুঝিত।
নাস্ত্যর্থক ঃ অধিকাংশ লোকই বেদের অর্থ বুঝিত না।
প্রশ্নাত্মক ঃ কয়জন লোক বেদের অর্থ বুঝিত?

(২৩) **প্রশ্নাত্মক ঃ** "যদি সর্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন?"
নির্দেশাত্মক ঃ যদি সর্বশব্দগ্রাহী কোনো কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক নিশ্চয়ই পৌঁছিবে।

(২৪) **নাস্ত্যর্থক ঃ** কালিদাস যে লেখাপড়া শিখেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।
অস্ত্যর্থক ঃ কালিদাস যে লেখাপড়া শিখেছিলেন তা সন্দেহের অতীত।
প্রশ্নাত্মক ঃ কালিদাসের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ জাগবে কেন?

(২৫) **নাস্ত্যর্থক ঃ** প্রতিদিন আর সে নহবত বাজিবে না।
প্রশ্নাত্মক ঃ প্রতিদিন কি আর সে নহবত বাজিবে?

(২৬) **নাস্ত্যর্থক ঃ** "ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার কোন দোষ নাই।"
অস্ত্যর্থক ঃ ভাই বসন্তের কোকিল, তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

(২৭) **প্রশ্নাত্মক ঃ** তোর নাম কিরে?
অনুজ্ঞাবাচক ঃ তোর নামটা বল্ তো।

(২৮) **প্রশ্নবাচক ঃ** এর চেয়ে বীরত্বের পরিচয় আর কী হতে পারে?
নাস্ত্যর্থক ঃ এর চেয়ে বীরত্বের পরিচয় আর কিছুই হতে পারে না।

BANGODARSHAN.COM

(২৯) **নাস্ত্যর্থক ঃ** সেই সৌম্যমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই।
অস্ত্যর্থক ঃ সেই সৌম্যমূর্তি এখানে অনুপস্থিত।

(৩০) **অস্ত্যর্থক ঃ** কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়।
নাস্ত্যর্থক ঃ কালবৈগুণ্যে কিছুই থাকে না।
প্রশ্নবাচক ঃ কালবৈগুণ্যে কিছু থাকে কি?

(৩১) **নাস্ত্যর্থক ঃ** জগতে কিছুই স্থায়ী নয়।
অস্ত্যর্থক ঃ জগতে সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী (অস্থায়ী)।

(৩২) **অস্ত্যর্থক ঃ** ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।
নাস্ত্যর্থক ঃ ভারতবর্ষকে স্বদেশ……চেষ্টা ইতঃপূর্বে হয় নাই।

(৩৩) **প্রশ্নাত্মক ঃ** "ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কী বলিয়া বাধা দিব?"
নাস্ত্যর্থক ঃ ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত তাহাকে আমি তো কোনোপ্রকারেই কিছু বলিয়া বাধা দিতে পারিব না।

(৩৪) **অস্ত্যর্থক ঃ** তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।
নাস্ত্যর্থক ঃ তখন ধীরে ধীরে বিষয়টার কোনো অংশই আর অপরিস্ফুট রহিল না।

(৩৫) **প্রশ্নাত্মক ঃ** নিরাপত্তা কোথায়?
নির্দেশাত্মক ঃ বিপন্নতা সর্বত্র। ('নিরাপত্তা'-র বিপরীতার্থক শব্দ-প্রয়োগে)

(৩৬) **নাস্ত্যর্থক ঃ** আপনার কাছে কোনোপ্রকার পক্ষপাতিত্বই আশঙ্কা করি নাই।
অস্ত্যর্থক ঃ আপনার কাছে সর্বপ্রকার নিরপেক্ষতাই আশা করিয়াছিলাম।

(৩৭) **নাস্ত্যর্থক সরল ঃ** "ভেদবুদ্ধি বিদূরিত না হইলে জাতীয় সংহতির আশা নাই।"
প্রশ্নাত্মক যৌগিক ঃ আগে ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হউক, নতুবা জাতীয় সংহতির আশা কোথায়?

(৩৮) **অস্ত্যর্থক জটিল ঃ** "যিনি সত্য ও অসত্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করতে পারেন তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞ।"
নাস্ত্যর্থক সরল ঃ সত্যাসত্যের যাথার্থ্যনির্ণয়ে অক্ষম ব্যক্তি যথার্থ ধর্মজ্ঞ নন।
প্রশ্নাত্মক সরল ঃ সত্যাসত্যের যাথার্থ্যনির্ণয়ে পারঙ্গম পুরুষ ব্যতীত আর কে যথার্থ ধর্মজ্ঞ?

(৩৯) **অনুজ্ঞাসূচক ঃ** "আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"
কার্যকারণাত্মক ঃ আধমরাদের তুই যদি ঘা মারিস তাহলেই তারা বাঁচবে।

(৪০) **নঞর্থক ঃ** "ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"
আক্ষেপসূচক ঃ হায়! ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের পরিচয় সম্পূর্ণ অলিখিতই রহিয়াছে।

(৪১) **প্রশ্নাত্মক জটিল ঃ** "বাহিরে ভুল হানবে যখন অন্তরে ভুল ভাঙবে কি?"
অস্ত্যর্থক সরল ঃ বাহিরে ভুল হানলেও অন্তরে ভুল-ভাঙার সম্ভাবনা অল্পই।

BANGODARSHAN.COM

(৪২) **সন্দেহবোধক ঃ** "জন্ম লব হয়তো সে কোনো ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে ডুবারীর ঘরে।"
নির্দেশক ঃ ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে কোনো ডুবারীর ঘরে জন্মিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে মোর।

(৪৩) **অস্ত্যর্থক জটিল ঃ** "যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে, সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে।"
নাস্ত্যর্থক সরল ঃ সুগন্ধ ফুলের গাছে আহার্য ফল না ধরলেও ক্ষতি কিছু নেই।

বাচ্য

১৮৯। **বাচ্য ঃ** ক্রিয়ার যে প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা জানা যায় যে, (১) ক্রিয়াটির অন্বয় বাক্যের কর্তৃপদের সহিত কি না, (২) কর্মপদের সহিত কি না, অথবা (৩) কর্তৃ-কর্ম কোনোটির সহিত অন্বিত-না-হওয়া ক্রিয়াটির দ্বারা কেবল ক্রিয়ার ভাব বুঝাইতেছে কি না—ক্রিয়ার সেই প্রকাশভঙ্গীকেই বাচ্য বলা হয়।

বাচ্য চারি প্রকার—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য।

(১) **কর্তৃবাচ্য**—বাক্যবিন্যাসে কর্তৃপদ যখন বাক্যে প্রাধান্যলাভ করে, ক্রিয়া যখন স্বতঃই কর্তৃপদের অনুগামী, তখন ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্য হয়।

এই বাচ্যে ক্রিয়াটি সকর্মকা ও অকর্মকা দুইই হইতে পারে। সকর্মকা হইলে তাহার কর্ম থাকিবে। এই বাচ্যে কর্তৃপদে কর্তৃকারকের বিভক্তি এবং কর্মপদে কর্ম-কারকের বিভক্তি হয়। যেমন,—পাখিরা গান গায় (অকর্মকা)। তোমরা আসছ কখন (অকর্মকা)? অনিন্দিতা ভিক্ষা দিতেছে (সকর্মকা)। শিশু চাঁদ দেখিতেছিল (সকর্মকা)। কাজটা আমিই করব (সকর্মকা)। সে ভাত খেয়েছে কি (সকর্মকা)? এ ব্যাপারে রমণীবাবুকে ডাকুন (সকর্মকা)। প্রতিটি উদাহরণে লক্ষ্য কর—কর্তৃপদের পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হইতেছে।

(২) **কর্মবাচ্য**—বাক্যবিন্যাসে কর্মপদটি যখন কর্তৃপদে পরিণত হইয়া বাক্যে প্রাধান্য পায় এবং ক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন ক্রিয়ার কর্মবাচ্য হয়।

এই বাচ্যে কর্তৃপদে করণের (বা কর্মের, অথবা সম্বন্ধপদের) বিভক্তি হয় এবং কর্মে শূন্যবিভক্তি (কখনও-বা কে) হয়। আর ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সঙ্গে হ-ধাতুর (যা, আছ্, পড়্, চল্ প্রভৃতি) যোগে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। বাংলায় অধিকাংশ ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ নাই বলিয়াই কর্মবাচ্যের ক্রিয়াগঠনের এই ব্যবস্থা। যেমন—অনিন্দিতার দ্বারা ভিক্ষা দেওয়া (প্রদত্ত) হইতেছে। শিশুকর্তৃক চাঁদ দেখা (দৃষ্ট) হইতেছিল। কাজটা আমাকেই করতে হবে। তার ভাত খাওয়া হয়েছে কি? এ ব্যাপারে রমণীবাবুকে ডাকা হউক। লক্ষ্য কর—ক্রিয়াটি কর্মনিষ্ঠ বলিয়া কর্মপদটির পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হইতেছে।

বাংলায় যে কয়েকটি ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের রূপ আছে, তাহাদের কর্মবাচ্যের রূপ আর ণিজন্ত রূপ প্রায়ই অভিন্ন। কোরাস গানটা ভালো শোনাচ্ছে (শ্রুত হচ্ছে) না। দূর থেকে চাঁদকে খুব ছোটো দেখায় (দৃষ্ট হয়)। "সে পর্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না।"

(৩) **ভাববাচ্য**—যে বাক্যবিন্যাসে ক্রিয়ার ভাবই প্রধানভাবে বুঝায়, তাহাকে ভাববাচ্য বলে। ভাববাচ্যে কর্তৃপদে সম্বন্ধপদের বা কর্মকারকের বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়াটি

সর্বদাই প্রথমপুরুষের রূপে থাকে। যেমন—পাখিদের গান গাওয়া হয়। তোমাদের জানা হচ্ছে কখন? মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়? তোমাকেই প্রথমে গাইতে হবে। পুরী থেকে একবার ঘুরে আসা যাক। এই অবেলায় আপনার আর খাওয়া চলবে কি? লক্ষ্য কর—ভাববাচ্যের ক্রিয়াটি সর্বদাই হ-ধাতুনিষ্পন্ন অকর্মিকা ক্রিয়া এবং মধ্যম ও প্রথমপুরুষে একই রূপে থাকে: কেবল উত্তমপুরুষের বেলায় য ধাতুনিষ্পন্নও হয়।

অল্পপরিচিত ব্যক্তি বা অপরিচিত বয়ঃকনিষ্ঠের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার সময় আপনি বা তুমি অথবা তুই—কোন্ সর্বনামটি ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিলে এই ভাববাচ্যের আশ্রয়টি বেশ নিরাপদ্। "কেমন বেড়ালি, বা বেড়ালে বা বেড়ালেন" (কর্তৃবাচ্যের) না বলিয়া "কেমন বেড়ানো হলো?" বলা হয়। সেইরূপ "এখন দিনকতক এখানে থাকছিস বা থাকছ বা থাকছেন তো?" না বলিয়া স্বচ্ছন্দে "এখন দিনকতক এখানে থাকা হবে তো?" বলিয়া ভদ্রতারক্ষা করি।

(৪) **কর্মকর্তৃবাচ্য**—যে বাক্যবিন্যাসে কর্তার উল্লেখ থাকে না, কর্মটিই কর্তৃপদ অধিকার করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। "পায়ের শিকল কাটিল না।" শিকল যে কাটে সে কর্তৃপদ এবং শিকল কর্ম। কিন্তু সেই কর্তৃপদের উল্লেখ বাক্যে না থাকায় শিকল পদটি নিজেই যেন কর্তৃপদ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পদটি মূলতঃ ছিল কর্ম, কর্তৃপদ পাইয়া হইয়াছে কর্মকর্তৃপদ। বাচ্যটির নাম তাই কর্মকর্তৃবাচ্য। এবং কাটিল (√কাট্+ইল) সকর্মিকা ক্রিয়াটি সঙ্গে-সঙ্গে অকর্মিকা-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

এই বাচ্যের ক্রিয়াটিকে সকর্মিকা (অন্ততঃ প্রেরণার্থক ধাতুনিষ্পন্ন) হইতেই হইবে, নতুবা তাহার কর্ম থাকিবে না. আর কর্ম না থাকিলে ক্রিয়মাণ থাকিয়া কর্মকর্তৃপদ হইবে কে? কর্মকর্তৃপদ না হইলে তো কর্মকর্তৃবাচ্যই হইবে না। আরও উদাহরণ—(i) রাত্রি নটায় অনুষ্ঠান ভাঙল। (ii) খদ্দর ছেঁড়ে কম। (iii) অত লিচু খেও না. পেট কামড়াবে। (iv) মাথাটা ধরেছে বড্ড। (v) "পেটও তো তাদের যথেষ্ট ভরছে।" (vi) স্টেশনে পৌঁছনোমাত্র ট্রেনটা ছেড়ে দিল। (vii) "প্রভাতের ফল···বিকালবেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।" (viii) "ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি।"

কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ কেবল কর্তৃবাচ্যের—সর্বদাই প্রথমপুরুষের। উল্লিখিত ক্রিয়াগুলির কর্তৃপদকে খুঁজিতে গিয়া ক্রিয়াগুলির সিদ্ধ ধাতু (যথা—কাট্, ভাঙ্, ধর্, ছিঁড়্, কামড়া. বিকা. ভর্, ছাড়্) যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবেই বাচ্যটি কর্মকর্তৃবাচ্য. কিন্তু ণিজন্ত ধাতুর প্রয়োজন হইলে কেবল কর্তৃবাচ্য হইবে। (১)-চিহ্নিত বাক্যটির অনুল্লিখিত কর্তৃপদ সভাপতিমহাশয় অনুষ্ঠান ভাঙলেন (√ভাঙ্), এবং বাক্যের ক্রিয়া ভাঙল (√ভাঙ্)—একই ধাতু; সুতরাং কর্মকর্তৃবাচ্য। কিন্তু—(i) কবিতার বই বাজারে কাটে (√কাট্+এ) কম। বাক্যটির কর্তা বিক্রেতা। বিক্রেতা বই কাটান (√কাটা—সাধিত)। কাট্ এবং কাটা এক ধাতু নয়। (ii) "টাকা এতদিন খেটেছে (√খাট্+এছে) তো।" বাক্যটির কর্তা মানুষ। মানুষ টাকা খাটায় (√খাটা—ণিজন্ত)। খাট্ এবং খাটা কি একই ধাতু? (iii) "নূপুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ।" কেহ শঙ্খ বাজায় (√বাজা—ণিজন্ত), তাই শঙ্খ বাজে (√বাজ্+এ)। এখানেও বাজ্ এবং বাজা ধাতু কদাপি এক নয়। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি বাক্যই কর্তৃবাচ্যের, এবং ক্রিয়াগুলি মূলতঃ অকর্মিকা, প্রতীয়মান অকর্মিকা নয়। এই ব্যাপারে

BANGODARSHAN.COM

"ক্রিয়মাণস্তু যৎ কর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি" সূত্রটির কেবল শেষাংশের উপর নয়, ক্রিয়মাণস্তু কথাটির উপরও লক্ষ্য রাখিবে।

বাচ্য-পরিবর্তন

১৯০। **বাচ্য-পরিবর্তন**: বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত রাখিয়া এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে রূপান্তরিত করার নাম বাচ্য-পরিবর্তন।

কেবল কর্তৃপদ, কর্মপদ ও ক্রিয়াপদের রূপান্তর ঘটাইয়া বাচ্য পরিবর্তন করা হয়। বাচ্য-পরিবর্তনে ক্রিয়ার কালের বা ভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয় না। সাধু বা চলিত ভাষারীতিটিও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়।

(ক) **কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্য**—কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া সকর্মিকা হইলে বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা যায়। কর্তৃপদে করণ বা কর্মকারকের অথবা সম্বন্ধপদের বিভক্তি আর কর্মপদে শূন্যবিভক্তি হয়। হ, যা. আছ্, পড়্ প্রভৃতি ধাতুর যোগে গঠিত ক্রিয়াপদটি কর্মের অনুগত হয়। তৎসম ধাতুজ ক্রিয়ার পূর্বে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ এবং খাঁটী বাংলা ধাতুজ ক্রিয়ার পূর্বে আ-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ বসে।

(১) কর্তৃবাচ্য: অচিন্ত্যবাবু পরমাপ্রকৃতি রচনা করিয়াছেন।
কর্মবাচ্য: অচিন্ত্যবাবু কর্তৃক পরমাপ্রকৃতি রচিত হইয়াছে।
(২) কর্তৃবাচ্য: পুলিস চোর ধরিয়াছে।
কর্মবাচ্য: পুলিস কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে। [সংস্কৃত রীতি]
পুলিসের হাতে চোর ধরা পড়িয়াছে। [খাঁটী বাংলা রীতি]
(৩) কর্তৃবাচ্য: সাপটা মারতে পারনি?
কর্মবাচ্য: (তোমার হাতে) সাপটা মারা পড়েনি?
(৪) কর্তৃবাচ্য: এবারের পূজো-সংখ্যা দেশ পড়িয়াছেন?
কর্মবাচ্য: এবারের পূজো-সংখ্যা দেশ আপনার পড়া হইয়াছে?
(৫) কর্তৃবাচ্য: জরুরী সভা আহ্বান করুন। [কর্তৃপদের উল্লেখই নাই]
কর্মবাচ্য: জরুরী সভা আহূত হউক।
(৬) কর্তৃবাচ্য: মামাকে চিঠি দিয়েছ?
কর্মবাচ্য: মামাকে (তোমার) চিঠি দেওয়া হয়েছে?
(৭) কর্তৃবাচ্য: বইখানা আজই কিনবে।
কর্মবাচ্য: (তোমাকে) বইখানা আজই কিনতে হবে।
(৮) কর্তৃবাচ্য: "তাই তোমাকে চিঠি লিখছি।"
কর্মবাচ্য: তাই তোমাকে (আমার) চিঠি লেখা হচ্ছে।

(খ) **কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্য**—করণ, কর্ম বা সম্বন্ধপদের বিভক্তিযুক্ত পদটিকে কর্তৃকারকে আনিয়া, কর্তৃকারকের বিভক্তিযুক্ত পদটিকে কর্মে রূপান্তরিত করিয়া, হ যা আছ্ পড়্ প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত সমাপিকা ক্রিয়াটি বাতিল করিয়া কৃদন্ত পদটির মূল ধাতু হইতে সমাপিকা ক্রিয়া গঠন করিতে হয়।

(১) কর্মবাচ্য: 'রূপরেখা'-দ্বারা বইখানি সুন্দর ছাপা হইয়াছে।
কর্তৃবাচ্য: 'রূপরেখা' বইখানি সুন্দর ছাপিয়াছে।
(২) কর্মবাচ্য: "ওঁর সব ধর্ম দেখা আছে।"
কর্তৃবাচ্য: উনি সব ধর্ম দেখেছেন।

(৩) কর্মবাচ্য : সমস্যা সমাধানের জন্য সকলকে ডাকা হোক।
কর্তৃবাচ্য : সমস্যা সমাধানের জন্য সকলকে ডাকুন (ডাক বা ডাক্)।
(৪) কর্মবাচ্য : জয়সিংহ আমার নিজের হাতে গড়া।
কর্তৃবাচ্য : জয়সিংহকে আমি নিজের হাতে গড়িয়াছি (গড়েছি)।
(৫) কর্মবাচ্য : রমাকে পাত্রপক্ষের আশীর্বাদ করা হয়ে গেছে?
কর্তৃবাচ্য : রমাকে পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করে গেছেন?
(৬) কর্মবাচ্য : ছবিটি আমার আগেই দেখা।
কর্তৃবাচ্য : ছবিটি আমি আগেই দেখিয়াছি (দেখেছি)।
(৭) কর্মবাচ্য : এমন চমৎকার কবিতা বড়ো-একটা দেখা যায় না।
কর্তৃবাচ্য : এমন চমৎকার কবিতা বড়ো-একটা দেখি না।
(৮) কর্মবাচ্য : "তাঁকে টিকিট কিনতে হয় নি।"
কর্তৃবাচ্য : তিনি টিকিট কেনেননি।

(গ) **কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্য**—কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি অকর্মিকা হইলে (অথবা সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্মটি উহ্য থাকিলে) বাক্যটিকে ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করা হয়। ভাববাচ্যে কখনও কর্তা উহ্য থাকে, কখনও-বা কর্তায় সম্বন্ধপদের বা কর্মকারকের বিভক্তি হয়। ধাতুটী বাংলায় আ-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সহিত ভাববাচ্যের ক্রিয়া যুক্ত হয়। ক্রিয়াটি হ-ধাতুনিষ্পন্ন হইয়া সর্বদাই প্রথমপুরুষের রূপে থাকে।

(১) কর্তৃবাচ্য : রোজ সকালে এদিকে যান (যাও বা যাস) কোথা?
ভাববাচ্য : রোজ সকালে এদিকে যাওয়া হয় কোথা?
(২) কর্তৃবাচ্য : এখন একটু ঘোমাব।
ভাববাচ্য : এখন আমাকে একটু ঘোমাতে হবে।
(৩) কর্তৃবাচ্য : কেমন ঘুমালেন?
ভাববাচ্য : আপনার কেমন ঘুম হল?
(৪) কর্তৃবাচ্য : ছেলেমেয়েরা খেয়েছে? (সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্মটিই নাই)
ভাববাচ্য : ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়েছে?
(৫) কর্তৃবাচ্য : মশায়, কোথা থেকে আসছেন?
ভাববাচ্য : মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?
(৬) কর্তৃবাচ্য : আমরা তাহলে এখন উঠি?
ভাববাচ্য : আমাদের তাহলে এখন ওঠা হোক?

(ঘ) **ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্য**—ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত র (এর) অথবা কে বিভক্তিযুক্ত পদটিকে বাক্যের কর্তৃপদে পরিণত করিয়া, হ বা যা-ধাতুনিষ্পন্ন সমাপিকা ক্রিয়াটিকে লোপ করিয়া কৃদন্ত পদটির মূল ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যের কর্তৃপদের উপযোগী সমাপিকা ক্রিয়াটি গঠন কর।

(১) ভাববাচ্য : বারবেলা পড়ে গেল, আমার আর যাওয়া হল না।
কর্তৃবাচ্য : বারবেলা পড়ে গেল, আমি আর যাচ্ছি না।
(২) ভাববাচ্য : আমার হাতে আর তোমার ছাড়ান নেই।
কর্তৃবাচ্য : আমি আর তোমায় ছাড়ছি না।
(৩) ভাববাচ্য : আপনাদের এখন কি ভবানীপুরেই থাকা হয়?

BANGODARSHAN.COM

কর্তৃবাচ্য : আপনারা এখন কি ভবানীপুরেই থাকেন?
(৪) ভাববাচ্য : বিজয়ার দিন খাওয়া হল কখন?
কর্তৃবাচ্য : বিজয়ার দিন খেলেন (খেলে বা খেলি) কখন?
(৫) ভাববাচ্য : মাটিতে সকলকেই বসতে হবে।
কর্তৃবাচ্য : মাটিতে সকলেই বসবে (বসবেন বা বসবি)।
(৬) ভাববাচ্য : তোমার ছেলের আজ পড়া হয় নাই।
কর্তৃবাচ্য : তোমার ছেলে আজ পড়ে (পড়া করে) নাই।

বাচ্যান্তর-সাধনে নবগঠিত বাক্যটি শ্রুতিমধুর হওয়া চাই, নতুবা বাচ্য-পরিবর্তনের কোনো সার্থকতাই থাকে না। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।"—কর্তৃবাচ্যের এই বাক্যটিকে ব্যাকরণের নিক্তি ধরিয়া আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাইলে দাঁড়াইবে—আমার সোনার বাংলা, তুমি আমার দ্বারা ভালোবাসিত হও।—বাক্যটি কেমন শুনাইবে? সুতরাং এরূপ বাক্যের বাচ্য-পরিবর্তন বিধেয় নহে।

কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের পরস্পর রূপান্তর অসম্ভব। কর্মকর্তৃবাচ্যেরও বাচ্যান্তর হয় না। বাচ্যান্তরীকরণের আরও কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য কর।—

(১) "কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না।" (কর্মবাচ্য) কমলাকান্ত মনের কথা এ জন্মে আর বলিতে পারিল না (কর্তৃবাচ্য)। (২) মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত ও দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত (কর্মবাচ্য)। মেলায় (লোকে) দেশের স্তবগান গাহিত, দেশানুরাগের কবিতা পাঠ করিত ও দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শন করিত (কর্তৃবাচ্য)। (৩) অল্প লোকই বেদের অর্থ বুঝিত (কর্তৃবাচ্য)। অল্প লোকের দ্বারাই বেদের অর্থ বুঝা হইত (কর্মবাচ্য)। (৪) কিছুই বলা যাচ্ছে না (কর্মবাচ্য)। কিছুই বলতে পারছি না (কর্তৃবাচ্য)। (৫) সইতে হল (ভাববাচ্য)। সইলাম (কর্তৃবাচ্য)। (৬) আজকের কাগজখানা এখনও পড়িনি (কর্তৃবাচ্য)। আজকের কাগজখানা এখনও আমার পড়া হয়নি (কর্মবাচ্য)। আজকের কাগজপড়া (কৃদন্ত বিশেষ্য) এখনও আমার হয়ে ওঠেনি (ভাববাচ্য)।

বাক্য-সংযোজন, বাক্য-বিয়োজন ও বাক্য-প্রসারণ

বাক্য-সংযোজন

১৯১। বাক্য-সংযোজন : পরস্পর অর্থ-সম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক বাক্যকে অর্থের কোনো পরিবর্তন না ঘটাইয়া একটিমাত্র বাক্যে সংহত করার নাম বাক্য-সংযোজন। নবগঠিত বাক্যটি সরল, জটিল, যৌগিক—যেকোনো ধরনের হইতে পারে। বাক্য-সংযোজনের নিয়মগুলি লক্ষ্য কর।

(১) বাক্যাবলী হইতে একটিমাত্র প্রধান বাক্য বাছিয়া লইয়া ভাবী বাক্যটির কর্তৃপদ ও তদনুরূপ সমাপিকা ক্রিয়াটি নির্ধারণ কর।

(২) প্রয়োজনমতো অন্যান্য বাক্যগুলিকে কৃৎ বা তদ্ধিত-প্রত্যয়যোগে বা সমাসের নিয়মে সংকুচিত করিয়া এক-একটি পদে পরিণত কর।

(৩) প্রয়োজনমতো অপ্রধান সমাপিকা ক্রিয়াগুলিকে অসমাপিকায় পরিণত কর।

(৪) প্রয়োজনমতো অব্যয়পদের সাহায্য গ্রহণ কর।

বাক্য-সংযোজনের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল, লক্ষ্য কর।—

(ক) **বিযুক্ত বাক্যাবলী :** (১) দেবব্রত ছিলেন শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁহার প্রথমা পত্নী গঙ্গার গর্ভজাত। (২) পিতাকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ জীবনের সুখ-আহ্লাদ সবকিছু বিসর্জন দিবার জন্য এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন। (৩) সেই প্রতিজ্ঞার জন্য তিনি ভীষ্ম আখ্যা লাভ করেন।

এখানে মূল কর্তা **দেবব্রত** এবং মূল সমাপিকা **ক্রিয়া লাভ করেন।** এই মূল সূত্র ধরিয়া বাক্যগুলিকে সংযুক্ত করিলে দাঁড়াইবে—

সংযুক্ত বাক্য : শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র গাঙ্গেয় দেবব্রত পিতৃসুখহেতু নিজ জীবনের সুখ-আহ্লাদ সবকিছু বিসর্জন দিবার জন্য এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্ম আখ্যা লাভ করেন। (সরল বাক্য)

(খ) **বিযুক্ত বাক্যাবলী :** (১) অকস্মাৎ গোলপোস্টে লাগিয়া গোলরক্ষক মাথায় আঘাত পাইল। (২) স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাথমিক চিকিৎসাকক্ষে লইয়া গেল। (৩) এই কক্ষটি প্রধানশিক্ষকমহাশয়ের কক্ষ-সংলগ্ন ছিল। (৪) প্রতীক্ষারত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করিলেন। (৫) আঘাত গুরুতর মনে হইল। (৬) চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ আহতকে গাড়িতে করিয়া হাসপাতালে লইয়া চলিলেন। (৭) গাড়িটি চিকিৎসকের নিজের।

সংযুক্ত বাক্য : অকস্মাৎ গোলপোস্টে লাগিয়া মাথায় আঘাত পাইলে স্বেচ্ছাসেবকগণ গোলরক্ষককে ধরাধরি করিয়া প্রধানশিক্ষকমহাশয়ের কক্ষ-সংলগ্ন প্রাথমিক চিকিৎসাকক্ষে লইয়া আসিল, কিন্তু আঘাত গুরুতর মনে হওয়ায় প্রতীক্ষারত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের গাড়িতে করিয়া আহতকে হাসপাতালে লইয়া চলিলেন। (যৌগিক বাক্য)

(গ) **বিযুক্ত বাক্যাবলী :** (১) সৈনিকটি পলাইতেছিল। (২) প্রহরিগণ তাহাকে ধরিয়া সম্রাটের সম্মুখে আনিল। (৩) তিনি তখন তাহাকে পলাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। (৪) সৈনিকটি বলিল, "পীড়িতা জননীকে দেখিবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি।" (৫) নেপোলিয়ঁ সেই মুহূর্তেই তাহাকে মুক্তি দিলেন। (৬) সম্রাট্ নিজেও যে খুব মাতৃভক্ত ছিলেন।

সংযুক্ত বাক্য : পলায়মান সৈনিকটিকে প্রহরিগণ ধরিয়া আনিলে তাহার পলাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন সম্রাট্ জানিতে পারিলেন যে পীড়িতা জননীকে দেখিবার জন্য সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তখন মাতৃভক্ত নেপোলিয়ঁ সেই মুহূর্তেই তাহাকে মুক্তি দিলেন। (জটিল বাক্য)

(ঘ) **বিযুক্ত বাক্যাবলী :** "জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে গিরিবালা জ্বরে পড়িল। দুই-তিন দিন সকালবেলা ভিজিয়া ভিজিয়া সে ফুল তুলিয়াছিল। আমি ভোরে চা খাইয়া অফিসে চলিয়া যাইতাম। আমার স্ত্রীর কথা সে গ্রাহ্য করিত না। এই অত্যাচারের ফলস্বরূপ তাহার সর্দিজ্বরের মতো হইল। প্রথমে আমরা ততটা খেয়াল করি নাই।"

সংযুক্ত বাক্য : আমি ভোরে চা খাইয়া অফিসে চলিয়া গেলে জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে দুইতিন দিন সকালবেলা আমার স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া ভিজিয়া ভিজিয়া ফুল-তোলার অত্যাচারের ফলস্বরূপ গিরিবালার সর্দিজ্বরের মতো হওয়াটা প্রথমে আমরা ততটা খেয়াল করি নাই। (সরল)

BANGODARSHAN.COM

(ঙ) **বিযুক্ত বাক্যাবলী :** 'মেঘনাদবধ কাব্য' উৎকৃষ্ট মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার রচয়িতা। যশোহরের অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি এই মহাকাব্য রচনা করিয়া বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

সংযুক্ত বাক্য : (১) যশোহরের অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে যাঁহার নিবাস ছিল সেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য' শীর্ষক এক উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিয়া বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। (জটিল)

(২) যশোহরের অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামনিবাসী মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য' শীর্ষক এক উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিয়া বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। (সরল)

বাক্য-বিশ্লেষণ

১১২। বাক্য-বিয়োজন : একটি বৃহৎ বাক্যকে অর্থসম্বন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বাক্যে প্রকাশ করার নাম বাক্য-বিয়োজন।

বাক্য-বিয়োজন হইতেছে বাক্য-সংযোজনের বিপরীত প্রক্রিয়া। সুতরাং (১) সমাসবদ্ধ বৃহদাকার পদগুলিকে বা কৃদন্ত বা তদ্ধিতান্ত পদকে এক-একটি ক্ষুদ্র বাক্যে বিশ্লিষ্ট করিয়া, (২) অসমাপিকা ক্রিয়াগুলিকে সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করিয়া বাক্যগুলিকে এক-একটি ক্ষুদ্র বাক্যের রূপ দিয়া বাক্য-বিয়োজন করা হয়। মূল বাক্যস্থিত অব্যয়গুলিকে প্রয়োজনমতো বাদ দিতে হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেখ।—

(ক) **সংযুক্ত বাক্য :** কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি অশেষ গুণশালী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারকার্যে ব্রতী ছিলেন।

বিযুক্ত বাক্যাবলী : (১) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। (২) এই কার্যে তিনি খুব খ্যাতিলাভ করেন। (৩) তিনি বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারকার্যে ব্রতী ছিলেন। (৪) তিনি দীর্ঘকাল এই কার্য করিয়াছিলেন। (৫) তিনি যে-সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

(খ) **সংযুক্ত বাক্য :** "বহুকালের পর ভাগীরথীর দর্শনলাভ করিয়া আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল।"

বিযুক্ত বাক্যাবলী : (১) বহুকাল পরে ভাগীরথীর দর্শনলাভ ঘটিল। (২) ইহাতে আমার অন্তঃকরণে কেমন এক ভাবের উদয় হইয়াছে। (৩) এই ভাব বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। (৪) এমন ভাবের উদয় হওয়ায় অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল।

(গ) **সংযুক্ত বাক্য :** "পিসিমার মুখে শুনেছি রূপোকাকা নাকি সাজিমাটির নৌকোতে চড়ে ওর কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সময় দক্ষিণ-দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে লেগেছিল।"

বিযুক্ত বাক্যাবলী : (১) রূপোকাকা নাকি সাজিমাটির নৌকোয় করে আসে। (২) ওর তখন কুড়ি-বাইশ বছর বয়স। (৩) ও দক্ষিণ-দেশ থেকে এসেছিল। (৪) নৌকো আমাদের গ্রামের ঘাটে এসে লেগেছিল। (৫) ওকে তখন আশ্রয় দেবার মতো কেউ ছিল না। (৬) এসব কথা আমাদের পিসিমার মুখে শোনা।

বাক্য-প্রসারণ

বাক্যের মূল ভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাক্যান্তর্গত কোনো কোনো পদকে অপ্রধান খণ্ডবাক্যে বা নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে পরিণত করিয়া, অথবা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্প্রসারণ ঘটাইয়া বাক্য-প্রসারণ করা হয়। ইহা বাক্য-সংকোচনের বিপরীত প্রক্রিয়া।

বাক্যস্থিত এক বা একাধিক পদকে প্রসারিত করিয়া যেখানে বিশেষ্যস্থানীয় বা বিশেষণস্থানীয় বা ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্যে পরিণত করা হয়, সেখানে নবগঠিত বাক্যটি জটিল। (ক) পিতামাতার আদেশ সর্বদা শিরোধার্য (সরল)। পিতামাতা যে আদেশ করিবেন, তাহা সর্বদা শিরে ধারণ করিবার যোগ্য (জটিল)। (খ) পরমুখাপেক্ষীর উন্নতিলাভ অসম্ভব (সরল)। পরের মুখের (সাহায্যের) অপেক্ষা যে করে, তাহার উন্নতিলাভ কোনোদিনই সম্ভব নয় (জটিল)।

প্রদত্ত বাক্যমধ্যস্থ এক বা একাধিক পদকে এক-একটি নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে রূপান্তরিত করিলে নবগঠিত বাক্যটি হইবে যৌগিক। (ক) সত্যে অবিচল থাকিয়া তিনি অবশেষে জয়ী হইলেন (সরল)। তিনি সত্যে অবিচল ছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইলেন (যৌগিক)। (খ) দারিদ্র্যসত্ত্বেও তিনি কখনও লোভের বশীভূত হন নাই (সরল)। তিনি দরিদ্র ছিলেন, তথাপি তিনি কখনও লোভের বশীভূত হন নাই (যৌগিক)।

বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশকে সম্প্রসারিত করিয়াও বাক্য-প্রসারণ করা হয়। [৩৩২-৩৩৩ পৃষ্ঠায় দেখ] নবগঠিত বাক্যটি সরল, জটিল বা যৌগিক—যেকোনো ধরনের হইতে পারে। (ক) সম্রাট্ অশোক রাজধর্মের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন (সরল)। চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোক নানাভাবে প্রজার কল্যাণসাধন করিয়া সকল দেশের সকল যুগের রাজধর্মের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন (সরল)। (খ) রমেশ বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না (সরল)। যেহেতু অসৎসঙ্গে পড়িয়া আমার ছোটো ভাই রমেশ সারা বৎসর পড়াশুনায় অবহেলা করিয়াছে সেই হেতু সে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না (জটিল)। আমার ছোটো ভাই রমেশ অসৎসঙ্গে পড়িয়া সারা বৎসর পড়াশুনায় অবহেলা করিয়াছে, সেইজন্য সে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না (যৌগিক)। আমার ছোটো ভাই রমেশ অসৎসঙ্গে পড়িয়া সারা বৎসর পড়াশুনায় অবহেলার দরুন বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না (সরল)।

অনুশীলনী

১। বাক্য কাহাকে বলে? বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচনা কর।

২। সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের সংজ্ঞার্থ বল। প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও এবং বুঝাইয়া দাও কেন উহাদের সরল বা জটিল বা যৌগিক বলা হয়।

৩। বাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ কর: "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" ভগবান্‌কে ডাক, শান্তি পাবে। বাড়ি আসিয়াই বাবার চিঠি পাইয়াছি। "মিতব্যয়ী হও, কিন্তু কৃপণ হইও না।" "যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষমা।" সত্য আর অসত্যের যাথার্থ্য যিনি নির্ণয় করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ধর্মবিদ্। "আমার মধ্যে উচ্ছ্বসিত এই যে নিশ্বাস, এ তোমারই তপ্ত প্রাণস্পর্শ।"

BANGODARSHAN.COM

৪। প্রতিটি শব্দগুচ্ছকে এক-একটি শব্দে প্রকাশ কর: যাহা দেওয়া যায় না; যাহারা বিবাদ করিতেছে; একই সময়ে বর্তমান; যিনি অনেক দেখিয়াছেন; যাহা বিনা আয়াসে সাধন করা যায়; যাহা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না; যাহা বাড়িতেছে; যাহা বৃদ্ধি পাইতেছে; একমতের ভাব; যাহা বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; অপকার করিবার ইচ্ছা; উপকার করিতে ইচ্ছুক; হরণ করিতে ইচ্ছুক; যাহা উড়িয়া যাইতেছে; যাহা কামনার যোগ্য; জয় করিবার ইচ্ছা; বিজয়লাভে ইচ্ছুক; বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উপাধি-বিতরণ উৎসব; যাহার শ্রী আছে; যে নারীর শ্রী আছে; যে পড়ে; মাটি দিয়া তৈয়ারী; মুনির ভাব; সখীর ভাব; যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী; বারমাসের কাহিনী; খেলায় পটু; শান্তিপুরে তৈয়ারী; ভোজনের ইচ্ছা; তেজ আছে এমন রমণী; পিতার মতো; যাহা উক্ত হইবে; যাহা মর্মকে পীড়া দেয়; যাহার শুনিবার ইচ্ছা আছে; সাধুর ভাব; যিনি বিষ অপহরণ করেন; শঠের আচরণ; সোনা দিয়া তৈয়ারী; ভূগোলের সম্বন্ধে; পুরোহিতের কাজ; মিথিলার সম্বন্ধে; দূতের কাজ; তিলজাত বস্তু; যাহার ধী আছে; অলঘুকে লঘু করা; ভূমিতে পরিণত; ধারুর দ্বারা নির্মিত; যাহার জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে; মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত; নিম্নোষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া ফুৎকারযোগে বাজাইবার বাঁশি; যাহার আগমনের কোনো তিথি নাই; অরুণের নন্দন; একবার ফল দিয়া যে গাছ মরিয়া যায়; চমরী গাভীর পুচ্ছ-নির্মিত ব্যজন; হীরামণিমুক্তাখচিত অলংকার; টেলিগ্রাফের যন্ত্রসাহায্যে প্রেরিত সংবাদ; বিশেষভাবে ঈক্ষণ করিতেছেন যিনি; সন্ন্যাসীর জলপাত্রবিশেষ; নিকষার পুত্র; সমানের ভাব; যে নারী প্রতীক্ষা করিতেছেন; যে নারীর পতিও নাই পুত্রও নাই; যাহার পুত্র হয় নাই; বৃষ্টিতে ও নদীজলে পুষ্ট দেশ; যে নিজেকে পণ্ডিত ভাবে; জীবিত থাকিয়াও যে মৃতবৎ; যে বুকে ভর দিয়া গমন করে; যে দুইবার জন্মগ্রহণ করে; যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে; যে গাছে বছরে দুইবার ফল হয়; প্রকৃত কুমার; অক্ষরজ্ঞান নাই যাহার; বসুর স্ত্রী; বসুর পুত্র; উপকারীর ঋণ স্বীকার করে না যে; যাহাতে কোনো বিসংবাদ (বিরোধ) নাই; যাহা সঞ্চয় করা হইতেছে; লাভ করিতে ইচ্ছুক; মূর্ধা যাহার উচ্চারণস্থান; বেদে যিনি অভিজ্ঞ; ঈষৎ নীলবর্ণ-বিশিষ্ট; বিবেচনাপূর্বক কাজ করে না যে; নদী মাতা যাহার; যাহা পূর্বে হয় নাই; যাহার কোনো কর্ম নাই; যাহা জ্বলজ্বল করিতেছে; যাহা কোথাও নীচু কোথাও উঁচু; পরের সৌভাগ্য দেখিয়া যে কাতর হয়; যে একই পঙ্‌ক্তিতে স্থানলাভ করিবার অযোগ্য; বেদান্ত জানেন যিনি; ভিক্ষালাভই উদ্দেশ্য যাহার; যাহার দুইটি হাত সমান চলে; সর্বজনের কল্যাণে; সর্বজনের সম্পর্কিত; যেখানে রজ (ধূলিকণা) নাই; যিনি শুইয়া রহিয়াছেন; যাহাকে শোয়ানো হইয়াছে; যে নারীর জন্য প্রতীক্ষা করা হইতেছে; বিবস্বানের পুত্র; পুরুষানুক্রমে ভোগ্য; দিব্য আবেশের প্রভাবে বক্তৃতাকারী; যাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই; ভ্রমপ্রমাদশূন্য মুনিবাক্য; শিরোমধ্যস্থ সহস্রদল পদ্ম; মূল্যবান্ জিনিসপত্র রাখিবার ভাণ্ডার; যিনি কর্মে ক্লেশ অনুভব করেন না; যে গাছে ফুল না হইয়া ফল হয়; প্রিয়জনের ত্রুটিপূর্ণ আচরণে জাত মনোবেদনা; যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করেন না; হস্তদ্বয়ের করতলদ্বারা গঠিত কোষ; অনায়াসে যাহা জপ করা যায়; সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা; প্রথম জাত ধ্বনিটির অনুবর্তী ক্রমবিলীয়মান ধ্বনিসমূহ; উপায় (সাধন) দ্বারা যে অভীষ্টকে পাইতে হয়; একটু পরেই যাহার মাধুর্য নষ্ট হয়।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ দিয়া বাক্যরচনা কর : আবাহন, নিরাপত্তা, পারত্রিক, বাষ্টি, জাগ্রৎ, দুর্লভ, দুর্বল, আসমান, মূখ, বিগ্রহ, তিরোভাব, গরিমা, বিকৃতি, ভবিষ্যৎ, সমষ্টি, অস্তিত্ব, পাপিনী, দুঃসহ, প্রতিপাল্য, নিরক্ষরা, সামা, রোগিণী, নির্দোষা, গ্রহণীয়, গৃহীতা, শায়িত, ধনিনী, কর্মঠ, বৃহত্ত্ব, উষা, নিমীলিত, বিজেতা, নিন্দিত, আকুঞ্চন, উর্ধ্বগমন, বিস্মৃতি, বিপক্ষ, স্তুতি, হর্ষ, জঙ্গম, পাপ, চড়াই, আবির্ভাব, ঐহিক, উন্নতি, শূন্য, আরোহণ, সুযোগ, অবনত, অধস্তন, উষ্ণ, গ্রহণ, স্থূল. সার্থক, প্রত্যক্ষ, আদান, অন্ত, গরিমা, পরোক্ষ, সন্ধি, ভারী, দাতা, আসামী, নিবৃত্তি, বৃদ্ধি, মূখ, উন্মাদ, কৃতজ্ঞ, অনুকূল, হ্রাস, ভরাট, স্থাবর, লঘু, আগামী, আগমন, উৎকর্ষ, প্রকৃতি, সঞ্চয়, পুরোগামী, সংযোগ, অনুগ্রহ, উত্থান, সুখ, অলাভ, পরাজয়, সাধু, মৃত্যু, অর্পণ, উত্তম, উগ্র, বেশী, ভাটা, জীবন, চোর, দক্ষিণ, গুণ, প্রবল, নিত্য, পুণ্য, সুশীল, লোভী, বিয়োগ, সংকোচন, অপচয়, বিচ্ছেদ, জরা, অতিবৃষ্টি, অবহেলা, অবরোহণ, কৃতঘ্ন, শৈত্য, সংকুচিত, তন্বী, গুরু, শয়িত, সাধুবাদ, অবনমিত, সৃষ্টি, খাপখাওয়া, তাণ্ডব, প্রত্যাখ্যান, দ্বীপ, সরেস, গোপনে, ঢিলে, বৈধ, ত্বরান্বিত, আপ্যায়িত, আরম্ভ, আরব্ধ, শুরু, বিপন্ন, দায়, অন্ত্য, আঘাতা, অবতল, উত্তরীয়, ভেঙেছি, দরিদ্রতা, অন্তর্বাস, বহির্ভূত, উৎপথ, রুদ্ধ, যুক্ত, মুক্ত।

৬। যথাস্থানে ছেদচিহ্ন বসাও : (ক) ইন্দ্র খুশী হইয়া বলিল এই তো চাই কিন্তু আস্তে ভাই ব্যাটারা ভারী পাজী আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কাক্ষেতের ভেতর দিয়ে নৌকো এমনি বার করে নিয়ে যাব যে ওরা টেরও পাবে না আর টের পেলেই বা কি ধরা কি মুখের কথা (খ) কৃষক-মজুরের দুর্গতি দেখে তলস্তয় উচ্চারণ করলেন তাঁর বেদমন্ত্র পবিত্র হও মুক্ত হও অহিংসার অস্ত্র দিয়ে হিংসা আর বর্বরতাকে জয় করো

৭। বাক্যগুলিকে নির্দেশমতো রূপান্তরিত কর : (ক) দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ? [জটিল] (খ) অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরী হইল। [যৌগিক] (গ) যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী। [যৌগিক] (ঘ) সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। [সরল] (ঙ) নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে। [যৌগিক] (চ) এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি। [যৌগিক] (ছ) তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা সকলেই জানে। [প্রশ্নবোধক] (জ) বিবদমান বিশ্বের সুমতি হোক। [নির্দেশাত্মক] (ঝ) সে 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলিল না। [অস্ত্যর্থক] (ঞ) আপস পাপের সঙ্গেও চলে না, বাপের সঙ্গেও না। [প্রশ্নসূচক] (ট) মিথ্যা কথা বলিও না। [নির্দেশাত্মক] (ঠ) শিশুটিকে বিরক্ত করছ কেন ? [অনুজ্ঞাসূচক] (ড) ইতিহাস কী নিদারুণভাবেই না নিজেকে আবর্তিত করে। [নির্দেশাত্মক] (ঢ) শ্রদ্ধাবান্ ছাত্রকে কে না ভালোবাসেন ? [অস্ত্যর্থক] (ণ) বিদেহী আত্মার শান্তিকামনা করিতেছি। [প্রার্থনাসূচক] (ত) পড়াশুনায় ছেলেটির গভীর অনুরাগ দেখছি। [বিস্ময়বোধক] (থ) আমরা ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছি। ['হয়েছি' স্থানে 'পেয়েছি' বসাও] (দ) পাপীকে ঘৃণা করা উচিত কি ? [নাস্ত্যর্থক] (ধ) বিজ্ঞানের শক্তি অপরিমেয়। [নাস্ত্যর্থক] (ন) এরপর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম, তারা ঈশ্বরকে একহাত খেলবার অনুমতি দেবে কি না। [প্রত্যক্ষ উক্তি] (প) যা যদৃচ্ছাক্রমে আসে, তাতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট, সে-ই যথার্থ সুখী। [সরল]

BANGODARSHAN.COM

(ফ) পরগাছার বৃক্ষগৌরব থাকে না। [প্রশ্নাত্মক জটিল] (ব) পরাজয়েও তাঁর কুন্দশুভ্র হাসি অমলিন থাকে। [না-সূচক যৌগিক] (ভ) সুখ বাইরে খোঁজবার জিনিস নয়। [প্রশ্নাত্মক] (ম) কোনো বিষয়কে অল্পের মধ্যে সহজ করে তিনিই বুঝিয়ে দিতে পারেন যিনি সেই বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। [সরল] (য) যত্নের দ্বারা অর্জন না করিলে কোনো বস্তুই নিজের হয় না। ['অর্জন' পদান্তর ঘটাও, 'না' পরিহার কর] (র) মানুষের মৃত্যু মর্মান্তিক, কিন্তু মনুষ্যত্বের মৃত্যু ততোধিক মর্মান্তিক। ['কিন্তু' পরিহার কর, 'ততোধিক'-এর পরিবর্তে 'অধিকতর' বসাও] (ল) "যে ভ্রমে পতিত হয় শুভপথ তাহারই প্রাপ্য।" [সরল] (শ) জীবনের সমধিক মঙ্গলসাধক বাক্যই সত্য বাক্য। [জটিল] (ষ) বিদ্যুৎসরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটেছে। ['অনুষ্ঠানে' পদটিকে কর্তৃকারকে পরিণত কর] (স) অখণ্ড অনুভূতি চিরকালই বিশ্লেষণের অতীত। [না-সূচক] (হ) যেখানে বিজ্ঞানের শেষ সেখানেই ধর্মের আরম্ভ। [সরল] (ক্ষ) "যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া সে কড়ি তুই নিস রে হেসে।" [সরল]

৮। উক্তি পরিবর্তন কর : কল্যাণী আসিয়া বলিল, "দাদামশায়, আমর যাবার সময় কাঁদছিল।" মুখোপাধ্যায়মহাশয় বলিলেন, "কি বললি ?" কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ. দাদামশায়, যাবার সময় চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।"

৯। (ক) কর্তৃবাচ্যে একটি বাক্য রচনা করিয়া উহাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত কর, এবং এই বাক্যদ্বয়ের সাহায্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ভাববাচ্যের প্রয়োগটিও উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। ভাববাচ্য-প্রয়োগের লৌকিক সুবিধাটুকু উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।

(খ) বাচ্য পরিবর্তন কর, কোন্ বাচ্য হইতে কোন্ বাচ্যে আনিলে, উল্লেখ কর : লোভ ত্যাগ কর। "আমরা সকলে বিপথে চলেছি।" অসত্যের দ্বারা সত্য বিনষ্ট হয় না। "পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।" ভিতরে এসে বসুন। রাস্তায় ডুগডুগির আওয়াজে ফটাফট খুলল জানালাগুলো। বইখানা কি আপনার পড়া হয়েছে ? পুরী আমার আগেই দেখা। এমন ছটাকে ব্রেনে ঈশ্বরতত্ত্ব ধরে ? ভরাপেটে দ্রুত চলা যায় না। পুরানো গ্লাসটা এতদিনে ভাঙল। হঠাৎ পাঞ্জাবিতে তোমার রোগা-রোগা দেখাচ্ছিল।

১০। উদাহরণ-সহকারে পরিভাষাগুলির ব্যাখ্যা কর : যোগ্যতা, বাক্য, বাচ্য, ভাববাচ্য, কর্মকর্তৃবাচ্য, বাচ্য-পরিবর্তন, বাক্য-বিশ্লেষণ, বাক্য-সংকোচন, বিপরীতার্থক শব্দ, বাক্য-সংযোজন, বাক্য-বিয়োজন, বাক্য-সম্প্রসারণ, বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

১১। নির্দেশমতো একটি বাক্যে পরিবর্তন কর : (ক) পঁচিশ বছর আগে এক বৃদ্ধকে দেখেছিলুম। এ বৃদ্ধটি ঠিক তারই মতো। বৃদ্ধটি গদির উপর বসেছিল। সে মোটা বই নিয়ে কী পড়ছিল। তার সুরটা ছিল সাপখেলানো সুর। (জটিল বাক্যে) (খ) স্ত্রীশিক্ষা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। বিদ্যাসাগরমশায় এদেশে প্রথম স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন করেন। তিনি বীরসিংহ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জাতির প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। (সরল বাক্যে) (গ) "গাছকে চারা অবস্থায় গোরুছাগলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কী করি ? চারিদিকে কাঁটা বেড়া দিই। গাছ বড়ো হলে গোরুছাগলে তার কোনো ক্ষতিই করতে পারে না. এমনকি সেই গাছে হাতি বেঁধে রাখলেও গাছের কোনো ক্ষতি হয় না, অথচ হাতি জব্দ হয়।" (যৌগিক বাক্যে)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ

(Idiomatic use of words and phrases)

বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ

শব্দ ও তাহার অর্থ অবিচ্ছিন্ন। প্রত্যেকটি শব্দ বিশেষ বিশেষ শক্তিদ্বারা অর্থের প্রকাশ ঘটায়। শব্দের অর্থপ্রকাশক এই শক্তিকে বৈয়াকরণগণ প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) **অভিধা**, (২) **লক্ষণা** ও (৩) **ব্যঞ্জনা**।

১৯৩। **বাচ্যার্থ ঃ কোনো শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সুবিদিত যে অর্থটি পাঠক বা শ্রোতার সহজেই বোধগম্য হয়, তাহাকে শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ বলে** (**Literal Sense**)। যে শক্তিবলে শব্দ তাহার এই বাচ্যার্থটি প্রকাশ করে সেই শক্তির নাম **অভিধাশক্তি**। অভিধাই শব্দের মুখ্য শক্তি। বাচ্যার্থটিকে দেখাইয়া দিয়া শব্দের এই অভিধাশক্তিটি ক্ষান্ত হয়। (ক) **"পাখি সব করে রব।"** (খ) **মাথাটা** ভালো করে মোছ, এখনও জল ঝরছে যে! (গ) একটা **কাসি** ফেলে দিয়েছ? (ঘ) **শেকসপিয়র** বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার।—এখানে প্রত্যেকটি উদাহরণের আয়তাকার শব্দগুলির সুপ্রচলিত অর্থটি সহজেই বোধগম্য হইতেছে।

১৯৪। **লক্ষ্যার্থ ঃ শব্দের বাচ্যার্থটি বাধাপ্রাপ্ত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট যে গৌণ আর একটি অর্থ পাঠক বা শ্রোতাকে অনুমানের দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়, সেই অর্থটিকে শব্দের লক্ষ্যার্থ বলে (Secondary Meaning)**। যে শক্তিবলে শব্দ তাহার লক্ষ্যার্থটিকে প্রকাশ করে তাহাই শব্দের **লক্ষণাশক্তি**। এই লক্ষণাশক্তি শব্দের লক্ষ্যার্থটিকে দেখাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয়। (ক) **পাখি** এখন **খাঁচা** ছাড়লেই বাঁচি। (পাখি = প্রাণ, খাঁচা = দেহ)। (খ) নবীনবাবুই আমাদের গ্রামের **মাথা**। (মাথা = অধিবাসীদের মধ্যে প্রধান)। (গ) ছেলেটা শেষে বাপ-মা'র মুখে **কালি** দিল। (কালি = কলঙ্ক)। (ঘ) তিনি এখন **শেকসপিয়র** পড়ছেন। (শেকসপিয়র = তাঁহার গ্রন্থাবলী)। (ঙ) "মেয়েটা **সুকুমার রায়ে** মশগুল হয়ে আছে।"—প্রদত্ত উদাহরণগুলি একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিবে যে, লক্ষ্যার্থটি বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট; সুতরাং ইহা বাচ্যার্থেরই একপ্রকার সম্প্রসারণ। মনে রাখিও, লক্ষণাশক্তি কোনো শব্দের আশ্রয়ে প্রকাশ পাইলেও ইহা সমস্ত বাক্যটিরই শক্তি।

১৯৫। **ব্যঙ্গ্যার্থ ঃ বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া বাক্যের আর একটি যে চমৎকার অর্থ অনুশীলিত পাঠক বা শ্রোতার বোধগম্য হয়, সেই অর্থটিকে ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি** (Suggested Sense) **বলা হয়।** বাক্যের যে শক্তিবলে এই ব্যঙ্গ্যার্থটি প্রকাশ পায়, তাহাকে **ব্যঞ্জনাশক্তি** বলে। ব্যঙ্গ্যার্থটি বাচ্যার্থের আবরণে আবৃত থাকে; অথচ বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া ইহা আপন লাবণ্যে ঝলমল করিতে থাকে। রমণীদেহের লাবণ্যেরই মতো ইহা দেহাশ্রিত হইয়াও দেহাতীত। অব্যক্ত অথচ হৃদয়রঞ্জক এই ব্যঙ্গ্যার্থটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া সহৃদয় পাঠকচিত্ত অপূর্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়।

BANGODARSHAN.COM

(ক) দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার॥ —কৃত্তিবাস।

জীবনসঙ্গিনী সীতাকে হারাইয়া রামচন্দ্রের অন্তরে যে অন্তহীন বেদনার অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছে, চন্দ্রসূর্য-গ্রহ-তারার সম্মিলিত আলোকেও তাহা দূরীভূত হইবার নয়। একমাত্র সীতার প্রসন্ন উপস্থিতিই সে বেদনাকে মুহূর্তে দূর করিতে পারে। রামচন্দ্রের চক্ষে চন্দ্রসূর্য অপেক্ষা সীতার এই যে উৎকর্ষ, সহৃদয় পাঠকের কাছে ইহাই ব্যঙ্গ্যার্থ (ধ্বনি)। মনোহর এই ব্যঙ্গ্যার্থটি বাচ্যার্থকে আশ্রয় করিয়াও বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

(খ) শ্রীশ্রীমা বললেন, "ঠাকুরের সেবার জন্য আমার নয়েন সাগরপার থেকে শ্বেতপদ্ম এনেছে।"

শ্বেতদ্বীপবাসিনী নিবেদিতার সৌন্দর্য-মাধুর্য স্নেহ-প্রেম-মমতা সেবা-যত্ন-ভালোবাসা কোমলতা-পবিত্রতা—একটিমাত্র শব্দ 'শ্বেতপদ্ম'-টির মধ্য দিয়া চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

মনে রাখিও, **স্মৃতির সাহায্যে বাচ্যার্থ, অনুমানের দ্বারা লক্ষ্যার্থ আর সহৃদয়তার দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ জন্মে।**

সুন্দর বাক্যরচনা দীর্ঘ অনুশীলন-সাপেক্ষ। বাক্যরচনায় বাচ্যার্থ নয়, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থটিই যাহাতে সুন্দররূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেইজন্য বিশেষ কয়েকটি প্রতিশব্দ, ভিন্নার্থক শব্দ প্রভৃতির উদাহরণ দেওয়া হইল।

প্রতিশব্দ (Synonym)

১৯৬। **প্রতিশব্দ ঃ কোনো শব্দের পরিবর্তে একই অর্থ-প্রকাশক অন্য যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে প্রথম শব্দটির প্রতিশব্দ বলে।**

কোনো রচনায় প্রবন্ধে বা ব্যাখ্যায় একই শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হইবার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু একই শব্দ একবারের বেশী ব্যবহৃত হইলে লেখার মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। অথচ সেই শব্দটির প্রতিশব্দগুলি জানা থাকিলে এবং প্রয়োজনমতো উপযুক্ত প্রতিশব্দটি নির্বাচিত করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলেই রচনার শ্রুতিমাধুর্য অলংকার-গৌরব ও অর্থদ্যোতি বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি বিখ্যাত শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া হইল ঃ

অগ্নি ঃ অনল, আগুন, সর্বভুক্, বহ্নি, হুতাশন, বিভাবসু, হুতবহ, বৈশ্বানর, পাবক, বায়ুসখ, সর্বশুচি, কৃশানু, কৃষ্ণবর্ত্মা, বীতিহোত্র, তনূনপাৎ, ঘৃতান্ন, ঘৃতার্চিঃ।

অশ্ব ঃ ঘোড়া, ঘোটক, হয়, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম।

আকাশ ঃ অম্বর, গগন, বিমান, নভঃ, নভোমণ্ডল, নভস্তল, ব্যোম, অন্তরীক্ষ, অভ্র, শূন্য, দ্যুলোক, খ।

ইচ্ছা ঃ অভিলাষ, কাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, ঈপ্সা, অভীপ্সা, বাঞ্ছা, বাসনা, অভিপ্রায়, রুচি, অভিরুচি, সাধ, স্পৃহা, লিপ্সা, আকিঞ্চন, ঈহা, মনোরথ।

ঈশ্বর ঃ ঈশ, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ, পরমেশ্বর, ভগবান্, বিভু, জগৎপিতা, জগৎপাতা, বিশ্বপিতা, বিশ্বপাতা, বিধি, সৃষ্টিকর্তা, জগদীশ, স্রষ্টা।

কন্যা : তনয়া, কুমারী, সুতা, আত্মজা, দারিকা, নন্দিনী, দুহিতা, মেয়ে, নন্দনা, তনুদ্ভবা।

কিরণ : প্রভা, বিভা, রশ্মি, কর, অংশু, দীপ্তি, জ্যোতিঃ, দ্যুতি, মরীচি, দীধিতি, মরুখ, আভা।

গৃহ : আলয়, বাস, আবাস, নিবাস, ভবন, নিকেতন, ঘর, আগার, মন্দির, গেহ, নিলয়, সদন, ধাম, বাটী, বাড়ি, কুটির, বেশ্ম, আয়তন।

চন্দ্র : চাঁদ, চন্দ্রমা, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, শশধর, সুধাকর, সিতাংশু, শীতাংশু, শশী, হিমকর, নিশাকর, সোম, নিশানাথ, নিশাপতি, সুধাংশু, হিমাংশু, তারানাথ, ইন্দু, বিধু, দ্বিজরাজ, কুমুদবন্ধু, বিরোচন, অম্ভোজ।

জল : অপ্, অম্বু, অম্ভঃ, উদক, বারি, তোয়, পয়ঃ, নীর, সলিল, কম্, ইরা, ইলা।

তরঙ্গ : ঢেউ, ঊর্মি, লহরী, তুফান, ওঘ, বীচি, কল্লোল, হিল্লোল।

নদী : তটিনী, সরিৎ, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, স্রোতোবহা, প্রবাহিণী, নিম্নগা, তরঙ্গিণী, কল্লোলিনী, নির্ঝরিণী, শৈবলিনী।

পদ্ম : কমল, উৎপল, শতদল, পুণ্ডরীক (শ্বেত), পুন্নাগ (শ্বেত), পঙ্কজ, সরোজ, তামরস, সরসিজ, অব্জ, সরোরুহ, অরবিন্দ, কুবলয় (নীল), ইন্দীবর (নীল), কোকনদ (রক্ত), নলিন, নলিনী, রাজীব, কঞ্জ, নীরজ, অম্বুজ।

পুত্র : তনয়, কুমার, কোঙর, সুত, আত্মজ, নন্দন, ছেলে, দারক, তনুদ্ভব।

পৃথিবী : ধরা, ধরণী, বসুধা, বসুন্ধরা, পৃথ্বী, ভূ, ভূমি, ভূলোক, ক্ষৌণী, বসুমতী, ধাত্রী, ইলা, ধরিত্রী, মেদিনী, মহী, অবনী, ক্ষিতি, ভুবন, জগৎ, সর্বংসহা, উর্বী, বিশ্বম্ভরা।

বায়ু : অনিল, সমীর, মরুৎ, মারুত, বাত, পবন, সমীরণ, গন্ধবহ, বাতাস, অগ্নিসখ, প্রভঞ্জন, বায়, নভস্বান্।

বিদ্যুৎ : চপলা, বিজলী, দামিনী, সৌদামিনী, চঞ্চলা, তড়িৎ, ক্ষণদ্যুতি, ক্ষণপ্রভা, ইরম্মদ, শম্পা।

মহেশ্বর : শিব, শম্ভু, মহাদেব, মহেশান, শঙ্কর, ঈশান, কৃত্তিবাস, স্থাণু, নকুল, ভোলানাথ, ধূর্জটি, ব্যোমকেশ, গঙ্গাধর, বিলোচন, বিরূপাক্ষ, পশুপতি, গিরিশ, চন্দ্রশেখর, ত্র্যম্বক, ত্রিপুরারি, মৃত্যুঞ্জয়, রুদ্র, হর, সর্ব, শর্ব, নীলকণ্ঠ, শূলী, শশিশেখর, মৃড়, ফণিভূষণ, শশিভূষণ, অহিভূষণ, মৃগাঙ্কমৌলি, চন্দ্রমৌলি, শশাঙ্কশেখর, নীললোহিত, ভব, বামদেব, অঘোর, কপর্দী, চন্দ্রাপীড়, পিনাকী, পিনাকপাণি, প্রমথেশ, শিতিকণ্ঠ, ইন্দুমৌলি, স্মরজিৎ, পুরঞ্জয়।

মাকড়সা : ঊর্ণনাভ, মর্কট, জালিক, লূতা।

মেঘ : জলদ, জলধর, জলধারী, বারিদ, পয়োদ, জীমূত, অভ্র, অম্বুদ, অম্ভোদ, পর্জন্য, নীরদ, ঘন, পয়োধর, জলমুক্, পয়োমুক্, কাদম্বিনী, বারিধর, ধারাধর।

মাতা : মা, জননী, প্রসূতি, অম্বা, গর্ভধারিণী, জনয়িত্রী, প্রসবিনী, প্রসূ, প্রসবিত্রী, জনিকা।

রাত্রি : রাতি, রজনী, যামিনী, নিশা, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষপা, ত্রিযামা, ক্ষণদা, তমস্বিনী।

সমুদ্র : সাগর, পাথার, পারাবার, বারিধি, সিন্ধু, অর্ণব, জলনিধি, রত্নাকর,

তোয়ধি, উদধি, জলধি, পয়োধি, অম্বুধি, দ্বীপী, নীলাম্বু, বারীশ, বারীন্দ্র, বারিনিধি, পারী, পয়োনিধি, অম্ভোনিধি, অব্ধি, অম্ভোধি।

সর্প : সাপ, ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, পন্নগ, অহি, উরগ, আশীবিষ, ফণী, নাগ, কাকোদর, দ্বিজ, দ্বিজিহ্ব।

সূর্য : অরুণ, রবি, অর্ক, আদিত্য, তপন, ভানু, ভাস্কর, মিহির, মার্তণ্ড, সবিতা, মরীচিমালী, দিনমণি, দিনকর, দিননাথ, প্রভাকর, দিনেশ, অংশুমালী, দিবাকর, অমিতাভ, দ্বিষাম্পতি, বিবস্বান্, বিভাবসু, ধ্বান্তারি, সহস্রাংশু, দ্যুমণি, বীতিহোত্র, ময়ূখমালী, পূষা, সূর, তরণি, অর্যমা, তমোহর, তমোনাশ, তমসাপহ, তমোঘ্ন, তমোহা, কমলেশ, কমলপতি, মিত্র, হরিদশ্ব, বিরোচন।

হস্তী : মাতঙ্গ, করী, করেণু, গজ, নাগ, দন্তী, কুঞ্জর, বারণ, দ্বিপ, দ্বিরদ।

ভিন্নার্থক শব্দ

১৯৭। **ভিন্নার্থক শব্দ :** যে শব্দ বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাকে ভিন্নার্থক শব্দ বলে। এইরূপ শব্দের কতকগুলি উদাহরণ :

অঙ্ক : (১) গণিত—ছেলেটি **অঙ্কে** বড়ো কাঁচা।
(২) ক্রোড়—মাতৃ-**অঙ্ক** সন্তানের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।
(৩) নাটকের পরিচ্ছেদ—নাটকটির তৃতীয় **অঙ্কই** সর্বাপেক্ষা রসোত্তীর্ণ।
(৪) সংখ্যাবোধক চিহ্ন—সন্ন্যাসী **অঙ্কপাত** করিয়া শ্রীর ভাগ্যগণনা করিতে লাগিলেন।
(৫) হিসাব—কার জীবনের **অঙ্ক** এমন খাপে-খাপে মিলে যায়?

অর্থ : (১) ধন—**অর্থই** অনর্থ ঘটায়।
(২) মানে—শুধু পড়িলেই হয় না, **অর্থও** বুঝিতে হয়।
(৩) প্রয়োজন—অসময়ে সেখানে যাওয়ার **অর্থ** হয় না।
(৪) উদ্দেশ্য—এ কথা বলার **অর্থ** কী?
(৫) অভিলাষ—ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থে সত্যকাম গুরুসমীপে উপস্থিত।

উত্তর : (১) দিক্—ভারতের **উত্তরে** দেবতাত্মা হিমালয় বিরাজমান।
(২) জবাব—চিঠির **উত্তর** এখনও আসেনি।
(৩) ভাবী—মায়ের আশীর্বাদেই তাঁর **উত্তর**জীবন আলোকোজ্জ্বল হয়।
(৪) বিরাট-রাজার পুত্র—অর্জুন **উত্তরের** সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন।
(৫) দুর্লভ—কবি শ্রীমধুসূদন ছিলেন **লোকোত্তর** প্রতিভার অধিকারী।
(৬) মীমাংসা—কঠিন প্রশ্নের **উত্তরও** তিনি মুখে মুখে বলতেন।

কথা : (১) প্রসঙ্গ—সবার মুখেই নেতাজীর **কথা**।
(২) প্রতিশ্রুতি—উনি যখন **কথা** দিচ্ছেন, তখন আর চিন্তা কি?
(৩) ব্যাপার—এ তো বড়ো কম **কথা** নয়!
(৪) অনুরোধ—আমার এই একটা **কথা** তোমায় রাখতেই হবে।
(৫) আলোচনা—ওদের পারিবারিক **কথায়** না থাকাই ভালো।
(৬) পরামর্শ—আপনার সঙ্গে একটা গোপন **কথা** ছিল।
(৭) গল্প—"মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর **কথা**।"
(৮) উপদেশ—বাপ-মা'র **কথা** অবহেলা করতে নেই।

BANGODARSHAN.COM

(৯) ইশারা—ছেলেটার চোখের তারা পর্যন্ত কেমন **কথা** কয়, দেখলেন।
(১০) তর্ক—তার সঙ্গে **কথায়** এঁটে ওঠা রীতিমতো শক্ত।
(১১) সম্ভাবনা—আজ বিকালে তাঁর এখানে ভাষণ দেবার **কথা**।

কর : (১) কিরণ—"আজি এ প্রভাতে রবির **কর** কেমনে পশিল প্রাণের 'পর!"
(২) খাজনা—**করভারে** প্রপীড়িত দেশবাসিগণ।
(৩) হস্ত—অমৃতভাণ্ড দিয়েছে বিধাতা মায়ের কোমল **করে**।
(৪) হস্তিশুণ্ড—**কর** আছে বলেই তো হস্তীর আরেকটি নাম করী।
(৫) হিন্দুর উপাধিবিশেষ—রাধাগোবিন্দ **কর** চিকিৎসাজগতে একটি অবিস্মরণীয় নাম।

গুণ : (১) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত।
(২) ধর্ম—দাহিকাশক্তি আগুনের **গুণ**।
(৩) জ্যা—ধনুতে **গুণ** পরাইতে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন।
(৪) রজ্জু—"একবার ইন্দ্র একবার আমি **গুণ** টানিতে লাগিলাম।"
(৫) সুফল—বিজ্ঞানের অনেক **গুণ**।
(৬) পূরণ—কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়া **গুণ** করিলে ফল হয় শূন্য।

জাল : (১) ফাঁদ—সিংহ অনতিবিলম্বে **জালে** বন্দী হইল।
(২) নকল—নবদ্বীপ উইল **জাল** করিল।
(৩) ছল—মায়াবীর মায়া**জাল** ভেদিব নিশ্চয়।
(৪) সমূহ—সূর্যের রশ্মি**জাল** জীবের পক্ষে হিতকর।
(৫) কৃত্রিম—**জাল** ঔষধে বাজার ছেয়ে গেছে।

পক্ষ : (১) ডানা—রাবণ জটায়ুর **পক্ষ**ছেদ করলেন।
(২) মাসার্ধ—এখন সিত**পক্ষ** চলছে।
(৩) দল—উভয়**পক্ষে** হাতাহাতি হবার উপক্রম।
(৪) একাধিকবার বিবাহিত ব্যক্তির স্ত্রী—তাঁর এখন তৃতীয় **পক্ষ** চলছে।
(৫) দিক্—ওঁর উপদেশ আপনার **পক্ষে** হিতকর হবেই।

পদ : (১) চরণ—গুরু**পদে** নমিল রাজন।
(২) দৃষ্টান্ত—মহাজনের **পদ** অনুসরণ করাই আমাদের কাম্য।
(৩) কার্য—তিনি এখন উচ্চ**পদে** আসীন।
(৪) বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু—বাক্যের এক-একটি অংশকে **পদ** বলে।
(৫) গীতিকবিতা—চণ্ডীদাসের **পদ** মুহূর্তেই প্রাণ মন কেড়ে নেয়।
(৬) ভোজের ব্যঞ্জন—ছেলের বউভাতে বটুকবাবু বহু উপাদেয় **পদের** আয়োজন করেছিলেন।

ফল : (১) বৃক্ষের শস্য—গাছটিতে এ-বছরই প্রথম **ফল** ধরল।
(২) পরিণাম—যেমন কর্ম, তেমনি **ফল**ভোগ কর।
(৩) উপকার—মূর্খকে উপদেশ দিলে কোনো **ফল** হয় কি?
(৪) শেষ—**ফল** কথা, ভাগ্য সুপ্রসন্ন না থাকলে উন্নতিলাভ অসম্ভব।
(৫) সিদ্ধি—আন্তরিক চেষ্টায় **ফল**লাভ না হয়ে যায় না।

বাস : (১) বস্ত্র—পরিধানে ছিন্ন**বাস** বিশীর্ণ শরীর।

BANGODARSHAN.COM

(২) মোটরচালিত বড়ো আকারের যান—এমন টিমেতালে চললে **একসপ্রেস বাস** পাবেন?
(৩) আলয়—"আমার হৃদয় তোমার **বাসের** যোগ্য করে তোল।"
(৪) সুগন্ধ—ফুল**বাসে** মুগ্ধ মধুকর।
(৫) সন্ধান—"ধনের পাইয়া **বাস** আসিল বীরের পাশ।"

ভাব : (১) ভালোবাসা—রাবেয়ার সঙ্গে রাজিয়ার এখন খুব **ভাব**।
(২) অভিপ্রায়—বুঝিনু এবার, দ্বিজ, মনো**ভাব** তব।
(৩) মর্ম—কবিতাটির **ভাব** বিশ্লেষণ কর।
(৪) প্রকার—একই বস্তুকে বিভিন্ন**ভাবে** ব্যাখ্যা করা যায়।
(৫) আধ্যাত্মিক তন্ময়তা—কৃষ্ণকথা শুনলেই রাধা **ভাবে** আকুল হন।
(৬) ক্রিয়া (ব্যাকরণে)—বাক্যটিকে **ভাব**বাচ্যে রূপান্তরিত কর।

মাথা : (১) মস্তক—তাঁর **মাথার** আঘাত বেশ গুরুতর বলেই তো মনে হচ্ছে।
(২) নেতা—নিবারণবাবুই তো এখন গ্রামের **মাথা**।
(৩) বুদ্ধি—মেয়েটির অঙ্কে বেশ **মাথা**।
(৪) লোক—**মাথা**পিছু দু'টাকা চাঁদা পড়েছে।
(৫) অর্থ—তার কথার কোনো **মাথা** আছে?
(৬) উচ্চতা—ভায়েদের মধ্যে মন্মথই **মাথায়** বড়ো।
(৭) সর—বইয়ের **মাথাটার** দিকে লোভাতুর দৃষ্টি কার না থাকে?

রস : (১) সারাংশ—ফলের **রস** স্বাস্থ্যপ্রদ।
(২) নিঃস্রাব—ক্ষতের মুখ দিয়া **রস** পড়িতেছে।
(৩) কাব্যের রস—'ছিন্নমুকুল' করুণ **রসাত্মক** কবিতা।
(৪) রসিকতা—ভদ্রলোক বেশ **রসের** কথা বলেন তো!
(৫) সামর্থ্যজনিত গর্ব—ভারী **রস** হয়েছে দেখছি যে!
(৬) আনন্দ—অভাজন ও **রসে** বঞ্চিত।
(৭) প্রবল অনুরাগ—"**রস**ভারে দুহুঁ তনু থরথর কাঁপই।"
(৮) আকর্ষণ—**রস** ফুরিয়ে যেতেই বন্ধুর দল খসে পড়েছে।

লোক : (১) মানুষ—**লোকটা** মোটেই সুবিধের নয়।
(২) কর্মচারী—দোকানের জন্যে একজন বিশ্বাসী **লোক** চাই।
(৩) জগৎ—ভগবান্ ত্রি**লোকের** অধীশ্বর।
(৪) জন্ম—ইহ**লোক** পর**লোক** সবই জলাঞ্জলি দিয়েছি।
(৫) জনসাধারণ—**লোক**মতকে উপেক্ষা করার মানসিকতা শ্রীরামচন্দ্রের ছিল না।

সুর : (১) দেবতা—**সুর** আর অসুরের সংগ্রাম লাগিয়াই রহিয়াছে।
(২) সংগীতের নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি—সুরজ্ঞান না থাকিলে সঙ্গীত-সাধনা বিড়ম্বনামাত্র।
(৩) মত—শ্রমিকেরা **সুর** পালটিয়েছে দেখছি।
(৪) কণ্ঠস্বর—ভিখারীটি করুণ **সুরে** ভিক্ষা চাইল।

হাত : (১) হস্ত—মায়ের **হাতের** শাকান্নও যে স্নেহামৃতে ভরা।

(২) প্রশ্ন—বাড়ি যাবার আগে এক হাত তাস খেলে নিই, আসুন।
(৩) যোগাযোগ—এ চুরির পিছনে চাকরটার যে হাত নেই, কে বলবে?
(৪) দক্ষতা—এসরাজে তাঁর চমৎকার হাত।
(৫) কর্তৃত্ব—এ বিষয়ে আমার কোনো হাত নেই, ভাই।
(৬) নাড়ী—হাতটা একবার দেখুন, ডাক্তারবাবু।
(৭) করলেখা—জ্যোতিষী হাত দেখতে বসলেন।

হার ঃ (১) মালা—কণ্ঠে তাহার সাতনরী হার।
(২) পরাজয়—পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরের হার হল।
(৩) দর—সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদের হার কিছুটা বেড়েছে।
(৪) অনুপাত—দুদিকের হার যার সামঞ্জস্যপূর্ণ তারই চেহারাকে দোহারা বলা যায়।

ভিন্নার্থক শব্দের আরও কয়েকটি উদাহরণ দেখ ঃ

কাণ্ড—ব্যাপার, বিবেচনা, অধ্যায়, কুকীর্তি, গাছের গুঁড়ি।
কাল—কল্য, মৃত্যু, সময়, ধ্বংস, সর্বনাশের কারণ।
খোস—আবরণ, বালিশের ওয়াড়, মৃদঙ্গ, নৌকার গহ্বর, কাপড়ের জমি, সুপারি ইত্যাদি বৃক্ষের বল্কল, হুঁকার আধার।
ঘন—মেঘ, নিবিড়, দুর্গম, গাঢ়, ঠাসা, প্রবল, সমান তিন রাশির গুণফল।
চক্র—চাকা, মণ্ডল, সুদর্শন, সর্পের ফণাঙ্কিত চিহ্ন।
চাল—গৃহের আচ্ছাদন, আচার-ব্যবহার, চাউল, পাশা লুডো ইত্যাদি খেলায় সম্মুখের দিকে ঘুঁটিসরানো, ফন্দি, অহংকারসূচক আচরণ।
জাত—জাতি, উৎপন্ন, সমূহ (দ্রব্যজাত), উৎসব, রক্ষিত, প্রকার।
জাতি—জন্ম, প্রকার, বর্ণ, মালতী ফুল।
ঠাট—হলাকলা, চালচলন, প্রচলিত ধারা, কাঠামো, সৈন্যদল।
দণ্ড—লাঠি, শাস্তি, জরিমানা, যুদ্ধ, সময়ের বিভাগ (পল বিপল ইত্যাদি)।
দর্শন—দৃষ্টি, দেখা, জ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা, আরশি।
দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, দন্ত, অণ্ডজ প্রাণী, চন্দ্র।
ধারা—প্রকৃতি, প্রবাহ, বর্ষণ, আইনের বিভাগ, আচরণ।
পাত্র—আধার, ভাজন, যোগ্যব্যক্তি, লোক, বর, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি, অমাত্য।
পাট—পাটগাছ, রেশম, ভাঁজ, স্তর, তক্তা, প্রধান, সিংহাসন, অস্তাচল, বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র, গৃহের নিত্যকর্ম, প্রস্থ, প্রলেপ, অনুষ্ঠান।
পাশ—পার্শ্ব, রজ্জু, ফাঁস, বরুণের অস্ত্র, গুচ্ছ, পাশা।
প্রকৃতি—প্রজা, নিসর্গ, স্বভাব, শক্তি।
বড়—স্পর্ধাপূর্ণ, খ্যাতিমান্, ধনবান্, উদার, সম্ভ্রান্ত।
ভোর—প্রভাত, বিহ্বল, ব্যাপিয়া, পরিমিত।
যোগ—সম্বন্ধ, গণিতের প্রক্রিয়া, সুযোগ, সাধনা, পুণ্যতিথি।
সারা—সমস্ত, শেষ করা, ক্লান্ত, সংশোধন করা, নীরোগ হওয়া, সংস্কার করা।
স্কন্ধ—কাঁধ, দেহ, বৃক্ষের কাণ্ড, কাব্যগ্রন্থের অধ্যায়, সৈন্যবিভাগ।
হাওয়া—বাতাস, জলবায়ু, অল্প সংসর্গ, সাধারণের মতিগতি।

BANGODARSHAN.COM

বাগ্‌বিধি (Idioms)

(ক) বিশিষ্টার্থক শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ বা শব্দসমষ্টি আছে যেগুলি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া কোনো ইঙ্গিতপূর্ণ সূক্ষ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বক্তব্যবিষয়টিকে সংক্ষেপিত অথচ রসসিক্ত করিয়া তুলিতে এইসমস্ত শব্দের ক্ষমতা প্রচুর। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পদটি কোন্ বিশেষ অর্থটি প্রকাশ করিতেছে উল্লেখ করিতে হইবে। [সাধু বা চলিত যেকোনো রীতিতে বাক্যরচনা করিতে পার; পরীক্ষার খাতায় যেকোনো একটি রীতি আগাগোড়া অনুসরণ করিবে।]

॥ বিশেষ্যপদের বিশিষ্ট ব্যবহার ॥

কাজ ঃ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজার প্রধান কাজ (কর্তব্য)। মূর্খকে উপদেশ দিলে কাজ (সুফল) কিছু হয় না, উপরন্তু গালমন্দ খেতে হয়। ছবিটার রঙের কাজ (কলাকৌশল) কী চমৎকার, দেখছেন! নামী কোম্পানির কাছে সারাবার পর ঘড়িটায় বেশ কাজ (উপকার) দিচ্ছে। রমেশবাবুর মতো কাজের কাজীকে (উপযুক্ত কর্মীকে) নির্বাচন করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তুমি যে এমন কাজের বার (অকেজো), জানতাম না। এরকম কথা-কাটাকাটিতে কাজ (প্রয়োজন) কী, হাতেকলমে দেখিয়েই দিন না।

কান ঃ দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় কান দিও না (গ্রাহ্য করা)। কান পেতে শোন, দূর থেকে কিসের একটা শব্দ আসছে না (মনোযোগ দেওয়া)? দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চাটুজ্যেগিন্নী কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন (আগ্রহ-সহকারে)। বেসুরো গান কানে বড়ো লাগে (শ্রুতিকটু)। এর কথা তার কাছে, তার কথা ওর কাছে বলে কান ভাঙানোই তোমার ব্যবসায় দেখছি (কুমন্ত্রণা দেওয়া)। বিভিন্ন পরীক্ষায় মেয়েরা এখন উচ্চস্থান লাভ করে ছেলেদের কান কেটে দিচ্ছে (পরাস্ত করা)।

গা ঃ আপনারা এখন গা তুলুন, আসন পাতা হয়ে গেছে (উঠা)। ভাইবোনের গায়ে এমন বেরাদবের মতো হাত তুলবে না, বলে দিচ্ছি (প্রহার করা)। দাদা বাপেরই তুল্য, দু-কথা বলেছেন, গায়ে মেখে নাও (সহ্য করা)। নদীর গায়েই ছিল গাজী-সাহেবের আস্তানা (তীর)। সময় থাকতে পড়াশোনায় গা করছ না, পরে আপসোস করতে হবে যে (মনোযোগ দেওয়া)। পাওনাদারের ভয়ে এমন করে কতদিন গা ঢাকা দেবে (লুকাইয়া থাকা)? আপিসে খোঁচা খেয়ে কিছু লোক বাড়িতে এসে গায়ের ঝাল ঝাড়েন (আক্রোশ মেটানো)। গোবিন্দসিংহের প্রেরণায় শেষে রানা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন (জড়তা পরিহার-পূর্বক কর্তব্যরত হওয়া)। মাত্র দুটো খেলায় দলের পরাজয় হয়েছে বলে দলনেতার কি এমন করে গা ছেড়ে দেওয়া উচিত (নিশ্চেষ্ট থাকা)? লোডশেডিং এখন মানুষের গা-সওয়া হয়ে গেছে (অভ্যস্ত)। ভূতের গল্প শুনে রামখোকাদের গায়ে কাঁটা দেয়, এমন তো কখনও দেখিনি (রোমাঞ্চিত হওয়া)। এত বড় বংশের ছেলে, এমন কাজ করলি যে রাজ্যের লোক গায়ে থুতু দিচ্ছে (ঘৃণা প্রকাশ করা)। আমরা সবাই খেটে মরব, আপনি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবেন, তা হবে না (দায়িত্ব এড়ান)। আপনার কথাবার্তা শুনলে গায়ে ফোসকা পড়ে (অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হওয়া)। ক'দিনে মা-মরা ছেলেটার গায়ে একটু মাস লেগেছে (হৃষ্টপুষ্ট হওয়া)।

চোখ : ছেলেটাকে **চোখে চোখে** রেখো (সতর্ক দৃষ্টিতে)। "আমার **চোখ খুলে** গেছে মোহনলাল (জ্ঞানলাভ করা)।" গুরুজনকে এতবড়ো কথা বললে, তোমার কি **চোখের চামড়াও** নেই (সামান্যতম লজ্জা)। দু-বেলা খেয়ে আঁচাতে দেখলে অনেকেরই **চোখ টাটায়** (ঈর্ষা করা)। **চোখ টিপতেই** সশস্ত্র প্রহরী এসে হাজির (চক্ষুভঙ্গির দ্বারা ইশারা করা)। "সম্রাট্, **চোখ রাঙাচ্ছেন** কাকে (ভয় দেখানো)?" **চোখে আঙুল দিয়ে** না দেখালে তোমাদের কি কাণ্ডজ্ঞান কোনোদিনই হবে না (বিশেষভাবে বুঝানো)? তোকে তো এমনকিছু বলা হয়নি বাপু যে **চোখ ছলছল** করবে (অবরুদ্ধ অশ্রুতে চক্ষু পূর্ণ হওয়া)! মিথ্যা কথায় জগদ্‌বাসীর **চোখে ধুলো দিতে** পারেন (ঠকানো), কিন্তু নিজের মনকে **চোখ ঠারবেন** কী করে (স্তোক দেওয়া)? সমাজ-সংসারকে **সাদা চোখে** (নেশাগ্রস্ত বা সংস্কারাচ্ছন্ন নয় এমন দৃষ্টিতে) দেখতে শিখলে সসাগরা পৃথিবী আমাদের মুঠোয় আসবে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে এমন **চোখে-মুখে কথা** বলে, এরকমটা বড়ো-একটা দেখা যায় না (বাক্‌চাতুর্য প্রকাশ করা)।

জল : সকালবেলা একটু **জল** (হালকা খাবার) না **খেয়ে** বেরতে পারি না। আপনার কাছে প্রতিকারের আশ্বাস পেয়ে প্রাণটা **জল হয়ে** গেল (শীতল)। তোমার ওই চোখের জলে **গলে জল হবার** লোক (দয়ার্দ্রচিত্ত) গোপেন গাঙ্গুলী নয়। ছেলেটা তিন বছরেও পাস করতে পারল না, টাকাগুলো **জলে গেল** (নষ্ট হওয়া)। ছেলে আপনার কাজকর্ম কিছু করে না, কেবল এই বাস্তুভিটেটুকু দেখে মেয়েকে তো আর হাত-পা বেঁধে **জলে দিতে** পারি না (অপাত্রে দান করা)। এমন দুর্যোগে বাড়ি ফেরার জন্য উতলা হয়ে পড়লেন, আপনি কি **জলে পড়েছেন** (ভয়ানক বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া)?

পা : ভিটেতে **পা** দিতে-না-দিতেই ঝগড়া আরম্ভ হয়েছে (উপস্থিত হওয়া)। কালোবাজারী দৌলতে তিনি যা করেছেন, তাতে কয়েক পুরুষ **পায়ের উপর পা দিয়ে** চলবে (নিশ্চিন্ত আরামে)। সূর্য ডুবে এসেছে, **পা চালিয়ে** নাও (দ্রুতপদে চলা)। আপনার আশ্রয়ে এসেছি, আপনি **পায়ে না রাখলে** কে রাখবে হুজুর (অনুগ্রহ করা)? ওই বড়ো লোকের **পা-চাটা** আমার ধাতে সইবে না (চাটুকারিতা করা)। আপনার **পায়ে তেল** দেওয়ার লোক অনেক পাবেন (অত্যন্ত হীনতার সঙ্গে খোশামোদ করা), জীবন জোয়ারদার সে ধাতের লোকই নয়। ওদিকে আর **পা বাড়াবেন না** হুজুর, বড়ো তরফের লোকজন ওত পেতে রয়েছে (অগ্রসর হওয়া)।

পেট : পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা (ক্ষুধা)। আমরা যাকিছু করি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সবই পেটের জন্য (প্রাণধারণ)। দেখতে এতটুকু হলে কী হবে, ওর **পেটে-পেটে** বুদ্ধি (মনে মনে)। পেটের দায়ে সে এখন পরের কাছে হাত পাততে আরম্ভ করেছে (অনিচ্ছায়)। আমতা-আমতা না করে **পেটের কথাটা** (মনোভাব) খোলসা করে বল। সরকারী চাকরি করে যদি পেট চলত (খাওয়া-পরার সচ্ছলান হওয়া) তাহলে আর ছেলে পড়াতাম না। পেটে এক মুখে আর এমন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয় (ভয়ানক কুটিল প্রকৃতির)। বিরুদ্ধ পক্ষকে হাতে না মেরে **পেটে মারলে** (অন্নসংস্থানের পথ বন্ধ করার ফলে) দু দিনেই চিট হয়ে যাবে।

মাটি : উৎসবের আনন্দ হঠাৎ বৃষ্টি এসে **মাটি** করে দিল (নষ্ট)। পাকিস্তানের বিষয়সম্পত্তি সব **মাটির** দরে ছাড়তে হল (খুব সস্তায়)। যার লাঠি তারই **মাটি** (ভূসম্পত্তি)। দিন নেই রাত নেই, স্কুল স্কুল করে দেহটা **পর্যন্ত মাটি** করলেন

BANGODARSHAN.COM

(নিপাত), কী পেলেন প্রতিদানে? হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ায় পায়ের তলায় **মাটি পাচ্ছিলাম** না (নির্ভর করার মতো উপায়), চাকরিটা হতে একটু **স্বস্তি পেলাম**। রঞ্জন এখন অন্য দলে ভিড়েছে, এ দিকের **মাটি** আর **মাড়ায় না** (আসা)।

মুখ : এ ছেলে বংশের **মুখ রাখবে** বলে মনে হয় (সুনাম)। **মুখে মধু** (কথা-বার্তায়), বুকে বিষ। বড়ো **মুখ** করে তোমার কাছে এসেছি (গৌরব), বঞ্চিত করো না। চাকরবাকরকে অমন **মুখ করতে** (তিরস্কার) নেই। **মুখ তুলে চাও**, মা জগন্ময়ী (প্রসন্ন হওয়া)। ওর যা **মুখ** (জঘন্য কথাবার্তা), ওর বাড়ি আমায় আর যেতে বলবেন না মশায়। এতটুকু মেয়ের **মুখ** (আস্বাদজ্ঞান) বলিহারি দিদি, তরকারিতে কোথায় একটু নুন কম হয়েছে কি না হয়েছে, ঠিক ধরে ফেলেছে। এতদিন অনেক সহ্য করে ছোটোবাবু এবার **মুখ খুলেছেন** (প্রথম প্রতিবাদ করা)।

॥ বিশেষণপদের বিশিষ্ট ব্যবহার ॥

কাঁচা : দেখলেই বোঝা যায় এটা **কাঁচা** হাতের লেখা (অপরিণত)। তোমাদের চে'চামেচিতে ছেলেটার **কাঁচা** (অপূর্ণ) ঘুমটা ভেঙে গেল। অল্প বয়সে **কাঁচা** (নগদ) পয়সার মুখ দেখেই ছেলেটা বিগড়েছে। এমন **কাঁচা** কাজ (ত্রুটিপূর্ণ) তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। গ্রামের **কাঁচা** (মাটির) রাস্তা বর্ষায় তো একহাঁটু হবেই। গেরুয়ার রঙটা **কাঁচা** (অস্থায়ী), তাই একধোপেই উঠে গেল। তদ্রূপ, **কাঁচা** (অনিপুণ) লোক, **কাঁচা** (প্রাথমিক) খাতা, **কাঁচা** (বিশুদ্ধ) সোনা, **কাঁচা** (উপাদান-বস্তু) মাল ইত্যাদি।

পাকা : উত্তরে খানিকটা গেলেই **পাকা** (বাঁধানো) সড়ক পেয়ে যাবেন। তাঁর মতো **পাকা** (পরিণতবুদ্ধি) লোককে যখন পাঠিয়েছেন, তখন **পাকা** (চূড়ান্ত) কথাই নিয়ে আসবেন। কাপড়ের রঙটা **পাকা** (স্থায়ী) বলেই মনে হচ্ছে। গুপের মতো **পাকা** (ওস্তাদ) গুণ্ডা আর একটাও এ তল্লাটে নেই। তাঁর **পাকা** (শুভ্র) চুলের সম্মানটা অন্ততঃ রেখে চলো। বাড়িভাড়ার **পাকা** (চূড়ান্ত) রসিদ এসে গেছে। রবিবার ইভার **পাকা** দেখা (আশীর্বাদ), আপনাকে আসতেই হবে। ভাড়া-করা **পাকা** বাড়িতে (ইষ্টকনির্মিত) বাস করার চেয়ে নিজের কুঁড়েঘরে থাকায় অনেক শান্তি।

মোটা : দাদু কয়লার কারবারে **মোটা** (প্রচুর) টাকা রোজগার করতেন। এত চেষ্টাতেও তার **মোটা** বুদ্ধিতে (স্থূল) যদি একটুও ধার ধরত। আমার এমন **মোটা** (অমার্জিত) গলায় কীর্তনগান চলে না। গরিবের সংসারে **মোটা** ভাত **মোটা** কাপড় (অত্যন্ত সাধারণ স্তরের জীবিকার সংস্থান) জুটলেই যথেষ্ট।

॥ ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট ব্যবহার ॥

উঠা : এত অল্প জিনিসপত্রে মদনবাবুর মন **উঠলে** (সন্তুষ্ট হওয়া) হয়। এত দিনে এ বাড়ির অন্ন আমার **উঠল** (চাকরি যাওয়া)। কথাটা বড়োবাবুরও কানে **উঠেছে** (কর্ণগোচর হওয়া)। গোবরজল খাইয়ে মানুষকে জাতে **ওঠানোর** দিন (সামাজিক মর্যাদা দেওয়া) আর নেই। এখন খরচ **উঠলে** (মূলধনটুকুর প্রত্যাবর্তনে) বাঁচি, লাভ চুলোয় যাক।

করা : হরেকেষ্ট মুখুয্যে হোক, এ বাজারেও তো **করে** (উপার্জন করা) খাচ্ছে। বউমাকে নৌকো **করে** (যোগে) নিয়ে আসবে গৌরী। "আকাশ জুড়ে মেঘ **করেছে** (সমবেত হওয়া) চাঁদের লোভে লোভে।" লোহার কারবারে লোহিয়ারা মোটা টাকা

করেছে (সঞ্চয়)। উমেশপ্রসাদ ওকালতিতে এই অল্পদিনেই চমৎকার নাম **করেছে** (খ্যাতি পাওয়া)।

কাটা : দুঃখের রজনী **কাটতেই** চায় না (শেষ হওয়া)। কবিতার বই বাজারে **কাটে** (বিক্রয় হয়) খুব কম, পোকায় **কাটে** (নষ্ট করা) খুব বেশী। "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর" (দূরীভূত হওয়া)। গরম দুধে একটির লেবু দিয়ে ছানা **কেটে** নেবে (তৈরী করা)। কচি মনে যে দাগ **কেটেছে** (প্রভাব পড়া) তা তো আর মোছবার নয়। ঠান্‌দি ছড়া **কাটেন** (আবৃত্তি করা) বটে! "তোমরা **ফোঁটাকাটা** (অংকন করা) অনুস্বরবাদীর দল।" বড়োদের সঙ্গে অকারণে **কথা-কাটা** (প্রতিবাদ করা) তোমার স্বভাব হয়ে যাচ্ছে। চেষ্টা করেও যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছি না, বারে বারেই তাল **কেটে** যাচ্ছে (সামঞ্জস্যহীন হওয়া)।

তোলা : ছেলেরা চাঁদা **তুলতে** বেরিয়েছে (সংগ্রহ করা)। এখন আর পুরনো **কথা তুলে** (উত্থাপন করা) লাভ কি? রুমালে কী সুন্দর ফুল **তুলেছে** রুমা (অংকন করা)। মাঝি, তুই পাল **তুলে** দে ভরা গাঙে (খাটান)। তাকে গোবরজল খাইয়ে জাতে **তোলা** (সমাজভুক্ত করা) হল। তল্পি **তোল** সাধুজী, এখানে আর সুবিধে হবে না (গুটান)।

ধরা : **ধর** (মনে করা) তাঁর দেখা পেলে না, তখন কী করবে? **ধরা** গলায় (ভগ্ন) গান **ধরা** (আরম্ভ করা) যায় না। একটানা পানদোষের ফলে তাঁকে রোগে **ধরেছে** (আক্রমণ করা)। ডাক্তারবাবু এত করেও রোগ **ধরতে** (নির্ণয় করা) পারলেন না। **ধরণীবাবুকে ধর** (সনির্বন্ধ অনুরোধ করা), বসুধার চাকরিটা হয়ে যাবে। আর কিছু কর আর না কর, ওই পাকা মাথার কথাটা **ধর** (গ্রাহ্য করা), এ যাত্রায় তরে যাবে। জামাটা জামাইয়ের মনেই **ধরেনি** (পছন্দ হওয়া)। মিতা জেদ **ধরেছে** (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া) বিয়ে ও করবে না। এ ট্রেনখানা ব্যানডেলে **ধরে** (থামা) না। বৃষ্টি **ধরে** (বন্ধ হওয়া) এল বলে। তরকারিটা যেন **ধরে** না যায় (পুড়িয়া যাওয়া), দেখিস। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি ছেড়ে তিনি এখন মোটা গেরুয়া **ধরেছেন** (পরিধান করা)। নেতাজীর পথ **ধরতে** (অবলম্বন করা) যথেষ্ট মনোবল চাই। ঠিকমতো ঘুঁটে না দিয়ে হাওয়া করলে কি আঁচ **ধরে** (প্রজ্বলিত হওয়া)?

(খ) বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ বা শব্দসমষ্টি

অকালকুষ্মাণ্ড (অপদার্থ)—না বাপু, তোমার মতো অকালকুষ্মাণ্ডকে দিয়ে এমন অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ হবে না। **অক্কা পাওয়া** বা **পটোল তোলা** (মরিয়া যাওয়া—লঘু অর্থে)—পালের গোদাটা কবে অক্কা পাবে, গেরামের হাড় জুড়ুবে! **অগ্নিপরীক্ষা** (নিদারুণ দুঃসময়ের মধ্য দিয়া কাল কাটান)—ভারতবাসীর এখন অগ্নিপরীক্ষা চলিতেছে, এ-সময় সকলপ্রকার ভেদবুদ্ধির কথা ভুলিয়া সকলকে জাতীয় সংহতির জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। **অন্ধের যষ্টি** বা **অন্ধের নড়ি** (অসহায়ের শেষ সম্বল)—বেড়াল-ছানাগুলিই অপুত্রিকা বৃদ্ধার শেষবয়সে অন্ধের যষ্টি হয়ে রয়েছে। **অকূল পাথার** (সমূহ বিপদ্)—হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ায় অপোগণ্ড ভাইগুলোকে নিয়ে সাধন অকূল পাথারে পড়ল। **অকূলে কূল পাওয়া** (বিপন্মুক্ত হওয়া)—মণিবাবুর প্রভিডেন্ট ফানডের টাকাটা আসতে তবে না ও'র ছেলেমেয়েরা অকূলে কূল পেল। **অপ্রস্তুতে পড়া** (অপ্রতিভ হওয়া)—সকাল সাতটার ট্রেন বারোটায় পৌঁছল দেখে, রামবাবুর বাড়িতে গেলে ও'রা অপ্রস্তুতে পড়বেন ভেবে সোজা হোটেলের দিকেই পা বাড়ালাম। **অরণ্যে রোদন** (নিষ্ফল আবেদন)—পররাজ্য-লোলুপের কাছে পঞ্চশীলের মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়। **অমাবস্যার চাঁদ** বা **ভুমুরের ফুল** (দুর্লভদর্শন) —নাটকের মহলা দিতে সবাই আসছে, বাবলুরই কেবল পাত্তা নেই; ও কি অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠল? **অগস্ত্যযাত্রা** (শেষ যাত্রা)—কেনারাম কোন্ সকালে কেরোসিন তেলে লাইন দিয়েছে, এখনও এল না—ও কি অগস্ত্যযাত্রা করল? **অহিনকুল সম্বন্ধ** বা **আদায়-কাঁচকলায়** বা **সাপে-নেউলে** (ঘোর শত্রুতা)—বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে দু'ভায়ের এখন অহিনকুল সম্বন্ধ, মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নেই। **অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া** (সঠিক পথ না জানায় আন্দাজে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা)—প্রতিটি প্রশ্নের প্রয়োগপদ্ধতি না জেনে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে কেবল নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হয়। **অন্নচিন্তা চমৎকারা** (পেটের চিন্তাতেই অস্থির)—অন্নচিন্তা যাদের চমৎকারা তাদের কাছে শিক্ষাসংস্কৃতির ছিটেফোঁটাও আশা করা যায় কি? **অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী** (অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির বাহ্য চালচলনে অহংকারের মাত্রাধিক প্রকাশ)—রবীন্দ্রনাট্য-সম্বন্ধে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে ভেবেচিন্তে দিতে হবে, অল্পবিদ্যা ভয়ংকরীদের দলে আমি নই। **আকাশ থেকে পড়া** (অত্যধিক বিস্মিত হওয়া)—আসন্ন দুর্যোগ উপেক্ষা করে বাড়ি ফিরবই শুনে পিসিমা তো আকাশ থেকে পড়লেন। **আলোর নীচেই অন্ধকার** (আদর্শের পাশেই আদর্শহীনতার অবস্থান)—প্রধানশিক্ষকের ছেলেটিই তো সেদিন পরীক্ষা পণ্ড করার নেতৃত্ব দিল, একেই তো বলে আলোর নীচেই অন্ধকার। **আঁস্তাকুড়ের পাতা** (হেয় ব্যক্তি) —আমরা হলুম গিয়ে আঁস্তাকুড়ের পাতা, আপনাদের ভোট দিয়ে আমরা কখনও স্বর্গে যেতে পারি? **আহ্লাদে আটখানা** (অত্যধিক পুলকিত)—মামার দেওয়া টিনের উড়োজাহাজটা পেয়ে পাপিয়া একেবারে আহ্লাদে আটখানা। **আকাশকুসুম** বা **শূন্যে সৌধনির্মাণ** (অবাস্তব সুখকল্পনা)—স্কুলমাস্টারি করে খাস শহরের বুকে একখানা বাড়ি তৈরি করার চিন্তা আকাশকুসুম বইকি। **আক্কেল-গুড়ুম** (হতবুদ্ধিতা)—বত্রিশ টাকা ইলেকট্রিক বিলের জায়গায় পাঁচহাজার টাকার বিল আসতে দেখে আমার তো আক্কেলগুড়ুম। **আক্কেল-সেলামি** (অনভিজ্ঞতার দণ্ড)—ভাগে কারবার করতে গিয়ে আপনাকে কয়েক হাজার টাকা আক্কেল-সেলামি দিতে হয়েছে তাহলে। **আদাজল খেয়ে লাগা** বা **কোমর বেঁধে লাগা** বা **উঠে-পড়ে লাগা** (অত্যধিক উদ্যম-সহকারে কাজ করা) —গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে আমাদের হাবুল এবার আদাজল খেয়ে লেগেছে। **আমড়াকাঠের ঢেঁকি** (অপদার্থ)—আগে তো বেশ কাজকর্ম করছিলে, দিনের দিন এমন আমড়াকাঠের ঢেঁকি হয়ে উঠছ কেন? **আকাশে তোলা** (অত্যধিক প্রশংসা করা)—প্রথম সাফল্যের ফলে সফলকাম ব্যক্তিকে একেবারে আকাশে তোলা উচিত নয়, মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। **আড়িপাতা** (অন্তরালে থাকিয়া কোনোকিছু শুনিবার চেষ্টা)—একটু আস্তে বল, নতুন চাকরটার আড়িপাতা অভ্যাস আছে। **আমতা-আমতা করা** (স্পষ্ট করিয়া না বলা)—উকিলের জেরার মুখে সাজানো সাক্ষী শেষে আমতা-আমতা করিতে লাগিল। **আকাশপাতাল প্রভেদ** বা **আসমান-জমিন ফারাক** (বিরাট্ পার্থক্য)—স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতায় আকাশপাতাল প্রভেদ। **আসর জাঁকানো** (ভাবভঙ্গী ও কথাবার্তায় সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে নিজেকে বিশিষ্টরূপে

BANGODARSHAN.COM

জাহির করা)—আশিস্‌বাবু আসাম-ভ্রমণের আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে একেবারে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। **আষাঢ়ে গল্প** (দীর্ঘ বিরক্তিকর কাহিনী)—ওসব আষাঢ়ে গল্প রেখে কাজের কাজ কিছু কর যাতে দুটো পয়সা পকেটে আসে। **ইঁচড়ে পাকা** (অকাল-পক্ক)—আচ্ছা ইঁচড়ে পাকা ছেলে তো। বড়োদের সামনে এইভাবে রসিকতা করে? **উঁকি দেওয়া** (অলক্ষ্যে দেখার চেষ্টা)—কাঞ্চনকৌলীন্যপূর্ণ সমাজে বাস করে লটারির টাকায় ভাগ্য ফেরাবার ইচ্ছেটা মাঝে মাঝে মনে উঁকি দেয় বইকি। **উত্তম-মধ্যম** (প্রচণ্ড প্রহার)—পকেটমারকে পুলিসে দেওয়ার চেয়ে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দাও। **উচ্ছের ঝাড়** (কুখ্যাত বংশ)—ওর বাবা ছিল ডাকাতের সর্দার, ভাইগুলোর কেউ পকেটমার, কেউ দাঙ্গাবাজ, আর ও হয়েছে ছিঁচকে চোর—আশ্চর্য হবার কিছু নেই, উচ্ছের ঝাড় তো। **উলুবনে মুক্তো ছড়ানো** (অপাত্রে দান)—কাঁচকাঁচাদের কাছে রবীন্দ্র-জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করা আর উলুবনে মুক্তো ছড়ানো একই। **উভয়সংকট** বা **জলে কুমির ডাঙায় বাঘ** (দু দিকেই মহাবিপদ্‌)—মামা বলেন কারবার দেখতে, বাবা মোটা টাকার চাকরি ছাড়তে বারণ করেন—কোন্‌ দিক্‌ রাখি! আমার হয়েছে উভয়সংকট। **একচোখো** (পক্ষপাতদুষ্ট)—শিক্ষকের পক্ষে একচোখো নীতি অবলম্বন কখনই উচিত নয়, তাঁকে সমদর্শী হতে হবে। **একহাত নেওয়া** (প্রতিশোধ গ্রহণ)—এতদিন চুপচাপ থেকে বাঞ্ছারাম খুড়োর ওপর বেশ একহাত নিয়েছে। **ওজন বুঝে চলা** (ক্ষমতামতো কাজ করা)—নিজের ওজন বুঝে চলবে ; তাহলে আর বিপদে পড়তে হবে না। **এসপার-ওসপার** ভালোমন্দ একটাকিছু চরম নিষ্পত্তি)—কাঁহাতক আর সহ্য করা যায় ; তাই সবাই চাইছেন একটাকিছু এসপার-ওসপার হয়েই যাক।

কপাল ঠুকে কাজে নামা (ফলাফল ভাগ্যের হাতে সমর্পণপূর্বক কাজে হাত দেওয়া) —চাকরির আশায় বসে না থেকে কপাল ঠুকে লজেন্স ফিরির কাজে নেমে পড়েছি—দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়। **কইমাছের প্রাণ** (অত্যধিক কষ্টসহিষ্ণু)—সীতা-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে আমরা, সমাজের সর্বপ্রকার নির্যাতন সয়ে যাওয়াই তো আমাদের ধর্ম, আমাদের তো পুঁটিমাছের প্রাণ নয়, কইমাছের প্রাণ। **কলের পুতুল** (ব্যক্তিত্বহীন)—আমি কি কলের পুতুল যে ইচ্ছামতো আমাকে ওঠাবে বসাবে? **কপাল ফেরা** (সুদিন আসা)—সাহেবের নজরে একবার পড়তে পার, কপাল ফিরতে দেরি হবে না। **কত ধানে কত চাল** (বাস্তব অভিজ্ঞতা)—বাপের পয়সা এতদিন দুহাতে উড়িয়ে এসেছ, এবার নিজের ঘাড়ে সংসারের বোঝা বয়ে দেখ কত ধানে কত চাল। **কলুর বলদ** (পরাধীন চাকুরে)—ওপর-ওয়ালার হুকুম তামিল করেই চলেছি, অথচ দুবেলা দুমুঠোও জোটে না—কলুর বলদ ছাড়া আমরা আর কী বলুন? **কড়ায়-গণ্ডায়** (পুরোপুরি)—পাওনাটা আপনার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিন মোড়লমশায়। **কাজও নেই কামাইও নেই** (কর্মহীন অথচ সর্বদাই অকাজে ব্যস্ত)—কমলাক্ষবাবুকে ঠিক সময়ে কখনই পাবেন না, তাঁর কাজও নেই কামাইও নেই। **কালঘাম ছুটিয়ে দেওয়া** (প্রাণান্তকর পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি)—ধন্যি মশায়, এমন ছেলেকে মানুষ করার ভার দিয়েছেন যে আমাদের সকলের কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছেন। **কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা** (অসময়ে নষ্ট হওয়া)—বাপমা-মরা ভাগনেটাকে কাছে রেখে মানুষ করার চেষ্টা করছ ভালো কথা কিন্তু পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে যেন মিশতে দিও না, কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরে যাবে। **কাঁঠালের আমসত্ত্ব** (অসম্ভব বস্তু)—জাপান সয়াবীনের তৈরী নিরামিষ মাংস প্রস্তুত করছে, এ কি আমের অভাবে কাঁঠালের আমসত্ত্ব নয়?

BANGODARSHAN.COM

কানপাতলা (অত্যধিক বিশ্বাসপরায়ণ)—আপনার মতো শিক্ষিত লোকের পক্ষে এমন কানপাতলা হওয়া তো আদৌ সাজে না। **কান ভারী করা** (গোপন নিন্দার দ্বারা কাহারও বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগানো)—আমার বিরুদ্ধে আমার সহকর্মীদের কান ভারী করে আপনার লাভটা কী হবে শুনি? **কালনেমির লঙ্কাভাগ** (কোনো দুর্লভ বস্তু হস্তগত হওয়ার পূর্বেই সেটিকে উপভোগ করার কল্পনায় মশগুল হওয়া)—সরকারী অনুদানের টাকাটা পুরো আগে হাতে আসুক, আগেভাগেই কালনেমির লঙ্কাভাগ করে লাভ কী? **কূপমণ্ডূক** (সংকীর্ণমনা)—এত লেখাপড়া শিখেও পণপ্রথা ছুঁতমার্গ প্রভৃতি অমানবিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যদি নাই পারলাম, তাহলে কূপমণ্ডূকতা আমাদের ঘুচল কোথায়? **কেউকেটা** (অতি তুচ্ছ ব্যক্তি)—চালচলনে অতি-সাধারণ দেখে রমেশবাবুকে কেউকেটা মনে করো না, তিন বিষয়ের এম-এ উনি। **কেঁচে গণ্ডুষ** (নতুন-ভাবে শুরু)—আপিসে কলম পিষে-পিষে সবই ভুলে গেছি, এখন দায়ে পড়ে ছাত্র পড়াতে গিয়ে দেখছি কেঁচে গণ্ডুষ না করলে আর উপায় নেই। **কেঁচো খুঁড়তে সাপ** (সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধানে গুরুতর রহস্যভেদ)—ফন্দীবাজ নন্দীমশায় বুঝলেন ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়াই ভালো, শেষে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে। **কেষ্টবিষ্টু** (গণ্যমান্য—ব্যঙ্গে)—আমি কী এমন কেষ্টবিষ্টু যে আমার জন্য সকলকে এত শশব্যস্ত হতে হবে! **খয়ের খাঁ** (তোষামোদকারী)—ইংরেজ সরকার ভারতে একদল খয়ের খাঁ তৈরি করার মতলবেই 'রায়বাহাদুর' 'রায়সাহেব' ইত্যাদি চাকচিক্যময় উপাধির সৃষ্টি করেছিল। **গজকচ্ছপের লড়াই** (দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘর্ষ)—সামনের ভোটে এবার গজকচ্ছপের লড়াইটা জমবে ভালো, রামবাবু রহিমসাহেব কেউ তো আর কমতি যান না। **গড্ডলিকা-প্রবাহ** (পালের ভেড়ার মতো অন্ধভাবে অগ্রগামীর অনুগমন)—গড্ডলিকা-প্রবাহে গা না ভাসিয়ে স্বাধীন চিন্তাশক্তির একটু পরিচয় রেখে যাও। **গভীর জলের মাছ** (অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ ও চাপা)—দীপ্তিদি একেবারে গভীর জলের মাছ, হাজার চেষ্টা করেও পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো কথা ওঁর কাছ থেকে জানা যাবে না। **গলে যাওয়া** (আত্মহারা হওয়া)—দু ফোঁটা চোখের জলে গলে যাবে গণশা গোসাঁই? **গাছ-পাথর** (হিসাব)—রহমৎ সাহেবের বয়সের কি আর গাছপাথর আছে, কিন্তু এখনও কেমন ডাঁটো রয়েছেন দেখেছ? **গুড়ে বালি** (নিষ্ফল আশা)—মামার বিষয়সম্পত্তি দুহাতে ওড়াবে ভেবেছ, সে গুড়ে বালি, মাখনবাবু তলে-তলে সমস্তকিছু রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দিয়েছেন। **গোকুলের ষাঁড়** (নিষ্কর্মা ভবঘুরে)—রাজু পাঁড়ের নাতিটা আস্ত গোকুলের ষাঁড় বনে যাচ্ছে, খায় দায় আর দিনরাত পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। **গোবর-গণেশ** (অকর্মণ্য)—এমন গোবর-গণেশ আর একটাও দেখিনি বাপু, ঘটে বুদ্ধি-টুদ্ধি যদি একটুও থাকে! **গোঁফখেজুরে** (আশ্চর্যরকমের কুঁড়ে)—আচ্ছা গোঁফখেজুরে লোক তো তুমি, হাত বাড়ালেই তো খাতাটা পেয়ে যাও, তাও নিতে পারছ না? **গোবরে পদ্মফুল** বা **ছাইগাদায় পদ্মফুল** বা **দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ** (অসাধু বংশে সজ্জনের আবির্ভাব)—অমন ডাকাতের বংশে এমন হরিভক্ত জন্মেছে! এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে দেখছি। **গৌরচন্দ্রিকা** (ভূমিকা)—তোমার ওই গৌরচন্দ্রিকা রেখে গলা ঝেড়ে আসল বক্তব্যটা বলে ফেল দেখি। **ঘষে-মেজে** (অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া)—ছেলেটাকে ঘষে-মেজে তৈরি তো করলাম, এখন ভগবানের হাত। **ঘাই মারা** (টুঁকিটাকিতে বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া)—নরেনবাবু গভীর জলের মাছ, কিন্তু তাল বুঝে মাঝে মাঝে

বেশ ঘাই মারেন। **ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া** (মানে মানে বিপদ্‌ কাটা)—আজ একে বইখানা দেখে আসিনি, তার উপর বিশ্বুবাবুর বদলে হেড স্যার এলেন, সারা ঘণ্টা বুক দুরুদুরু করেছে, ঘণ্টা পড়তে তবে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। **ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে** (স্বজাতির দুর্দশায় আনন্দ উপভোগ করে এমন আহাম্মক)—পলটুকে তিরস্কার পেতে দেখে ক্লাসের অনেকেই মুচকি হাসি হাসছিল, তারা জানত না যে তাদেরও অনুরূপ অবস্থা হবে—একেই বলে ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। **ঘুণাক্ষরে টের পাওয়া** (বিন্দুবিসর্গ জানা)—আচারের জারটা আস্তে আস্তে নামাবি, যা যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পান। **ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া** (পরিশ্রমসাধ্য কাজে সহায়ক-লাভে অলস হওয়া)—এইটুকু রাস্তা এতদিন তো হেঁটেই আসছিলেন, বাস চালু হতেই ঘোড়া দেখে খোঁড়া হয়েছেন ?

চক্ষুশূল (অপ্রিয় ব্যক্তি—যাহাকে দেখামাত্র সর্বাঙ্গ জ্বলে)—রাজেনবাবুর প্রথম পক্ষের ছেলেটি হয়েছে নতুন বউয়ের চক্ষুশূল, মায়ের মতো ভালোবাসা দূরের কথা দিনরাত পিছনে লেগেই রয়েছেন। **চাঁদের হাট** (বহু গুণিজনের একত্র সমাবেশ)—ডক্টর ব্যানার্জীর কনিষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে শহরের বহু চিকিৎসক অধ্যাপক সংগীত-শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল—একেই বলে চাঁদের হাট। **চিনির বলদ** (পরের সুখবৃদ্ধির জন্য খাটা অথচ নিজে বিন্দুমাত্র ভোগের সুযোগ না পাওয়া)—ভারতীয় শ্রমজীবীর দল চিনির বলদের মতো বিশ্বসভ্যতার ভার বহন করেই চলেছে। **চোখে সরষেফুল দেখা** (সমূহ বিপদে দিশেহারা হওয়া)—পরীক্ষা এসে গেছে অথচ কোনো বই-ই ভালোভাবে দেখা হয়নি, চোখে তাই সরষেফুল দেখছি। **চোখের মাথা খাওয়া** (অসাবধানতাবশতঃ দেখায় অক্ষম)—পেনসিলটা তো টেবিলেই রয়েছে অথচ পেনসিল পেনসিল করে চেঁচাচ্ছ, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি ? **চোখা-চোখা কথা** (মর্মদাহী)—ছোট্ট ছেলের মুখে এমন চোখা-চোখা কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। **ছাইচাপা আগুন** (প্রচ্ছন্ন প্রতিভা)—বস্তিতে বাস করে বলে আদৌ এরা ঘৃণ্য নয়, খুঁজলে এদের মধ্যেও ছাইচাপা আগুনের সন্ধান পাবেন। **ছাতি ফোলানো** (সাহসের সঙ্গে গর্ব প্রকাশ করা)—যখন-তখন ছাতি ফোলানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তেমন-তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে ফোলানো ছাতি চুপসে যাবে। **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা** (যৎসামান্য লাভের জন্য ভয়ানক দুর্নামের ভাগী হওয়া)—ও বিশ-পঁচিশের কাণ্ড নয় মশায়, করকরে পাঁচশ চাই ; ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে শর্মা নারাজ। **ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি** (বিপৎকালে অল্প ক্ষতি স্বীকারেও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা)—বেশ বড়ো মুখ নিয়েই বরেনবাবু ছাত্রাবাস চালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর তো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছের অবস্থা। **জিলিপির পেঁচ** (কুটিল বুদ্ধি)—মধুমাখানো কথা শুনে ভুলবেন না বেল, ওর পেটে-পেটে জিলিপির পেঁচ। **জল উঁচুর দল** (ক্ষমতাবানের মনযোগানোই যাহাদের কাজ)—রাম কহ, শর্মা ও দলে কদাপি নাম লেখাবে না, ওঁরা হলেন জল-উঁচুর দল, ওখানে মাধ্যাকর্ষণ যে উলটো ধারায় বয়। **ঝালে-ঝোলে-অম্বলে** (সমস্ত ব্যাপারে)—খেলার মাঠে, চড়ুইভাতিতে, বন্যার্তত্রাণে, নিমন্ত্রণ-বাড়ির পরিবেশনে—ঝালে-ঝোলে-অম্বলে আমাদের দেখতে পাবেন, কোথায় নেই আমরা ? **ঝোপ বুঝে কোপ মারা** (সুযোগমতো কাজ হাসিল করা)—ন' কর্তা যখন খুশমেজাজে থাকবেন, সেই সময় ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। **ঝড়ঝাপটা** (বাধাবিঘ্ন)—জীবনে চলার পথ তো গোলাপছড়ানো নয়

BANGODARSHAN.COM

অনেক ঝড়ঝাপটার সম্মুখীন হতে হবে মা, এখন থেকে ভগবান্‌ তাই আমাকে তৈরী করে নিচ্ছেন।

টনক নড়া (চৈতন্য হওয়া)—এতদিন পরে সরকারের টনক নড়েছে যে, দেশে দ্রব্য-মূল্য আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। **টাকার কুমির** (বিপুল সম্পত্তির অধিকারী)—সাদামাটা চালচলন দেখে কে বুঝবে যে নেত্যবাবু একটি টাকার কুমির ? **টিমটিম করা** (অত্যন্ত ক্ষীণভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করা)—আমাদের গাঁয়ে হাই স্কুল দূরের কথা, একটিমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, তাও টিমটিম করছে। **টেক্কা দেওয়া** (প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়া)—উপর্যুপরি কয়েক বৎসর হানড্রেড পারসেনট পাস করিয়ে আমাদের স্কুল শহরের অনেক নামকরা স্কুলকে টেক্কা দিয়েছে। **ঠুঁটো জগন্নাথ** (আপাতদৃষ্টিতে শক্তিমান্‌ কিন্তু কার্যতঃ অকর্মণ্য)—যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে জেল্লা অনেক, কিন্তু পদাভিষিক্ত ব্যক্তিটি কার্যতঃ ঠুঁটো জগন্নাথ। **ঠোঁটকাটা** (অপ্রিয় অথচ স্পষ্টবক্তা)—অমিয়র মতো ঠোঁটকাটা লোককে সঙ্গে নাও, দরকার হলে যে দুকথা বড়ো সাহেবের মুখের ওপরই বলতে পারবে। **ডানহাত** (প্রধান সহায়)—মেনাহাতী নিহত হওয়ায় সীতারাম রায়ের ডানহাতটাই গুঁড়ো হয়ে গেল। **ডানহাতের ব্যাপার** (আহার)—শহর-পরিক্রমা পরে হবে, ডানহাতের ব্যাপারটা আগে সেরে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। **ডিগবাজি খাওয়া** (উলটা ফল ফলা)—দেওয়ালী উপলক্ষে বাজিবারুদ নিয়ে খুব মেতে থাকায় প্রতিবছরই বেশকিছু ছেলে ব্যৎসরিক পরীক্ষায় ডিগবাজি খায়। **ডুবমারা** (আত্মগোপন করা)—বকুনি খেয়ে বঙ্কুবিহারী সেই যে ডুব মেরেছে আজও তার টিকির পাত্তা নেই। **ঢিমে-তেতালায়** (অত্যন্ত মন্থরগতিতে)—এমন ঢিমে-তেতালায় চললে লাস্ট ট্রেনও ধরতে পারবে না, সাতটায় তো কোন্‌ ছার। **ঢোক গেলা** (সরল ভঙ্গীতে কোনোকিছু প্রকাশে অক্ষম হওয়ায় গলাধঃকরণের ভঙ্গীদ্বারা ইতস্তত করা)—ঢোক গেলা বন্ধ করে সরাসরি বল ঠিক টাইমে রোজ স্কুলে আসতে পারবে কি না।

তাল সামলানো (বিপদ্‌ ঠেকানো)—বড়ো মেয়ের বিয়েতে হাজার-তিনেক টাকা দেনা হয়েছে, সেই তাল আগে সামলাই, তারপর ছোটোটির চিন্তা। **তাসের ঘর** (ক্ষণভঙ্গুর)—একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে পীযূষবাবুর জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। **তিলকে তাল করা** (অতিরঞ্জিত করা)—তুমি আর তিলকে তাল করো না বাপু, সামান্য একটু দুধ কোথা পড়েছে কি না পড়েছে, তাই নিয়ে সারা বাড়ি মাথায় করছ। **তিলাঞ্জলি দেওয়া** (সম্পূর্ণ সম্বন্ধত্যাগ)—রজনীবাবুর মতো জাঁদরেল রাজনীতিবিদ্‌ হঠাৎ কেন যে রাজনীতিতে তিলাঞ্জলি দিয়ে মৌনী হলেন, জানি না। **তীর্থের কাক** (পরানুগ্রহপ্রত্যাশী লোভাতুর ব্যক্তি)—বেলা চারটে বেজে গেল, তীর্থের কাকের মতো এখনও ঠাকুরের প্রসাদী লুচির আশায় বসে আছ ? **তুলসীবনের বাঘ** (ছদ্মবেশী শয়তান)—গায়ে নামাবলী আর কপালে চন্দনফোঁটা দেখে ভুলবেন না ওটি তুলসীবনের বাঘ, মানুষ গেলার জন্য ওত পেতেই রয়েছে। **তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠা** (হঠাৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া)—পার্কার পেনটা খুইয়েছি শুনলে বাবা একদুনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। **তেলেনা ভাজা** (বক্তব্যের মুখবন্ধরূপে নানান বাজে কথা বলা)—তোমার তেলেনা ভাজা রাখ, গলা ঝেড়ে আসল কথাটা বলে ফেল দেখি। **থই পাওয়া** (অথই বিপদে একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়া)—বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় শশিভূষণ খুব বেকায়দায় পড়েছিল, কিন্তু কয়েকটা টিউশন পেয়ে এখন একটু থই পাচ্ছে। **থতমত খাওয়া**

(হতবুদ্ধি হওয়া)—সেদিন বাংলার ঘণ্টায় হঠাৎ প্রধানশিক্ষকমশায়কে ক্লাসে আসতে দেখে ছেলেরা তো রীতিমতো থতমত খেয়ে গেল। **দাঁও মারা** (সহজে মোটা লাভ করা) —শহরতলির কয়েকবিঘে জমি দুশো টাকায় কিনে কেনারাম এখন দশহাজার টাকায় কাঠা বিক্রয় করে বেশ দাঁও মারছে। **দাঁড় করানো** (অনেক চেষ্টায় সফলকাম হওয়া)—মাজাঘষা করে যাঁরা একটা-আধটা ছবি দাঁড় করান, তাঁদের আদৌ শিল্পী বলা যায় কি ? **দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই** (প্রাণপণ সংগ্রাম)—দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যেখানে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই চালাচ্ছে শুধু বাঁচার তাগিদে, সেখানে শিক্ষাসংস্কৃতির কথা না তোলাই ভালো। **দাঁত ফোটানো** (আয়ত্ত করা)—এবার মাধ্যমিকে ইংরেজীর যা প্রশ্ন হয়েছিল, অনেক পরীক্ষার্থীই তাতে দাঁত ফোটাতে পারেনি। **দিনে ডাকাতি** (প্রকাশ্যে প্রতারণা করা)—বলেন কি দাদা, কুড়ি টাকার টেস্ট পেপার চল্লিশ টাকা বলছেন, এ যে দিনে ডাকাতি আরম্ভ করলেন ! **দেহ রাখা** (পরলোকগমন করা)—বিষয়সম্পত্তি উইল করে ঠাকুরদা নিশ্চিন্তচিত্তে কাশীধামেই দেহ রাখলেন। **দিল্লিকা লাড্ডু** (যে জিনিস পাইলে মানুষ অনুতপ্ত হয়, অথচ না পাইলেও হতাশ হয়)—আমাদের দেশে সরকারী চাকুরি হচ্ছে দিল্লিকা লাড্ডু, যতদিন কেউ না পায়, ততদিন তার জলুস থাকে, যেই পায় অমনি অনুতাপ জাগে। **দুধের মাছি** (সুখাভিলাষী বন্ধু কিন্তু বিপদ্‌-সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার) —লটারির টাকার টানে তোমার আশেপাশে অনেক দুধের মাছি জুটছে, কিন্তু বিপদের দিনে ওরাই বেমালুম হাওয়া হয়ে যাবে। **ধনুকভাঙা পণ** (কঠিন প্রতিজ্ঞা)—পরীক্ষায় পাস না করা পর্যন্ত পরেশ নাকি ফুটবল আর ছোঁবে না—তার ধনুকভাঙা পণ। **ধরাকে শরাজ্ঞান** (অত্যধিক দেমাকে জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করা)—ভারি তো লটারিতে হাজার-কয়েক টাকা পেয়েছেন, তাতেই ধরাকে শরাজ্ঞান করছেন ! **ধামাধরা** (ক্ষমতাবানের চাটুকারিতা করা)—শৈলেনবাবু করিতকর্মা লোক, জেনারেল ম্যানেজারের ধামা ধরে এখন তো আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন। **নখদর্পণে** (কণ্ঠস্থ)—খেলার মাঠের জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবরকম খবরই ক্ষুদিরামের নখদর্পণে। **ননীর পুতুল** (বিলাসী ও শ্রমবিমুখ)—তোমার মতো ননীর পুতুল যাবে সাইকেলে করে দিল্লি ? মাঝপথেই না গলে যাও। **নয়-ছয়** (বিশৃঙ্খল তছনছ)—বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মহাজনের টাকা এমন নয়-ছয় করলে বাপের আমলের রবরবা কারবার দুদিনেই লাটে উঠবে যে। **নুন আনতে পান্তা ফুরোয়** (খুবই টানাটানির সংসার)—রাত্রে খড়কুটোর আগুন আর দিনমানে সূর্যের প্রসন্ন করস্পর্শই যাদের একমাত্র শীতবস্ত্র, তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোবে এমন আর বড়ো কথা কি। **নাকানি-চোবানি খাওয়া** (নাকাল হওয়া)—তোমার চটকদার কথায় একবার মামলা করতে গিয়ে নাকানি-চোবানি খেয়েছি, আর নয়। **নাম রাখা** (খ্যাতি বজায় রাখা)—দেখে নেবেন, স্যার, বরুণ এবার স্কুলের নাম রাখবেই। **নারদের নিমন্ত্রণ** (সাধ্যের অতীত লোকজনকে নিমন্ত্রণ)—ভটচাযিমশায় বললেন দুশো লোক খাবে, খেয়েছে পঁচিশো, এখনও শ-খানেক বাকী, এ যে নারদের নিমন্ত্রণ দেখছি !

পগার পার (আয়ত্তের বাহিরে যাওয়া)—খুন হল দুপুরে, পুলিস এল সন্ধ্যাবেলায়, খুনী তো এতক্ষণে পগার পার। **পরকাল ঝরঝরে** (ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট)—এখন থেকে মন দিয়ে কাজকর্ম কর, নইলে পরকাল ঝরঝরে। **পরের মুখে ঝাল খাওয়া** (পরের কথায় উত্তেজিত অবস্থায় মন্তব্য করা)—কারো সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার

আগে পরের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজেই একটু তলিয়ে দেখা দরকার। **পাকা ধানে মই দেওয়া** (সাফল্যের মুখে কাহারও সর্বনাশসাধন করা)—আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি যে, এমন করে আমার পিছনে লাগছ ? **পিলে চমকানো** (আকস্মিকভাবে ভয় পাওয়া)—হেডমাস্টারমশায় ইংরেজীর ক্লাসে আসতেই ছেলেদের পিলে চমকে গেল **পেটভাতা** (শ্রম-বিনিময়ে পেটভরা ভাত মাত্র)—পেটভাতায় এমন অনুগত চাকর পাওয়া সৌভাগ্যই বলতে হবে। **পোঁ-ধরা** (ক্ষমতাবানের কথায় সায় দেওয়া)—বড়ো লোকের পোঁ-ধরা যার স্বভাব তার কাছ থেকে নিরপেক্ষ মতামত আশা না করাই ভালো। **পোয়া-বারো** (সুবর্ণসুযোগ)—তোমার তো এখন পোয়া-বারো তেরো—এদিকে মোটা মাইনের সরকারী চাকরি, ওদিকে মামার বিপুল বিষয়-সম্পত্তি। **পৌষমাস** (সুসময়)—খেলোয়াড়দের দলবদলের ফলে এই চৈত্রেই কোনো ক্লাবের পৌষমাস, কারো-বা সর্বনাশ। **ফাঁকা আওয়াজ** (বৃথা আস্ফালন)—যতই গলাবাজি করুন গজেনবাবু, আপনাদের ওই ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাবার লোক ভবেন মজুমদার নয়। **ফাঁদ পাতা** (পরের সর্বনাশ করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা)—প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য তো কম ফাঁদ পাতলেন না, কিন্তু পারলেন কি প্রভাতবাবুর গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে ? **ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া** (সামান্য আঘাত-সহনেও অপারক)—ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় যারা তারা নাকি সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে আমরণ অনশন করতে চলেছে ? **বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো** (আপাতকঠিন শাসনব্যবস্থার বাস্তব ব্যর্থতা) —ছোটোদের শাসনের ব্যাপারটুকু যাতে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো না হয়, বড়োদেরই সেদিকে হুঁশিয়ার হওয়া চাই। **বকধার্মিক** (ভণ্ড)—গায়ে নামাবলী দেখে, মুখে হরিবোল শুনে ভুলে যেয়ো না উনি একটি বকধার্মিক। **বালির বাঁধ** (দুর্বল প্রতিরোধ)—সত্যের সম্মুখে মিথ্যার বালির বাঁধ কতক্ষণ টিকবে ? **বাস্তুঘুঘু** (অত্যধিক চতুর)—অনেক বাস্তুঘুঘু উদ্বাস্তু সেজে একাধিক নামে সাহায্য লুটে নিচ্ছে। **বিদুরের ক্ষুদ** (দরিদ্রের শ্রদ্ধাদত্ত সামান্যতম দ্রব্য)—গরিবের ভাঙাকুঁড়েয় পায়ের ধুলো দিয়েছেন যখন তখন এই বিদুরের ক্ষুদেই সন্তুষ্ট হতে হবে। **বুক দিয়ে পড়া** (প্রাণপণ করা) —পাড়ার যেকোনো বিপদে এমন বুক দিয়ে পড়তে অজয়ের মতো আর কেউ নেই। **বেঙের আধুলি** (দরিদ্রের যৎসামান্য সঞ্চয়)—গরিবের সবই তো নিয়েছেন, হুজুর, বেঙের আধুলি এই বাস্তুভিটেটার দিকে আর নজর দেবেন না। **ভরাডুবি** (সাফল্যের মুখে মহাসর্বনাশ)—পরীক্ষার সময় পড়ার চাপে অনেক ছেলেই স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে না, কিন্তু হঠাৎ অসুখবিসুখ করলে যে ভরাডুবি হবে একথাটা তো মনে রাখতে হবে। **বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়** (মোদ কর্তার চেয়ে অধস্তন কর্মচারীর কর্তৃত্ব আরও অসহনীয়)—উপেনকে জমিদার যত না তিরস্কার করলেন, তাঁর মোসাহেবের দল ততোধিক করলেন, একেই বলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। **বিনা মেঘে বজ্রাঘাত** (কোনো প্রকার পূর্বাভাস ছাড়াই মহাসর্বনাশ ঘটা)—২৩শে জুন (১৯৮৫) আয়ারল্যানডের অদূরে অতলান্তিক-বুকে ভারতীয় জাম্বো জেট কনিষ্ক অতর্কিতে বিধ্বস্ত হওয়ায় বেশ-কিছু ভারতীয় পরিবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। **ভগবানের মার দুনিয়ার বার** (দৈবঘটিত আঘাত পার্থিব প্রতিবিধানের অতীত)—অধর্ম করার চিন্তাও কদাপি মনে আনবে না, তিনি কখন কোন্‌দিক্‌ দিয়ে আঘাত দেবেন কেউ জানে না—ভগবানের মার দুনিয়ার বার। **ভস্মে ঘি ঢালা** (অপব্যয় করা)—যেকোনো অমিতব্যয়ীকে অর্থ দিয়ে

BANGODARSHAN.COM

সাহায্য করা আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা। **ভাগের মা** (যৌথ ব্যাপার)—পাঁচ শরিকের বাড়ি, ইচ্ছা হলেই সংস্কার করা যায় না—ভাগের মা কি সহজে গঙ্গা পায়? **ভাঙে তবু মচকায় না** (প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু ইজ্জত দিতে নয়)—কারখানা খোলার আগে সপরিবার অনশনে মরব তবু আত্মীয়ের দ্বারস্থ হব না—ভাঙতে হয় একেবারে ভাঙব, মচকাব কেন? **ভূতের বেগার** (পণ্ডশ্রম)—একটা কানাকড়ি যে কাজে আসবে না, তেমন কাজের পিছনে এমন ভূতের বেগার খেটে লাভ কি? **মগের মুলুক** (অরাজক)—পথেঘাটে রাহাজানি, প্রতিটা ট্রেনে ডাকাতি—দেশটা একেবারে মগের মুলুক হল না কি? **মণিকাঞ্চনযোগ** (চমৎকার মিলন)—আজ নেহরুর দ্বিজশক্তির সঙ্গে নেতাজীর ক্ষাত্রতেজের যদি মণিকাঞ্চনযোগ হত, তবে দেশটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যেত। **মাটির মানুষ** (অত্যন্ত নিরীহ)—সুধাংশুবাবু একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন, সাত চড়েও মুখে রা-টি থাকত না। **মাথার ঘাম পায়ে ফেলা** (কঠোর পরিশ্রম করা)—টাকাকড়ি কি খোলামকুচি যে চাইলেই পাবে? দস্তুরমতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপায় করতে হয়। **মান্ধাতার আমল** (অত্যন্ত প্রাচীন)—শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের বুকে মান্ধাতার আমলের রীতিনীতি খসতে আরম্ভ করেছে। **মিছরির ছুরি** (মিষ্ট অথচ বেদনাদায়ক)—কানাইবাবুর কথাগুলো মিছরির ছুরি, শুনতে বেশ মিষ্টি অথচ সোজা আঁতে গিয়ে বিঁধে যায়। **মশা মারতে কামান দাগা** (অতি-তুচ্ছ ব্যাপারে বিরাট্ প্রস্তুতি লওয়া)—সামান্য একটা ঘড়ি চুরির ব্যাপারে আপনি পুলিস কমিশনার পর্যন্ত দৌড় দিয়েছেন? এ যে দেখছি মশা মারতে কামান দাগার ব্যবস্থা। **মুখে থাবা দিয়ে রাখা** (অনেক কষ্টে সংযত রাখা)—কী করে যে রামানন্দবাবুর মুখে থাবা দিয়ে রেখেছি, ভগবান্ জানেন, নইলে আপনার দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি এতদিনে ফেটে পড়ে আপনার ভুষ্টিনাশ করে তবে ছাড়তেন। **মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ** (মুনিঋষিদেরও যেখানে মতিভ্রম হয় সেখানে সাধারণলোকের তো কথাই নাই)—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ এই আপ্ত বাক্যদ্বারা নিজেদের ভ্রমপ্রমাদকে সমর্থন করার চেয়ে সেই ভ্রমপ্রমাদ যাতে আমাদের পরিশুদ্ধ করতে পারে সেদিকে সচেতন থাকা দরকার। **মেঘ না চাইতে জল** (অনিশ্চিত প্রাপ্তির স্থানে আশার অতিরিক্ত প্রাপ্তি)—নজরুল-গীতির ছোটোখাটো ধরনের একজন শিল্পী চাইছিলেন, ধীরেনদাবেই হাতের কাছে পেয়ে এনে দিলাম; একেবারে মেঘ না চাইতেই জল—জমান এবার জলসা। **যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ** (জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ আশায়-আশায় থাকে)—কারবারে আঘাতের পর আঘাত খেয়েও অক্ষয়বাবু মরেন নি, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—এই মন্ত্রই ওঁকে সাফল্যের শীর্ষে এনেছে। **যথের ধন** (হাড়-কৃপণ ব্যক্তির গচ্ছিত টাকাপয়সা)—একমাত্র পুত্রবধূর দারুণ অসুখের সময়ও যজ্ঞনাথ সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করেনি পাছে তার যথের ধনে টান পড়ে। **রথদেখা কলাবেচা** (একই সঙ্গে একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা)—রঞ্জতদা বলল, "পরীক্ষার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম; ভাবলাম মাসীমার বাড়িটাও সেই তালে ঘুরে যাই, রথদেখাও হল, কলাবেচাও হল, কেমন?" **রাঘববোয়াল** (অত্যন্ত লোভী)—আপিসের ছোটোবড়ো সবরকমের বাবুই এক-একটা রাঘববোয়াল, হাঁ করেই রয়েছেন। **রাঙা মুলো বা পিতলের কাটারি বা শিমুলফুল** (রূপবান্ অথচ অপদার্থ)—রাঙা মুলোদের নিয়ে আপিস চালাতে গেলে কারবারে দুদিনেই লালবাতি জ্বলবে। **লঙ্কাকাণ্ড** (তুমুল ঝগড়া)—মিটিং-এ যা হল—টেবিল চাপড়ানো, চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি, ফাইল পোড়ানো—

BANGODARSHAN.COM

একেবারে লঙ্কাকাণ্ডই বটে। **লাগামছাড়া** (অসংযত)—প্রতিটি জিনিসের দাম দিন-দিন লাগামছাড়া হয়ে জনসাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

শবরীর প্রতীক্ষা (দীর্ঘ সাগ্রহ অপেক্ষা)—পরীক্ষা তো যাহোক মোটামুটি দিলাম; ফলাফলের জন্য কতদিন যে শবরীর প্রতীক্ষায় থাকতে হবে কে জানে। **শাপে বর** (আশঙ্কিত অনিষ্টের পরিবর্তে আশাতীতভাবে ইষ্টলাভ)—চিত্তরঞ্জন দাসের আই সি এস পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা নিখিল ভারতের পক্ষে শাপে বর হইয়াছিল। **শিবরাত্রির সলতে** (একমাত্র বংশধর)—পর পর দুটি ছেলেকে যমের হাতে সঁপে দিয়ে বিধবাটি কোলের এই শিবরাত্রির সলতেটি নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। **শিরে সংক্রান্তি** (আসন্ন বিপদ্)—পরীক্ষা এসে গেছে, শিরে সংক্রান্তি, এখনও তুই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছিস! **শাঁখের করাত** (যে জিনিস থাকাও বেদনাদায়ক, না থাকাও বেদনাদায়ক, অথচ যাহা হইতে কিছুতেই নিস্তার নাই)—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী ছিল শ্রীমতীর কাছে শাঁখের করাত, সে বাঁশি শুনলে তাঁর মন উচাটন হয়ে উঠত, আবার না শুনলেও ঘরে মন টিকত না। **সাপের পাঁচ পা দেখা** (হঠাৎ সুযোগপ্রাপ্তির দেমাকে স্ফীত হওয়া)—রাষ্ট্রশক্তির দুর্বলতায় দুর্বৃত্তরা যখন বেমালুম খালাস পায়, তখন তারা সাপের পাঁচ পা দেখে বইকি। **সাত রাজার ধন** (অমূল্য সম্পদ্)—কানা হোক খোঁড়া হোক, ছেলে সবসময়ই মায়ের কাছে সাত রাজার ধন। **সুখের পায়রা** (সুসময়ের বন্ধু)—স্বার্থে ঘা পড়বার আশঙ্কা দেখা দিলেই এইসব সুখের পায়রা একে-একে উড়ে যাবে। **হরিহর আত্মা** (একমন একপ্রাণ)—ধনীর দুলাল কঙ্কণ আর গরিব বিধবার ছেলে কুণাল একেবারে হরিহর-আত্মা, সুখে দুঃখে সমান অংশী। **হর্ষবর্ধনের ঠাট** (আভিজাত্যপূর্ণ চালচলন)—দেড়শ টাকা পেনশনে চাকরিজীবনের সেই হর্ষবর্ধনের ঠাট বজায় রাখা চলে কি? **হাটে হাঁড়ি ভাঙা** (গোপন কলঙ্ক সাধারণে প্রকাশ করা)—আমার পিছনে লাগবেন না বলছি, আপনার সব কীর্তিই আমার জানা, কোন্ দিন দেব হাটে হাঁড়ি ভেঙে। **হাড় জুড়ানো** (স্বস্তিলাভ)—খিটখিটে বড়োবাবুটার কাল হওয়ায় কেরানীকুলের হাড় জুড়িয়েছে। **হাতটান** (চুরির অভ্যাস)—মাখনের হাতটান ছিল না, জিনিসপত্তর তো এমনি ছড়ানোই থাকে, অথচ এতটুকু খোয়া যায়নি। **হাত করা** (বশে আনা)—টাকার লোভ দেখিয়ে হাবুলবাবুর মতো লোককে হাত করবে, স্বপ্নেও ভেবো না। **হাত দেওয়া** (আরম্ভ করা)—একেবারে শেষমুহূর্তে এমন একটা শক্ত কাজে হাত দেওয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। **হাতপা বেঁধে জলে ফেলা** (অসহায়ভাবে সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দেওয়া)—হাজার হাজার টাকা খরচ করে বিলেতফেরত ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলাম, এখন দেখছি, হাতপা বেঁধে মেয়েকে জলেই ফেলে দিয়েছি। **হাতের পাঁচ** (শেষ সম্বল)—ব্যবসায় ফেঁদে দেখাই যাক না কী হয়, হাতের পাঁচ স্কুলমাস্টারি তো রইলই। **হাতে-কলমে** (ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা)—বিজ্ঞানশিক্ষা শুধু বই পড়ে হয় না, হাতে-কলমেও শিখতে হয়। **হাল ছাড়া** (হতাশ হওয়া)—পরীক্ষায় ফেল করে ছেলেটি শেষে হাল ছেড়ে দিল। **হরিঘোষের গোয়াল** (নিদারুণ হইহট্টগোলে যেখানে কাজের কাজ কিছুই হয় না)—শিক্ষাসংসদের কর্তাব্যক্তিরা স্কুলের চত্বরে হাজির হয়ে প্রচণ্ড হইহট্টগোল শুনে ভাবলেন তাঁরা কি হরিঘোষের গোয়ালে ঢুকছেন? **হাতে মারে না ভাতে মারে** (শত্রুস্থানীয়ের রুজিরোজগারের পথ একেবারে বন্ধ করা)—দোলগোবিন্দবাবুকে কবজা করতে না পেরে প্রতিপক্ষরা তাঁকে হাতে না মেরে ভাতে মারার চেষ্টা করছেন।

(গ) প্রবচন

১৯৮। **প্রবচন : বহুকাল ধরিয়া লোকমুখে প্রচলিত জনপ্রিয় উক্তিকেই প্রবচন বলা হয়।**

প্রবচনের দ্বারা অল্পকথায় সহজ সরলভাবে অথচ শোভনভঙ্গীতে জীবনের গভীরতর সত্যের স্বচ্ছ প্রকাশ ঘটে। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ভাষার বহিরঙ্গের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, **যুগের পরিবর্তনেও প্রবচনগুলির রূপের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই।** বাংলা ভাষার এক বিশিষ্ট সম্পদ্ এই প্রবচন। প্রত্যেকটি প্রবচনের মূলে কত যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা যে বিদ্যমান, তাহার হিসাব কে করিবে? কয়েকটি প্রবচন ও সেগুলির অর্থ দেওয়া হইল, তোমরা চেষ্টা করিয়া নিজস্ব বাক্যে প্রবচনগুলি প্রয়োগ কর।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট—বেশী লোভ করিলে নিজের সর্বনাশই ঘটে। **অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ**—পাছে কু-অভিপ্রায় প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় বদলোক নিজেকে অতিরিক্ত ভক্তিমান্ বলিয়া প্রচারের চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহার এই বাহ্যভক্তির আতিশয্যই সকলের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। **অতি দর্পে হতা লঙ্কা**—অত্যধিক অহঙ্কারে সর্বনাশ সাধন করে। **অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি**—নিজেকে খুব বেশী বুদ্ধিমান্ মনে করিলে প্রায়ই ঠকিতে হয়। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—কোনো ব্যাপারে একাধিক লোক কর্তৃত্ব করিলে কাজটি পণ্ডই হয়। **অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী** বা **ফোঁপরা ঢেঁকির চোপরা বেশী**—অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির বাহ্য চালচলনে মাত্রাধিক্যের প্রকাশ স্বাভাবিক। **আঠারো মাসে বছর**—নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনোদিনই কোনো কাজ যে করিতে পারে না। **আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়**—অপরকে আচরণ শিক্ষা দিবার পূর্বে নিজেকে সেই আচরণে অভ্যস্ত হইতে হয়; তখন আর উপদেশদানের প্রয়োজন হয় না—তাঁহার আচরণ দেখিয়াই অন্যে শিক্ষালাভ করে। **ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়**—কাহারও প্রতি দুর্ব্যবহার করিলে বিনিময়ে অন্ততঃ কিছুটা দুর্ব্যবহারও পাইতে হয়। **ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে**—আপন স্বভাব কেহই ছাড়িতে পারে না। **উঠান্তি মূলো পত্তনিতেই চেনা যায়**—ভবিষ্যতে কে কীরূপ হইবে প্রথমজীবনেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। **উড়ে এসে জুড়ে বসা**—হঠাৎ আসিয়া বিনা অধিকারে কোনোকিছুর সর্বেসর্বা হইয়া উঠা। **উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে**—একের প্রাপ্য ভুলবশতঃ অন্যকে দেওয়া। **উল্টা বুঝলি রাম**—ইচ্ছা করিয়া ভালো কথার বিপরীত অর্থটি গ্রহণের ফলে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হওয়া। **একঢিলে দুই পাখি মারা**—একসঙ্গে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **এক মাঘে শীত যায় না**—বিপদ্ একবার কাটিল বলিয়া প্রতিবারই যে কাটিবে এমন নয়। **একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর**—এক বিপদ্ কাটিতে না কাটিতে আরেক বিপদ্। **এগুলে সর্বনাশ পিছুলে নির্বংশ**—উভয়-সংকট।

কড়ায় কড়া কাহনে কানা—নগণ্য ব্যাপারে অতি-সাবধান, অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে একেবারে কাছা-আলগা। **কনের ঘরের পিসি আর বরের ঘরের মাসী বা চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্থকে বলে সজাগ থাকতে**—যে লোক ভালো মানুষ সাজিয়া দুপক্ষকেই পরস্পরের বিরুদ্ধে উসকানি দেয়। **কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরালে পাজী**—স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে লোক খুব তোষামোদ করে, অথচ স্বার্থসিদ্ধি হইলেই নিজ মূর্তি ধরে। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—এক যন্ত্রণার উপর অন্য এক নিদারুণ যন্ত্রণা।

BANGODARSHAN.COM

কানা গোরু ব্রাহ্মণকে দান—অকেজো জিনিস দান করিয়া সরলচিত্ত লোকের কাছে দাতা হিসাবে নাম কেনা। **কিবা বিয়ে তায় আবার দুপায়ে আলতা**—কোনোপ্রকারে কার্যোদ্ধার যেখানে লক্ষ্য সেখানে আনুষ্ঠানিক খুঁটিনাটি না মানাই ভালো। **কিল খেয়ে কিল চুরি করা**—অপমান গোপনে-গোপনে হজম করা। **খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে কাল হল হালগোরু কিনে বা যার কাজ তারেই সাজে অন্য লোকে ঠেঙা বাজে**—কোনো বিশেষ কাজের অনুপযুক্ত লোক সেই কাজে হাত দিলে ফল বিপরীত হয়, লোকটিরও দারুণ দুর্নাম রটে। **খোঁড়ার পা খানাতেই পড়ে**—যাহার যে বিপদ্ কাটাইবার শক্তি কম, তাহাকে সেই বিপদ্ই জড়াইয়া ধরে। **খেয়ার কড়ি গুনে দিয়ে সাঁতরে নদী পার**—অসুবিধা দূর করিবার জন্য যথেষ্ট খরচ করা সত্ত্বেও অসুবিধা দূর না হওয়া। **গরজ বড়ো বালাই** বা **গরজে গয়লা চেনা বয়**—প্রয়োজনের দাবি আগে মিটাইতে হয়। **গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল**—যাহার কর্তৃত্ব কেহই পছন্দ করে না, অথচ সব কাজেই যে কর্তৃত্ব করিতে যায়। **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল** বা **গাছে না উঠতেই এক কাঁদি**—কার্যারম্ভের পূর্বে ফল উপভোগের ব্যবস্থা। **গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া**—উৎসাহ দিয়া কাহাকেও বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত করিয়া পরে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া বেমালুম চলিয়া যাওয়া। **গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না**—আশপাশের অতিপরিচিত ব্যক্তি বিশেষ গুণী হইলেও যোগ্যমর্যাদা পায় না। **গোরু মেরে জুতো দান**—জঘন্য অপরাধ করিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যৎসামান্য ভালো কাজ করা। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—ভিড়ের সুযোগে কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া। **ঘরজ্বালানে পরচলানে**—পরিজনদের সুখশান্তি নষ্ট করে, অথচ বাইরের লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে এমন লোক। **ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়**—কোনো ব্যাপারে একবার যিনি দারুণ ঠকিয়াছেন, তিনি সেই ব্যাপারে আর মাথা গলান না। **ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি**—সহজেই সব বিপদ্ এড়াইয়া যে কেবল আরামে কাল কাটাইয়াছে, এবার সে কঠিন পাল্লায় পড়িবে। **ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া**—নিয়মমতো প্রধান উদ্যোগীকে কিছু না জানাইয়াই কার্যসিদ্ধির চেষ্টা।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা—শোনা বিষয়টি স্বচক্ষে দেখিয়া সত্যাসত্য-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া। **চালুনি বলে ছুঁচ তোর পিছনে কেন ছোঁদা**—বহু দোষে দোষী লোক অন্যের সামান্য দোষের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়। **চেনা ব্রাহ্মণের পৈতের দরকার নেই**—পরিচিত ব্যক্তিকে আর কোনোভাবে পরিচিত করাইতে হয় না। **চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে**—বিপদের সময় বুদ্ধি খোলে না, অথচ বিপদ্ কাটিবার সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধি খোলে। **চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী**—অসাধু ব্যক্তিকে উপদেশদান ব্যর্থ হয়। **চোরে চোরে মাসতুতো ভাই**—অসাধুর সঙ্গে অসাধুরই আত্মীয়তা গড়িয়া উঠে। **চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা** বা **শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল**—অসৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তিকেই সমর্থন করে। **চোরের মার বড়ো গলা**—যে যত বেশী অপরাধী সে তত বেশী জোর গলায় নিজের সাধুতার প্রমাণ দিবার চেষ্টা করে। **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো**—অত্যন্ত সামান্য জিনিসও মাঝে মাঝে দরকারে আসে অথবা কোনো ভালো কাজে নয়, কেবল দুর্নামের কাজটুকুই যাহাকে দিয়া করাইয়া লওয়া হয়। **ছুঁচ হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরয়**—প্রথম-প্রথম যৎসামান্য দাবি জানায়, সে দাবি পূর্ণ হইবামাত্র বিরাট্ দাবি আদায়ের জন্য উগ্রমূর্তি ধরে। **জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ**—যাহার উপর নির্ভর করিতেই হয় সেই ক্ষমতাবানের অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করা নিজস্বার্থেরই পরিপন্থী। **জহুরী জহর চেনে বা সাপের হাঁচি**

বেদের চেনে—যে বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা আছে, সে তাহা ভালোই বুঝে। **জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ানো**—সৎ লোককে উচ্চকণ্ঠে অসৎ বলিয়া প্রচার করা। **ঝিকে মেরে বউকে শেখানো**—বিনাদোষে আপনজনকে শাস্তি দিয়া পরোক্ষে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া।

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়—মন্দ লোকের সংখ্যাই অত্যধিক। **ঠেলার নাম বাবাজী**—বিপদে পড়িলেই অবজ্ঞাত মানুষের সমাদর করা। **ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না**—আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক বেশী। **ডুবে ডুবে জল খায় শিবের বাবাও টের না পায়**—বাহিরে সাধু অথচ ভিতরে-ভিতরে অসাধুতা চালায়। **ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন**—মূল পর্যন্ত সমস্তকিছুই বিনষ্ট হওয়া। **ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার**—ক্ষমতা না থাকিলে কর্তৃত্ব করিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। **ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে**—উন্নত অবস্থাতেও মানুষ স্বভাবের পরিবর্তনে অক্ষম।

তিল কুড়িয়ে তাল বা রাই কুড়িয়ে বেল—একটু একটু করিয়া বড়ো জিনিস গড়িয়া তোলা। **তেলা মাথায় তেল দেওয়া**—যাহার অনেক আছে তাহাকে আরও দিবার প্রবৃত্তি। **তোকে গড় নয় তোর কাজের পায়ে গড়**—প্রয়োজনের তাগিদে নিতান্ত অবাঞ্ছিত লোকেরও দ্বারস্থ হওয়া। **দশচক্রে ভগবান্ ভূত**—*জনগণের চক্রান্তে ভগবান্ নামক ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল*; সেইরূপ একাধিক দুষ্টলোকের চক্রান্তে জ্বলন্ত সত্যও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া। **দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ**—মিলিয়ামিশিয়া কাজ করিয়া যদি বাঞ্ছিত ফল নাও পাওয়া যায়, ক্ষতি নাই। **দশের লাঠি একের বোঝা**—একাধিক ব্যক্তির কাজ একজনের উপর পড়িলে তাহার পক্ষে দুর্বহ হয়। **দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা**—মারাত্মক শত্রুকে সমাদরে পালন করা। **দু নৌকোয় পা দেওয়া**—দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখিতে গিয়া নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনা। **দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো**—ক্ষতিকর কিছু থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভালো। **দুষ্টকে উঁচুপিঁড়ে**—সমাজের ক্ষতিকারক অথচ প্রভাবশালী ব্যক্তির অপ্রীতিভাজন হওয়ার আশংকায় তাহাকে বাহ্য সম্মান দেওয়া। **ধরি মাছ না ছুঁই পানি**—ভালো কাজের ফলভোগে উৎসুক অথচ বিপদের ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক। **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে বা ধর্মের ঢাক আপনি বাজে**—সত্য একদিন প্রকাশ পাইবেই। **ধান ভানতে শিবের গীত**—অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উত্থাপন। **নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ**—নিজের ত্রুটির জন্য অন্যকে দায়ী করা। **নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা**—*হঠাৎ ধনপ্রাপ্তির দোষকে অসম্ভবও সম্ভব করার কল্পনায় মশগুল।* **নেই-মামার চেয়ে কানা মামাও ভালো**—একেবারে কিছু না পাওয়া অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ পাওয়াও ভালো। **নেড়া বেলতলায় ক'বার যায়**—যে কাজে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা পায় সে কাজে মানুষ আর হাত দেয় না। **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা**—নিজের সমূহ ক্ষতি করিয়াও অন্যের কিছুটা অন্ততঃ ক্ষতি করিবার দুশ্চেষ্টা। **নিজের বেলায় আঁটিসাঁটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি**—নিজের স্বার্থপরতায় বেশ তৎপর, কিন্তু অপরের স্বার্থরক্ষার বেলায় ভয়ানক বেদনাপ্রাপ্ত।

পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে—*অবস্থার সঙ্গে বাধ্য হইয়া আপস করা।* **পান থেকে চুন খসা**—সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি হওয়া। **পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়**—*অসৎপথে উপার্জিত অর্থ অচিরেই অকাজে নিঃশেষ হয়।* **পেটে খেলে পিঠে সয়**—লাভের সম্ভাবনা থাকিলে নিগ্রহ সহ্য করা যায়। **ফেল কড়ি মাখ তেল**—কোনোকিছু

BANGODARSHAN.COM

পাইতে হইলে নগদমূল্য দিতেই হয়। **বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা**—বদলোকের পাল্লায় পড়িয়া নাজেহাল হওয়া। **বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর**—মনিবের অনুপস্থিতিতে কাজে ফাঁকি দেওয়া। **বোঝার উপর শাকের আঁটি**—গুরুভারের উপর সামান্য অথচ দুর্বহ ভারবৃদ্ধি। **বালির তাত অসহ্য**—খোদ কর্তার অপেক্ষা অধস্তন কর্মচারীর কর্তৃত্ব অসহনীয়। **ভাঁড়ে মা ভবানী বা পকেট গড়ের মাঠ**—শূন্য ভাণ্ডার। **ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া**—অনুগ্রহদত্ত জিনিস ভালো কী মন্দ সে বিচার করা উচিত নয়। **ভুশুণ্ডীর কাক**—অতিবৃদ্ধ বহুদর্শী ব্যক্তি (ঈষৎ ব্যঙ্গে)। **মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা**—ব্যথিতকে আরও বেদনা দেওয়া। **মরা হাতি লাখ টাকা**—প্রকৃত জ্ঞানিগুণী অথর্ব হইলেও আদরণীয়। **মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত**—সামান্য ব্যক্তির ক্ষমতাও অনিবার্যরূপে সামান্য। **মোগল পাঠান হন্দ হল ফারসী পড়ে তাঁতী, চন্দ্রসূর্য হার মেনেছে জোনাক জ্বালে বাতি** অথবা **হাতিঘোড়া গেল তল, পিঁপড়ে বলে কত জল**—একান্ত অভিজ্ঞ লোকেও যে কাজ করিতে সাহস পায় না, বাহাদুরি দেখাইতে মুখ্‌ই সে কাজে হাত দেয়।

যত গর্জে তত বর্ষে না—আড়ম্বর যেখানে যত বেশী, আন্তরিকতা সেখানে তত কম। **যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন**—অনেক দূর যখন আসিয়াছি তখন আর একটুতেই বা আপত্তি কেন? **যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা**—অপ্রিয় জনের গুণও দোষ বলিয়া মনে হয়। **যাচলে সোনা চোদ্দ আনা**—ভালো জিনিসও যাচিয়া দিলে প্রকৃত মর্যাদা পায় না। **যার ধন তার নয় নেপোয় মারে দই, জেলে মলো বিল ছিঁচে চিলে মারে কই**—ভালো কাজ করেন যিনি, তিনি ফল ভোগ করার আগেই করিতকর্মারা ফাঁকতালে ফলটুকু ভোগ করিয়া ফেলে। **যে খায় চিনি তারে যোগান চিন্তামণি**—ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। **যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ**—কোনো পদে বৃত হইয়া সেই পদসুলভ স্বভাবলাভ। **যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল**—যেমন কাজ তাহার প্রতিফলও সেইরূপ। **রাবণের চিতা**—নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। **রাম না হইতেই রামায়ণ**—কোনোকিছু ঘটিবার পূর্বেই তাহার প্রচার। **লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়**—ন্যায্য প্রাপ্য দুর্ভাগ্যবশতঃ হাতছাড়া হওয়া। **শক্তের ভক্ত নরমের যম**—শক্তিমানকে ভয় করা অথচ দুর্বলের উপর অত্যাচার করা। **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা**—একটি সৎকার্যদ্বারা অতীতের অনেক দুষ্কর্ম গোপন করার চেষ্টা। **শিব গড়তে বাঁদর**—ভালো করিতে গিয়া মন্দ করা। **সবুরে মেওয়া ফলে**—ধৈর্য ধরিলে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। **সস্তার তিন অবস্থা**—স্বল্পমূল্যে পাওয়া কোনো জিনিসের পিছনে অনেক খরচ হয়। **সাত ঘাটের জল খাওয়ানো**—খুব নাকাল দেওয়া। **সাপের ছুঁচো গেলা**—খুব অবাঞ্ছিত ব্যাপারে অজ্ঞতাবশতঃ নিদারুণভাবে জড়াইয়া পড়া। **সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়**—মন্দমতি লোক অকারণে দুঃখ-দুর্গতি ডাকিয়া আনে। **সোজা আঙুলে কি ঘি ওঠে বা লাথির চোঁকি কি চুসকিতে ওঠে**—বদস্বভাবের লোককে মিষ্ট কথায় বশে আনা যায় না। **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা**—নিজের ভুলে সুখের পথে কাঁটা দেওয়া। **হাতি যখন ডহরে পড়ে চামচিকেতে লাথি মারে**—মানী ব্যক্তির দুর্দিনে সামান্য লোকেও তাঁহাকে অপমানিত করে। **হাতে পাঁজি মঙ্গলবার**—প্রত্যক্ষভাবেই যখন জানিবার উপায় রহিয়াছে, তখন অনুমানের উপর নির্ভর করা কেন? **হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না**—আদেশদাতার অপসারণ সম্ভব হইলেও হুকুমের পরিবর্তন কদাপি হয় না।

অনুশীলনী

১। বাক্যগুলিতে বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ কোন্‌টি প্রকাশ পাইতেছে বল ঃ (ক) যে ডাল ধরি যে মুই ভাঙিয়া পড়ে সে ভুঁই। (খ) এমন ঠোঁটপাতলা লোক কখনও দেখিনি। (গ) প্রভিডেন্ট ফানডের টাকাটাই তো আমাদের চাকুরে জীবনের রাই কুড়িয়ে বেল। (ঘ) সমস্ত জাতিটা এখন খাবি খাচ্ছে। (ঙ) বাপমার কথা শুনবে। (চ) "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।" (ছ) "জল অক্ষুর, কিন্তু নদী অক্ষুর নহে, নিস্তরঙ্গ।" [জল—প্রফুল্লমুখীর ললিতলাবণ্য, নদী—প্রফুল্লর দৃষ্টিনন্দন দেহ] (জ) লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম। (ঝ) তার জিবের সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারছে না। (ঞ) "গোরুর বাঁটে দুধ আছে ঠিকই, কিন্তু সে দুধে স্নেহ আর তেমন নেই।"

২। প্রতিটি শব্দের পাঁচটি করিয়া বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাও ঃ চাল, কাল, মাথা, মুখ, হাত, চোখ, কথা, কান, গলা, গা, বর্ণ, বুক, নাক, বড়ো, ছোটো, পাকা, কাঁচা, বসা, অঙ্ক, গুণ, দণ্ড, কর, পাট, জাত, মোটা, তাল, কাটা, ধরা।

৩। নীচের প্রতিজোড়া শব্দের ডানদিকে শূন্যস্থানটিতে এমন একটি শব্দ বসাও যেটি পাশের বন্ধনীমধ্যস্থ শব্দটির একটি প্রতিশব্দ হইবে এবং ধ্বনির দিক্‌ দিয়াও প্রদত্ত শব্দজোড়ার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলিয়া যাইবে ঃ (ক) তরুণ, বরুণ,.....[সূর্য] (খ) ধনী, মণি,.....[ভুজঙ্গ] (গ) জননী, রজনী,.....[ধরিত্রী] (ঘ) চম্পা, পম্পা,..... [বিদ্যুৎ] (ঙ) অসি, মসী,.....[সুধাংশু] (চ) প্রলয়, অলয়,.....[আবাস] (ছ) অদ্য, সদ্য,.....[কমল] (জ) মরণ, শরণ,.....[পদ] (ঝ) গণ, ক্ষণ,..... [যুদ্ধ] (ঞ) সহোদর, লম্বোদর,.....[সর্প] (ট) আধি, নিধি,.....[ঈশ্বর] (ঠ) কিঙ্কর, কঙ্কর,.....[মহাদেব] (ড) কণিকা, ধনিকা,.....[জননী] (ঢ) ধাবক, শাবক,.....[অগ্নি] (ণ) ইন্দু, বিন্দু,.....[পাথার]।

৪। শব্দগুচ্ছটির বা প্রবচনটির অর্থ বলিয়া শব্দগুচ্ছ দিয়া বা প্রবচন দিয়া বাক্যরচনা কর ঃ লোহার কার্তিক, শ্রীঘর, মাথায় করে রাখা, হাতে মাথা কাটা, কোঁচা দুলিয়ে বেড়ানো, রাহুর দশা, একাদশে বৃহস্পতি, কলকে পাওয়া, পুকুরচুরি, পুকুরের ইলিশ, সাতখুন মাপ, গৌরচন্দ্রিকা, চক্ষু চড়কগাছ, রাজাউজির মারা, হাতেখড়ি, তুলসীবনের বাঘ, দুধের মাছি, বলির পাঁঠা, সোনায় সোহাগা, বেঙের সর্দি, কলির সন্ধ্যা, ছেলের হাতের মোয়া, কপাল ফেরা, দক্ষযজ্ঞ, গণেশ উলটানো, ঘরের ঢেঁকি কুমির, ঘরভেদী বিভীষণ, চোখে ধুলো দেওয়া, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, মেও ধরা, মুখে চুনকালি দেওয়া, জিব কাটা, মাথায় খুন চড়া, ওত পাতা, মুখে ফুলচন্দন পড়া, ফোড়ন কাটা, মাঠে মারা যাওয়া, আক্কেল গুড়ুম, নিজের কোলে ঝোল টানা, ক-অক্ষর গোমাংস, কইমাছের প্রাণ, কুলকাঠের আঙার, কাঁকের কই, খুড়িয়ে বড়ো হওয়া, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো, বিসমিল্লায় গলদ, ঘোল খাওয়ানো, চক্ষুদান করা, চর্বিতচর্বণ, টিটি পড়া, পুঁটিমাছের প্রাণ, মাকালফল, গলার কাঁটা, সোনা ফলানো, রুইকাতলা, চুনোপুঁটি, কংস মামা, পি-পু-ফি-শু, দু নৌকোয় পা দেওয়া, ঘাট মন্যে, মুরুব্বির জোর, হাতের পুতুল, কুপমণ্ডুক, জলউঁচুর দল, শেয়ালের যুক্তি, লাটে ওঠা, ষোল কলায় পূর্ণ, চোখের বালি, আদার ব্যাপারী, ঢাকঢাক গুড়গুড়, সাক্ষিগোপাল, কেষ্টবিষ্টু, দাঁও মারা,

মুখচোরা, হাতসাফাই, লেফাফাদুরস্ত, বিষকুম্ভ পয়োমুখ, ছিনে জোঁক, জগাখিচুড়ি, ফুঁকে দেওয়া, রক্তের টান, স-সে-মি-রা, অগ্নিশর্মা, অর্ধচন্দ্র দেওয়া, ঔষধ ধরা, রগচটা, পারাভারি, নাড়ীনক্ষত্র, সেয়ানে সেয়ানে, উড়নচণ্ডী, আকাশ থেকে পড়া, জড়ভরত, শাঁখের করাত, বকধার্মিক, সুখের পায়রা, ভূতের বেগার, কুরুক্ষেত্র, মাথায় ওঠা, হরিঘোষের গোয়াল, নিজের ঢাক নিজেই পেটা, সাপে-নেউলে, আদায়-কাঁচকলায়, বর্ণচোরা আম, দহরম-মহরম, তুষের আগুন, বিন্দু-বিসর্গ, বাড়াভাতে ছাই, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বুদ্ধির ঢেঁকি, সোনার পাথরবাটি, অমাবস্যার চাঁদ, ভস্মে ঘি ঢালা, সবুরে মেওয়া ফলে, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, মাছের মায়ের কান্না, মাছের তেলে মাছভাজা, উড়োখই গোবিন্দায় নম, আপনি বাঁচলে বাপের নাম, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, হালে পানি পাওয়া, একহাতে তালি বাজে না, পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে, ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা, অনভ্যাসে চন্দনের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, সাপ হয়ে কামড়ায় রোজা হয়ে ঝাড়ে, সমুদ্রে শয়ন যার কী ভয় শিশিরে, পেটে খিদে মুখে লাজ সে কুটুমে কিবা কাজ, বানরের গলায় মুক্তোর মালা, মস্তের সাধন কিংবা শরীর-পাতন, তিন মাথা যার বুদ্ধি নেবে তার, নিজের ভাগে ভাত জোটে না শঙ্করাকে ডাকে, গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়, পেটে বোমা মারলেও ক বেরবে না, আসরে মশাল নেই ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া, ঘরের কাঠ উইয়ে খায় কাঠ কুড়তে বনে যায়, দশদিন চোরের একদিন সেধের, বনেদীর আঁস্তাকুড়ও ভালো, বড়ো মাছের কাঁটাও ভালো, হাতে দই পাতে দই তবু বলে কই কই, রাখে কৃষ্ণ মারে কে, হাতের কঙ্কণ দর্পণে দেখা, এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কাঞ্চন ফেলে কাচে গেরো, হরিশ্চন্দ্র রাজার গরুচন্দ্র মন্ত্রী, ভরাডুবির মুষ্টিলাভ, না আঁচালে বিশ্বাস নেই, খাল কেটে কুমির আনা, নিজের ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ মরেন কাঁথা বয়ে, সামনে দিয়ে ছুঁচ গলে না পিছন দিয়ে হাতি গলে যায়, অন্ধযুদ্ধে আটুনি সার, ঝড়ের আগে এঁটো পাত, যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা, পান দিয়ে ছিবড়ে মাগা, জোড়াতালির সেলাই খুলতেই-বা কতক্ষণ, হাত দিয়ে জল গলে না, গলা টিপলে দুধ বেরয়, শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়, বিড়ালতপস্বী, বুকে বসে দাড়ি উপড়ানো, হাড়িকাঠে মাথা গলানো, লঙ্কায় রাবণ ম'ল বেহুলা কেঁদে পাগল হল, ভিজেবেড়াল, ধড়াচূড়া।

৫। ত্রুটি সংশোধন কর ঃ বাঁশবনের বাঘ, হালে জল পাওয়া, শিবরাত্রির প্রদীপ, আপনি বাঁচলে বংশের নাম, বৃন্দাবনের বাঁড়, কপালের ঘাম পায়ে ফেলা, খোদার ওপর কারসাজি, মামাবাড়ি, ঠাকুমা।

BANGODARSHAN.COM

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অশুদ্ধি-সংশোধন

নানা কারণে শিক্ষার্থিগণের রচনায় বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। রচনার অন্যান্য উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও শুধু বর্ণাশুদ্ধির জন্যই রচনাটি কীটদষ্ট কুসুমের মতো পরীক্ষকের বিরক্তি উৎপাদন করে। সুতরাং প্রতিটি শব্দের নির্ভুল বানান প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর জানিয়া রাখা উচিত।

ভিন্নার্থবোধক সমোচ্চারিত বা প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহাদের উচ্চারণ প্রায় একরূপ, অথচ বানান ও অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কথাবার্তা বলিবার সময় এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে সতর্ক না থাকিলেও লিখিবার সময় আমাদের হুঁশিয়ার হইতেই হয়, নচেৎ অর্থ-বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। নিম্নে এইরূপ সমোচ্চারিত বা প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থবোধক শব্দের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল।—

- অচ্যুত—বিষ্ণু
- অচ্ছুত—অস্পৃশ্য
- অংশ—ভাগ
- অংস—স্কন্ধ
- অখ্যাত—খ্যাতিহীন
- আখ্যাত—বিখ্যাত
- অর্জিত—যাহা আয়ত্তে আসে নাই
- অর্জিত—অর্জন করা হইয়াছে এমন
- অনু—পশ্চাৎ
- অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ
- অনুভব—উপলব্ধি
- অনুভাব—মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ
- অবদ্য—অকথ্য
- অবধ্য—বধের অযোগ্য
- অপগত—বিগত
- অবগত—জানা
- অঘ্রান—ঘ্রাণবিশেষ
- আঘ্রাণ—গন্ধগ্রহণ
- অপেক্ষা—বিলম্ব, প্রত্যাশা
- উপেক্ষা—অনাদর
- অদৃশ্য—চক্ষুর অগোচর
- অধৃষ্য—অজেয়
- অনিদ্র—নিদ্রাহীন
- অনিদ্রা—নিদ্রাহীনতা
- অদৃষ্ট—ভাগ্য, যাহা দৃষ্ট নয়
- অধৃষ্ট—অনুদ্ধত
- অকিঞ্চন—দরিদ্র (বিণ)
- আকিঞ্চন—দারিদ্র্য (বি)
- অধিরোহণ—আরোহণ
- অধিরোপণ—আরোহণ করানো
- অভি—উপসর্গবিশেষ
- অভী—নির্ভীক
- অবদান—কীর্তি
- অবধান—মন দিয়া শোনা
- অনিশ—অবিরাম
- অনীশ—প্রভুহীন
- অনীল—নীল নয়
- অনিল—বায়ু
- অনুদিত—অনুদ্গত
- অনুদিত—ভাষান্তরিত, পরে উদিত
- অন্তরঙ্গ—আত্মীয়
- অন্তরজ্ঞ—বিশেষজ্ঞ
- অন্য—অপর
- অন্ন—ভাত, খাদ্য
- অপচয়—ক্ষতি
- অবচয়—সংগ্রহ
- অবাচীন—দক্ষিণদিক্-সম্বন্ধীয়
- অর্বাচীন—আধুনিক

BANGODARSHAN.COM

- অনিতা—অশিষ্টা
- অনীতা—গৃহীতা নয়
- অবিমিশ্র—বিশুদ্ধ
- অবিমৃশ্য—অবিবেচক
- অবিহিত—অনুচিত
- অভিহিত—কথিত
- অবিধেয়—অন্যায়
- অভিধেয়—নাম, সংজ্ঞা
- অবিনীত—উদ্ধত
- অভিনীত—যাহা অভিনয় করা হইয়াছে
- অভিবাসন—দেশান্তরে বসতিস্থাপন
- অভিভাষণ—সম্ভাষণপূর্বক বক্তৃতা
- অপসরণ—পলায়ন
- অপসারণ—স্থানান্তরিত করা কার্জাট
- অন্তঃশিলা—যাহার নীচে পাথর আছে
- অন্তঃসলিলা—যাহার মধ্যে জল আছে
- অন্ত—শেষ (বিশেষ্য)
- অন্ত্য—অবশিষ্ট, চরম (বিণ)
- অন্তঃ—ভিতর
- অপসৃত—পলায়িত
- অপসারিত—স্থানান্তরিত
- অবসৃত—অবসরপ্রাপ্ত
- অব্যবহিত—সংলগ্ন
- অব্যবহৃত—যাহা ব্যবহার করা হয় নাই
- অর্ঘ—মূল্য
- অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ
- অলক—কুঞ্চিত কেশদাম
- অলোক—অসাধারণ
- অলখ—দৃষ্টির অগোচর
- অলয়—অক্ষয়
- আলয়—আশ্রয়
- অশন—ভোজন
- অসন—নিক্ষেপ
- অশিত—ভক্ষিত, তীক্ষ্ণ নয়
- অসিত—কৃষ্ণ
- অস্ত্র—নিক্ষেপযোগ্য আয়ুধ
- শস্ত্র—হস্তে ধারণ করিয়া আঘাত করিবার আয়ুধ
- অশ্ম—প্রস্তর
- অশ্ব—ঘোড়া
- অস্পৃশ্য—যাহাকে ছোঁয়া উচিত নয়
- অস্পৃষ্ট—যাহাকে ছোঁয়া হয় নাই
- অবতরণ—নামিয়া আসা
- অবতারণ—নামাইয়া আনা
- অস্থায়ী—যাহা স্থায়ী নয়
- আস্থায়ী—গানের প্রথম পদ
- অভিসন্ধি—মন্দ অভিপ্রায়
- অভিষ্যন্দী—ক্ষরণশীল
- আদান—গ্রহণ
- আধান—সম্পাদন, সঞ্চার, স্থাপন
- আদি—প্রথম
- আধি—মনোবেদনা
- আদৃত—আদরপ্রাপ্ত
- আধৃত—গৃহীত
- আপণ—দোকান
- আপন—নিজ
- আবরণ—আচ্ছাদন
- আভরণ—অলংকার
- আবৃত্তি—ছন্দোভাবসহ সরব পাঠ
- আবৃতি—আবরণ, বেষ্টন
- আয়ত—বিস্তৃত
- আয়ত্ত—অধিকৃত
- আয়তি—সধবার লক্ষণ, বিস্তার
- আয়তী—সধবা নারী
- আরভমাণ—যে আরম্ভ করিতেছে
- আরভ্যমাণ—যাহার আরম্ভ হইতেছে
- আভাস—ইঙ্গিত, দীপ্তি
- আভাষ—সম্ভাষণ, ভূমিকা
- আসক্তি—অনুরাগ
- আসক্তি—নৈকট্য
- আস্য—মুখমণ্ডল
- হাস্য—হাসি
- আহরণ—চয়ন
- আরোহণ—উপরে উঠা
- আহুতি—হোম
- আহ্বতি—আহ্বান

আহূত—অগ্নিতে সমর্পিত
আহূত—যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে

আয়াস—শ্রম
আয়েশ—আরাম
আয়স—লৌহময়

আশয়—আধার, অভিপ্রায়
আশ্রয়—আবাস

ইশ—বিস্ময়সূচক অব্যয়
ঈষ—লাঙ্গলের ফলা

ইতি—শেষ
ঈতি—শস্যের ষড়্‌বিঘ্ন

ইহা—এইটি
ঈহা—চেষ্টা, ইচ্ছা

উৎপল—পদ্ম
উপল—প্রস্তরখণ্ড

উদ্যত—প্রস্তুত
উদ্যত—অবিনীত

উপাদেয়—উপভোগ্য
উপাধেয়—উপস্থাপনযোগ্য

উপযুক্ত—যোগ্য
উপর্যুক্ত—উল্লিখিত

উদর—জঠর
উদার—মহৎ

উদ্‌গীত—উচ্চরবে গীত
উদ্‌গীথ—সামগান

উদ্দেশ—লক্ষ্য, সন্ধান
উদ্দেশ্য—অভিপ্রায়

উপায়—অস্ত্র, সাধনকৌশল
উপেয়—যাঁহার সাধনা করা হয়

উপহার—পুরস্কার
উপাহার—জলযোগ

উপাদান—উপকরণ
উপাধান—বালিশ

উন্মীলন—সম্যক্ প্রকাশ
উন্মূলন—সমূহ উচ্ছেদ

রিক্ত—শূন্য
ঋক্‌থ—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য ধন

ঋতি—গতি
রীতি—নিয়ম

ওষধি—ফল পাকিলে যে গাছ মরে
ঔষধি—ভেষজ উদ্ভিদ্

কমনীয়—মনোহর
কামনীয়—কাম্য

কটি—কোমর
কোটি—শত লক্ষ

কবরী—খোঁপা
করবী—পুষ্পবিশেষ

কপাল—ললাট
কপোল—গণ্ড

কেন্দ্রাতিগ—কেন্দ্র হইতে দূরে
কেন্দ্রাভিগ—কেন্দ্রের দিকে

কুঙ্কুম—কুসুম ফুল
কুমকুম—আবীরপূর্ণ গোলক

কূট—দুর্গ, বৃক্ষ, পর্বত
কুট—কুটিল, পর্বতচূড়া

কুসুম—অল্প গরম
কুসুম—পুষ্প

কুজন—খারাপ লোক
কূজন—পাখির ডাক

কুল—বংশ, সমূহ, ফলবিশেষ
কূল—নদীতীর

কীর্তি—যশ
কৃত্তি—ব্যাঘ্রচর্ম

কৃতজ্ঞ—উপকার মনে রাখে যে
কৃতঘ্ন—উপকারীর ক্ষতি করে যে

কৃত্য—করণীয়
কৃত্ত—খণ্ডিত

কৃতি—রচনা, সাধনা
কৃতী—কৃতকার্য

কর্মঠ—কর্মদক্ষ
কমঠ—কচ্ছপ

কৃত—সম্পন্ন
ক্রীত—যাহা কেনা হইয়াছে

কপোত—পায়রা
খপোত—ব্যোমযান

BANGODARSHAN.COM

গাথা—পদ্য
গাঁথা—রচনা করা

গায়কী—বিশেষ গীতরীতি
গায়িকা—যে মেয়ে গান করে

গিরিশ—মহাদেব
গিরীশ—হিমালয়

গুহ্য—গোপ্য
গুল্‌ফ—গোড়ালি
গুম্ফন—রচনা, সৃষ্টি

গোলক—গোলাকার বস্তু
গোলোক—বৈকুণ্ঠধাম

গ্রন্থী—বহু গ্রন্থপাঠক
গ্রন্থি—গাঁট

গ্রামীণ—গ্রাম্য
গ্রামণী—গ্রামের নেতা

গৃহীতা—যে নারীকে গ্রহণ করা হইয়াছে
গ্রহীতা—গ্রহণকারী (পুং)

ঘূর্ণমান—যাহা ঘুরিতেছে
ঘূর্ণ্যমান—যাহাকে ঘোরানো হইতেছে

চন্দ্রমা—চন্দ্র
চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না

চর্চা—অনুশীলন
চর্যা—আচরণ

চলচ্চিত্র—ছায়াছবি
চলচ্চিত্ত—চঞ্চলমতি

চাণক্য—ইতিহাসবিখ্যাত পণ্ডিত
চানক্য—চাঁদোয়া

চির—দীর্ঘকাল
চীর—ছিন্নবাস

চূত—আম্র, আম্রবৃক্ষ
চ্যুত—ভ্রষ্ট

চৈত্ত—চিত্ত-সম্বন্ধীয়
চৈত্য—বৌদ্ধমঠ, প্রার্থনামন্দির

জাতি—বংশ, বর্ণ
জাতী—মালতী ফুল

জাতিস্মর—পূর্বজন্মের কথা যাহার স্মরণে আছে
জাতীশ্বর—বর্ণশ্রেষ্ঠ

জ্বালা—যন্ত্রণা
জালা—মৃৎপাত্রবিশেষ

জমক—আড়ম্বর
যমক—কাব্যের অলংকারবিশেষ

জ্যোতিষ—জ্যোতির্বিদ্যা
যতীশ—মুনিশ্রেষ্ঠ

টিকা—তিলক
টীকা—সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

তরণি—সূর্য
তরণী—নৌকা
তরুণী—যুবতী

তত্ত্ব—গূঢ় অর্থ, সংবাদ
তথ্য—বিষয়

তদীয়—তাহার
ত্বদীয়—তোমার

তাদৃশ—সেইরূপ
ত্বাদৃশ—তোমার মতো

দৈত্য—রাক্ষস
দর্ভ—দূর্বা, কুশ ইত্যাদি তৃণ

দাড়ি—চিবুক, শ্মশ্রু
দাঁড়ী—দাঁড় টানে যে
দাঁড়ি—পূর্ণচ্ছেদ, তুলাদণ্ড

দার—পত্নী
দ্বার—দরজা

দুকুল—দুই বংশ
দূকূল—দুই তীর, ক্ষৌমবাস

দূত—চর
দ্যূত—পাশা

দূতী—সংবাদবাহিকা
দ্যুতি—দীপ্তি

দুরবস্থ—দরিদ্র
দুরবস্থা—দারিদ্র্য

দয়িত—প্রিয়
দ্বৈত—দুইয়ের ভাব
দৈত্য—অসুর

দীপ—প্রদীপ
দ্বিপ—হস্তী
দ্বীপ—জলবেষ্টিত স্থল

দূরভাষণ—টেলিফোন
দুর্ভাষণ—কটূক্তি

দূরস্থ—দূরবর্তী
দুরস্ত—পরিপাটী

দিনেশ—সূর্য
দীনেশ—দরিদ্রের বন্ধু

দেশ—রাজ্য
দ্বেষ—হিংসা

দীপ্ত—উজ্জ্বল
দৃপ্ত—গর্বিত

দুর্ভগ—ভাগ্যহীন
দুর্ভোগ—দুর্গতি

দুষ্কৃত—দুষ্কার্য
দুষ্কৃতী—দুষ্কর্মকারী

ধনী—ধনশালী
ধ্বনি—শব্দ
ধনি—হে সুন্দরী

ধেয়—গ্রহণীয়
ধ্যেয়—ধ্যানযোগ্য

ধুনি—সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড
ধুনী—নদী

নন্দিত—বন্দিত
নিন্দিত—নিন্দাপ্রাপ্ত

নিদান—মূল কারণ
নিধান—খনি

নিষঙ্গ—তূণীর
নিঃসঙ্গ—সঙ্গীহীন
নিঃসংজ্ঞ—সংজ্ঞাহীন

নিয়োজ্য—ভৃত্য
নিয়োগ্য—প্রভু

নিরাশ—হতাশ
নিরাস—খণ্ডন

নিরত—ব্যাপৃত
নীরত—বিরত

নিরাপত্তা—বিপন্মুক্তি
নিরাপত্তি—যাহাতে আপত্তি নাই

নিরস্ত—ক্ষান্ত
নিরস্ত্র—অস্ত্রহীন

নিশুতি—গভীর
নিষুতি—নিদ্রা, নিদ্রিত

নীপ—কদম্ব
নৃপ—নরপতি

নিহত—বিনষ্ট
নিহিত—রক্ষিত

নীর—জল
নীড়—পাখির বাসা

নীরাহার—জলপান
নিরাহার—অনাহার

নিরসন—দূরীকরণ
নিরশন—অনাহার

নিরাকার—আকারহীন
নীরাকার—জলের আকারের মতো

নীতি—ধর্মসংগত বিধান
নিতি—নিত্য

নিশিত—শাণিত
নিশীথ—মধ্যরাত্র

নির্বচন—সূত্র
নির্বাচন—বাছিয়া লওয়া

নির্জর—জরাহীন
নির্ঝর—ঝরনা
নির্জ্বর—তাপশূন্য

নিবৃত্ত—বিরত
নির্বৃত—নিযুক্ত, সন্তুষ্ট

নিবৃত্তি—ক্ষান্তি
নির্বৃতি—শান্তি, অবসান

পঠন—নিজে পড়া
পাঠন—অপরকে পড়ানো

পদ্য—ছন্দোবদ্ধ রচনা
পাদ্য—পা ধুইবার জল
পদ্ম—পুষ্পবিশেষ

পদ্মাকর—পদ্মশোভিত পুষ্করিণী
পদ্মালয়া—লক্ষ্মীদেবী

পরিচ্ছদ—পোশাক
পরিচ্ছেদ—গ্রন্থের বিষয়বিভাগ

পরুষ—কর্কশ
পুরুষ—নর

BANGODARSHAN.COM

পরভৃৎ—কাক
পরভৃত—কোকিল

পরীক্ষিত—যাহার পরীক্ষা হইয়াছে
পরীক্ষিৎ—অর্জুনের পৌত্র

পুরোযায়ী—অগ্রগামী
পরিযায়ী—অভিবাসনকারী

পরিষদ্—সভা
পারিষদ—সভাসদ্

প্রতিবেদন—বিবরণী
পরিবেদন—জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত সত্ত্বেও কনিষ্ঠের বিবাহ

প্রভূত—প্রচুর
প্রভুত্ব—আধিপত্য

পচ্য—রাঁধিবার যোগ্য
পাচ্য—যাহা পরিপাক করা যায়

পরামর্শ—যুক্তি, উপদেশ
পরামর্ষ—ক্ষমা, সহন

পরান্ন—অন্যের অন্ন
পরাহ্ণ—বিকালবেলা

পূর্বাহ—আগের দিন
পূর্বাহ্ণ—দিনের প্রথমভাগ

পক্ষ—দল, ডানা
পক্ষ্ম—অক্ষিলোম

পিষ্ট—চূর্ণিত
পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত
পৃষ্ঠ—পশ্চাদ্দেশ

পূর্বরাত্র—একই রাত্রির প্রথমাংশ
পূর্বরাত্রি—গতরাত্রি

পর্যাপ্ত—পরিমিত অথচ পূর্ণ
অপর্যাপ্ত—প্রয়োজনের অতিরিক্ত

প্রকার—রকম
প্রাকার—প্রাচীর

প্রথিত—বিখ্যাত
প্রোথিত—ভূমিগর্ভে নিহিত

প্রদান—বিতরণ
প্রধান—মুখ্য

প্রস্ত—দফা, সেট
প্রস্থ—বিস্তার

প্রাপ্ত—যাহা পাওয়া গিয়াছে
প্রাপ্য—যাহা পাওয়া উচিত

পোষক—পোষণকারী
পোশাক—পরিচ্ছদ

প্রণব—ওঁকার
পণব—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ

প্রতিমা—প্রতিমূর্তি
প্রথিমা—স্থূলতা

প্রভব—উৎপত্তিস্থান
প্রভাব—প্রভুত্ব

প্রসাদ—অনুগ্রহ
প্রাসাদ—অট্টালিকা

প্রত্যহ—প্রতিদিন
প্রত্যূহ—বাধাবিঘ্ন

প্রসাদন—সন্তুষ্টীকরণ
প্রসাধন—অঙ্গসজ্জা-সম্পাদন

প্রতীক্ষমাণ—অপেক্ষাকারী
প্রতীক্ষ্যমাণ—যাহার অপেক্ষা করা হয়

ফাল্গুনি—অর্জুন
ফাল্গুনী—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা

বনিতা—নারী
ভণিতা—কবিনামযুক্ত ছন্দোবদ্ধ উক্তি

বাণী—বাক্য
বানি—পারিশ্রমিক

বাধা—ব্যাঘাত
বাঁধা—আটকানো, বন্ধক

বাণ—শর
বান—বন্যা

বন্দন—পূজা
বন্ধন—বাঁধন

বল্লব—গোপ, পাচক
বল্লভ—স্বামী, প্রণয়ী

বর্ষাতি—বর্ষারোধকারী জামা
বর্ষাতী—বর্ষায় উৎপন্ন

বিমর্শ—বিশেষ বিবেচনা
বিমর্ষ—বিষন্ন (বিণ), অসন্তোষ (বি)

বিতান—মণ্ডপ
বিস্থান—স্থানচ্যুত

বিন্ন—ভীত
বিন্ন—ব্যাঘাত

বিশদ—বিস্তৃত
বিষাদ—দুঃখ

বিষাণ—শৃঙ্গাকার বাদ্যযন্ত্র
বিষান—বিষাক্ত হওয়া

বিবৃত—বর্ণিত
বিবৃত্ত—ঘূর্ণিত

বসন—বস্ত্র
বেসন—ছোলা মটর প্রভৃতির গুঁড়া
ব্যসন—বিপদ্, কুক্রিয়া

বিজন—জনশূন্য
বীজন—বাতাস দেওয়া

বিজিত—পরাজিত
বীজিত—যাহাকে বাতাস দেওয়া হইয়াছে

বিত্ত—সম্পত্তি
বৃত্ত—গোলাকার ক্ষেত্র

ব্রজ—বৃন্দাবনধাম
বজ্র—বাজ
বর্জ্য—বর্জনীয়

বৃতা—বরণীয়া
বৃত্র—অসুরবিশেষ

বৈয়াসিক—ব্যাসনন্দন
বৈয়াসিক—ব্যাসরচিত

বৈচিত্র্য—চিত্তের ভাবান্তর
বৈচিত্র্য—বিচিত্রতা

বীরোচিত—বীরের উপযুক্ত
বিরচিত—প্রণীত

বিশ—কুড়ি
বিষ—গরল
বিস—মৃণাল

বিস্তর—প্রচুর
বিস্তার—ব্যাপ্তি

বিদ্যমান—অবস্থিত
বিধ্যমান—যেটিকে বিদ্ধ করা হইতেছে

বিস্মৃত—বিস্মরণযুক্ত
বিস্মিত—চমৎকৃত

বিত্রস্ত—বিশেষ ভীত
বিস্রস্ত—বিশেষভাবে স্খলিত

বিরাট্—সর্বব্যাপী, বিশাল
বিরাট—মৎস্যরাজ্য

ব্যবহিত—ব্যবধানবিশিষ্ট
ব্যবহৃত—যাহা ব্যবহার করা হইয়াছে

ভাস্কর—সূর্য, মূর্তিনির্মাণকারী
ভাস্বর—উজ্জ্বল

ভ্রষ্ট—চ্যুত
ভৃষ্ট—ভাজা হইয়াছে এমন

ভগিনী—বোন
ভোগিনী—বিলাসিনী

ভগবতী—দুর্গা
ভাগবতী—ভগবদ্-বিষয়ক

ভয়াবহ—ভয়ংকর
ভয়াপহ—ভয় অপহরণ করেন যিনি

মতি—মনের গতি
মোতি—মুক্তা

মনোভব—কামদেব
মনোভাব—অভিপ্রায়

মূল্যবান্—দামী (বিণ)
মূল্যমান—মূল্যের পরিমাণ (বি)

মহিত—পূজিত
মোহিত—মুগ্ধ

মাথাল—তালপাতার টোকা
মাথালো—বুদ্ধিমান্

মিলন—সন্ধি
মীলন—প্রকাশ

মুখপত্র—ভূমিকা, মুখবন্ধ
মুখপাত্র—প্রতিভূস্থানীয় ব্যক্তি বা প্রতিনিধিস্থানীয় পত্রিকা

যোগরূঢ়—যৌগিক অথচ বিশেষ অর্থপ্রকাশক
যোগারূঢ়—যোগসাধনায় মগ্ন

যাচক—প্রার্থী
যাজক—পুরোহিত

যজ্ঞ—বৈদিক পূজানুষ্ঠান
যোগ্য—উপযুক্ত

BANGODARSHAN.COM

যোদ্ধা—যুদ্ধপটু বীর
যোধ্যা—যে নারীকে যুদ্ধে পরাস্ত করা যায়

যতি—ছেদচিহ্ন
যতী—ঋষি

রসনা—জিহ্বা
রশনা—নারীর কটিভূষণ

রঞ্জিত—রংযুক্ত, সন্তোষিত
রণজিৎ—যুদ্ধজয়ী

রাঁধনি—মসলাবিশেষ
রাঁধনী—পাচিকা

রহিত—বাতিল
রোহিত—রুই মাছ

ললিত—সুন্দর
লোলিত—শিথিল

লক্ষ—শত সহস্র
লক্ষ্য—দৃষ্টি, উদ্দেশ্য, লক্ষণীয়

লক্ষণ—চিহ্ন
লক্ষ্মণ—সুমিত্রার জ্যেষ্ঠ পুত্র

লব্ধ—অর্জিত
লভ্য—লাভ হিসাবে পাওয়ার যোগ্য

লেহ্য—যাহা চাটিয়া খাইতে হয়
ন্যায্য—ন্যায়সংগত

শংকর—শিব
সংকর—মিশ্রণ

সকল—সব
শকল—খণ্ড, মাছের আঁশ

শম—শান্তি
সম—সমান, সংগীতে তালের সমাপ্তি

সমর্থক—সমর্থনকারী
সমার্থক—একই অর্থবিশিষ্ট

সমীহ—সম্ভ্রমপ্রদর্শন
সমীহা—চেষ্টা, ইচ্ছা

সব্য—বাম
সভ্য—সভায় সাধু

শরদ—সরোদ
শরৎ—ঋতুবিশেষ
শারদ—শরৎকালীন

শয়িত—যে শুইয়া আছে
শায়িত—যাহাকে শোয়ানো হইয়াছে

শপ্ত—শাপগ্রস্ত
সপ্ত—সাত

সন্ধা—স্থিরনিষ্ঠা
সন্ধ্যা—দিনরাত্রির সন্ধিকাল

সর্গ—কাব্যের অধ্যায়
স্বর্গ—দেবলোক

শর্ব—শিব
সর্ব—সকল, শিব, বিষ্ণু

শশাঙ্ক—চন্দ্র
সশঙ্ক—শঙ্কাযুক্ত

শেখর—শিরোভূষণ
শিখর—গিরিশৃঙ্গ

শাত—ছিন্ন
সাত—সপ্ত

শারদা—দুর্গা
সারদা—সরস্বতী

শান্ত—ধীর
সান্ত—সসীম

শিল—শিলা
শীল—স্বভাব
সীল—নামমুদ্রা, মৎস্যবিশেষ

সংজ্ঞা—চৈতন্য
সংজ্ঞার্থ—পারিভাষিক অর্থ

সংবিৎ—চেতনা
সংবীত—বেষ্টিত

সংবৃত—আবৃত, সংকুচিত
সংবৃত্ত—নিষ্পন্ন

সংশয়—সন্দেহ
সংশ্রয়—আশ্রয়

সংহত—সুদৃঢ়
সংহিত—সংকলিত

শিত—তীক্ষ্ণ
শীত—ঋতুবিশেষ
সিত—সাদা

সখিত্ব—সখার ভাব, সখ্য
সখীত্ব—সখীর ভাব

শরবৎ—তীরের মতো
শরবত—সুমিষ্ট শীতল পানীয়

শস্য—ফসল
শোষ্য—যাহাকে শোষণ করা চলে

সিতা—চিনি, মিছরি
সীতা—জনকদুহিতা
শিতা—দুর্বলা

শিকড়—মূল
শীকর—জলকণা

শিরিস—একপ্রকার আঠা
শ্রীশ—নারায়ণ
শিরীষ—বৃক্ষ বা ফুলবিশেষ

সীমন্ত—সিঁথি
সীমান্ত—শেষ সীমা

সান্দ্র—তরল অথচ গাঢ়
সান্ধ্য—সন্ধ্যা-সম্বন্ধীয়

সিক্থ—একগ্রাস অন্ন
সিক্ত—ভিজা

সিতি—শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ
সিঁথি—কেশরাশির মধ্যবর্তী সরলরেখা

সুক্ত—তিক্তাস্বাদ ব্যঞ্জনবিশেষ
সূক্ত—বেদমন্ত্র

শুক্তি—ঝিনুক
সূক্তি—শোভনোক্তি

শূর—বীর
সুর—দেবতা, নিয়ন্ত্রিত গীতধ্বনি
সূর—সূর্য

শূকর—শুয়োর
সুকর—সুসাধ্য

সুত—পুত্র
সূত—সারথি

শুচি—পবিত্র
সূচী—তালিকা, সূচ

শুদ্ধ—পবিত্র
সুদ্ধ—সমেত, কেবল

সবল—বলযুক্ত
শবল—নানাবর্ণযুক্ত
স্ববল—নিজের শক্তি

শৌরি—শ্রীকৃষ্ণ
সৌরি—যম

স্তবক—গুচ্ছ
স্তাবক—খোশামোদকারী

স্বর—আওয়াজ
স্মর—কামদেব

শ্মশ্রু—দাড়ি
শ্বশ্রূ—শাশুড়ী

স্বকৃত—নিজের তৈয়ারী
সকৃৎ—একবার

শৈত্য—শীতের ভাব
শ্বৈত্য—শুক্লতা

শম্ভু—শিব
স্বয়ম্ভূ—ব্রহ্মা

শিকার—মৃগয়া
স্বীকার—অঙ্গীকার

শ্রুতি—বেদ, শ্রবণ, কর্ণ
স্রুতি—ক্ষরণ

সেবমান—সেবাকারী পুত্র বা শিষ্য
সেব্যমান—সেবাগ্রহণকারী গুরু বা পিতা

সাধুতা—সজ্জনতা
স্বাদুতা—মিষ্টত্ব

সাধন—সম্পাদন
স্বাদন—বিনাশন

সাক্ষর—অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন
স্বাক্ষর—দস্তখত

স্তম্ব—তৃণগুচ্ছ
স্তম্ভ—থাম

সরূপ—সমান রূপবিশিষ্ট
স্বরূপ—আত্মার রূপ

সার্থ—বণিগ্‌দল
স্বার্থ—নিজের প্রয়োজন
সার্থক—সফল

সত্য—যথার্থ
সত্ত্ব—সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ
স্বত্ব—অধিকার

স্বগত—আত্মগত
স্বর্গত—স্বর্গে গত

BANGODARSHAN.COM

স্ত্রৈণ—স্ত্রীর বশীভূত
স্তৈন—চৌর্য

সজন—জনগণের সহিত
স্বজন—আত্মীয়
সর্জন—সৃষ্টি

স্কন্দ—কার্তিকেয়
স্কন্ধ—সর্গ, বৃক্ষকাণ্ড, কাঁধ

স্বয়ংবর—কন্যাকর্তৃক পতিনির্বাচন
স্বয়ম্ভর—স্বাবলম্বী

শরণ—আশ্রয়
স্মরণ—স্মৃতি
সরণ—গমন

স্মিত—ঈষৎ হাস্যযুক্ত
স্মৃত—যাহা স্মরণ করা হইয়াছে

হিমাদ্রি—হিমালয়
হেমাদ্রি—সুমেরু পর্বত

হরিদশ্ব—সূর্য
হরিতাশ্ম—মরকতমণি

কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য কর : ছেলের মনের **কালি** (কলঙ্ক) সর্বাঙ্গে মেখেই তো বিশ্বমাতা **কালী** (দেবী কালিকা) হয়েছেন। এ কাব্যের প্রতি **সর্গে** (অধ্যায়) **স্বর্গ** (দেবভূমি)-জ্যোতি করিছে বিরাজ। "গান শুনেই **অন্নরস** (খাদ্য) ছেড়ে ঠাকুর এখন অন্যরসে (অপর) মজেছেন।" "মায়া **তত্ত্ব** (গূঢ় অর্থ) নয়, কিন্তু **তথ্য** (প্রকৃত অবস্থা)।" আভিজাত্য এ শিশুর ভালপট-'পরে দীপ্যমান স্বর্ণাক্ষরে রাখে নাই আপন **স্বাক্ষর** (দস্তখত)। জনে জনে করিতে **সাক্ষর** (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন) যুবজন উঠেছে মাতিয়া। **অবিরাম** (না থামিয়া) ঝমঝম চলেছে যে বৃষ্টি। **অভিরাম** (মনোরম) দৃশ্য হেন হেরিনি জীবনে। **আপন** (নিজ) কোলে ঝোল টানতে গিয়েই তাঁর ভরা **আপণ** (দোকান) বিলীন হল। সেনাদল শত্রুকে আক্রমণে **উদ্যত** (প্রস্তুত) হল। তার **উদ্ধত** (দুর্বিনীত) ব্যবহারে সকলেই মর্মাহত হলেন। তাঁর হৃদয় **কমলের** (পদ্মের) মতো **কোমল** (নরম)। "**কৃত্তিবাস** (শ্রীরাম পাঁচালী-রচয়িতা) **কীর্তিবাস** (বিখ্যাত) কবি এ বঙ্গের অলংকার।" রাজগুরু **কুশাসনে** (তৃণাসনে) উপবেশন করলেন। রাজার **কুশাসনে** (অবিচারে) রাজ্য ধ্বংস হয়। **গিরিশ** (মহাদেব)-করে **গিরীশ** (হিমালয়) করে গৌরী-সম্প্রদান। পৃথিবী একটি বিরাট্ **গোলক** (গোলাকার বস্তু)। **গোলোকের** (বৈকুণ্ঠের) লক্ষ্মীই তো মর্ত্যে মা সারদা। **চিত্ত** (মন)-জয়ই সাধনার প্রথম ও শেষ কথা। "যেন **চিত্রের** (ছবি) পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে র'ল।" তার চোখেমুখে বিরক্তির **লক্ষণ** (চিহ্ন) ফুটে উঠল। "**লক্ষ্মণ** (রামানুজ) ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ।" **জীব** (প্রাণী)-হৃদিমাঝে সদা বসতি শিবের। সংসারের ঘানি টানতে টানতেই **জিভ** (জিহ্বা) বেরিয়ে যাচ্ছে। "বাংলাদেশে **বর্ষা** (ঋতুবিশেষ) এসে লাগিয়ে দিল ধুম।" শত্রুর শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে প্রহরী **বর্শা** (অস্ত্র) নিক্ষেপ করল। "দুঃখ **বিনা** (ব্যতীত) সুখলাভ হয় কি মহীতে ?" রাজবালা **বীণা** (বাদ্যযন্ত্র)-বাদনে নিরত ছিলেন। বাঙালীর **মুখে** সে হাসি আর নেই। মাধবের কৃপায় **মূক** (বোবা) মুখর হয়। "ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া **শরণ** (আশ্রয়) লইনু আমি।" আপনাকে কোথায় দেখেছি **স্মরণ** (স্মৃতি) হচ্ছে না। "যেমন ভয়ংকর **আস্য** (মুখ), তেমনি অভয়ংকর **হাস্য** (হাসি)।" "অসীম **সিন্ধুকে** (সমুদ্রকে) বন্দী করতে পেরেছে কে কবে লোহার **সিন্দুকে** (বড়ো বাক্সে) ?" বর্তমানে যে বই যত বেশী **বিকৃত** (শ্রীভ্রষ্ট) সে বই তত বেশী **বিক্রীত** (বিক্রয় করা হইয়াছে এমন)। নামে কিছু আসে যায় বইকি, কেননা নামই **শব**, নামহারা শুধু **শব** (মৃতদেহ)। সবাই যদি **যজ্ঞ** (বৈদিক ক্রিয়া) নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন, তাহলে দেশরক্ষার **যোগ্য** (উপযুক্ত) লোক মিলবে কোথায় ? **পুরাণ** (প্রাচীন লোকশিক্ষার কাব্যগ্রন্থ)-

কাহিনী বলে কি হরিশ্চন্দ্র **পুরনো** (সেকেলে) হয়েছে ? "যত করি তাড়া নাহি পাই **সাড়া** (আহ্বানের উত্তর), খুঁজে ফিরি **সারা** (সমস্ত) দেশটা ।" কবি বৃক্ষছায়ায় **শায়িত** (শয়ান) ছিলেন, শুশ্রূষাকারীরা তাঁকে ধরাধরি করে শয্যায় **শায়িত** (যাহাকে শোয়ানো হইয়াছে) করলেন । "**শর** (তীর)-জালে আচ্ছন্ন গগন ।" একমাত্র অনুরাগের **স্বরই** (কণ্ঠধ্বনি) ঈশ্বরকে সরাসরি স্পর্শ করে । এমন সুরের গীতটি **গেঁয়ো** গায়কের কণ্ঠে পড়ে আর শ্রব্য রইল না । "ভক্তের **ভালোবাসা** (প্রেম) যাঁর সবচেয়ে **ভালো বাসা** (শ্রেষ্ঠ আশ্রয়) তিনিই তো পীতবাস ।" "পাহাড়ের **গম্ভীরতা** (গাম্ভীর্য) ও পুকুরের **গভীরতা** (নিম্নের দিকে সুদূর বিস্তৃতি) দুইটিরই কিছুমাত্র লাঘব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ।" "দেহকে যারা দেহাতীতের **আলয়** (আশ্রয়) বলে জেনেছে, তাঁরই **আলোয়** (আলোকে) যারা দেহালয়কে দেখেছে, একমাত্র তারাই বলতে পারে 'আমার **এই** দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো ।' " আপনার আগমনের **অব্যবহিত** (ব্যবধানশূন্য) পূর্বেই এতদিনের **অব্যবহৃত** (ব্যবহার করা হয় নাই এমন) এসরাজটি ঝাড়ামোছা হয়েছে । **পরশু** (আগামীদিনের পরদিন) আপনাদের **ওখানে** যাচ্ছি । **পরস্ব** (পরের ধন)-অপহারীকে কে বিশ্বাস করে ? "**উদার** ছন্দে পরমানন্দে **বন্দন** (পূজা) করি তাঁরে ।" প্রেমের **বন্ধনেই** (বাঁধন) সেই চির-অধরা ধরা দেন । "ভারতের **কপালে** (ললাটে) হিমাচল, তাই তার **কপোলে** (গণ্ডদেশে) জাহ্নবী-যমুনার ধারা ।" **রক্তকরবী** (পুষ্পবিশেষ) ছিল নন্দিনীর প্রিয়তম অলংকার । "অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল **কবরী** (খোঁপা) বাঁধিয়ো ।" দৈত্যরাজ **বলি** (অসুরবিশেষ—প্রহ্লাদের পৌত্র) ছিলেন আন্তর বলে প্রচণ্ড **বলী** (বলবান্) । এমনকিছু কথা কাউকে বলা উচিত নয় যাতে তার প্রাণে **বেদনা** (ব্যথা) লাগে । একদানা ভাত যাদের জোটে না তাদের আঙুর-**বেদানা** (ফলবিশেষ) খেতে বলা **উপহাস** করা বইকি । কোনো প্রতিষ্ঠানের **পত্তনের** (আরম্ভ) মূলে প্রচণ্ড পরিশ্রম আর অধ্যবসায় দরকার, কিন্তু স্বার্থপরতার সামান্যতম ঘুণেই প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের **পতন** (বিনাশ) ঘটায় । "দীনতারা, ঘুচাও **দীনের** (দরিদ্র) **দুর্দিন** (সময়) ।" **অপভাষ** (নিন্দা) ও **অপভাষা** (নিকৃষ্ট ভাষা) কারো মুখেই শোভা পায় না, তা তিনি যেই হন ।

শুদ্ধীকরণ

যেকোনো ভাষা শুদ্ধভাবে লিখিতে হইলে সে ভাষার প্রতিটি **শব্দের** বানান শুদ্ধভাবে জানা চাই । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, **বঙ্গভাষাভাষী** ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষাতেই বানানভুলের বহর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে । তাহাদের ভাষা সুন্দর, ভাব স্বচ্ছ, অথচ অপরিমিত বানানভুল থাকায় লেখাটি পরীক্ষকের বিরক্তি জাগায় ।

ছাত্রছাত্রীগণের এই যে বানানভুলের প্রবণতা ইহার পিছনে প্রেরণাও কম নাই । অত্যাধুনিকতার দোহাই দিয়া ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছামতো বানান লিখিবার মোহ শিক্ষিতমহলেই যেখানে ক্রমবর্ধমান, অনেক কবি-সাহিত্যিক তথা তাঁহাদের গ্রন্থ-প্রকাশকগণ বানানের বিশুদ্ধিরক্ষায় যেখানে চরম শৈথিল্যপ্রদর্শন করেন, শিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যমরূপে স্বীকৃত দূরদর্শনের পর্দায় যেখানে বানানভুলের ছড়াছড়ি, তরল-মতি ছাত্রছাত্রীগণ সেখানে বানানভ্রান্তির সহজ শিকারে যে পরিণত হইবে ইহা তো খুবই স্বাভাবিক । **ছাত্রসমাজের এই সংকটমুহূর্তে শিক্ষকগণকেই সর্বাধিক যত্নবান্ হইতে হইবে** । ছাত্র-শিক্ষক উভয়কেই মনে রাখিতে হইবে—**মাতৃ-অঙ্গে পঙ্কনিক্ষেপের অধিকার কাহারও নাই**, তা তিনি যেকোনো বিষয়ে যত বড়োই হউন না কেন এবং তাঁহার নামের পশ্চাতে দেশীবিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব যত আয়ত-পরিমাণেই থাকুক না কেন ।

BANGODARSHAN.COM

বানানভুলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এখন হইতেই হুঁশিয়ার হইতে হইবে । **ব্যাকরণের সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিতে হইবে, প্রতিটি শব্দ নির্ভুল উচ্চারণ করিতে হইবে, সে উচ্চারণ কান পাতিয়া শুনিতে হইবে, প্রতিটি শব্দের বানান সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে, বারকয়েক লিখিয়া বানানগুলিকে আয়ত্ত করিতে হইবে** । দশবার পড়িলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার লিখিলে ততোধিক সুফল পাওয়া যায় । **বিজ্ঞাপন বা পত্রপত্রিকা দেখিয়া বানান শিখিবে না** । একখানি **চলন্তিকা** (অভিধান) বা **সংসদ বাঙালা অভিধান** সর্বদাই হাতের কাছে রাখিবে । সন্দেহ জাগিবামাত্র নির্ভুল বানানটি অভিধানে দেখিয়া লইবে । আগ্রহ, অধ্যবসায় আর নিয়মিত অভ্যাস ছাড়া বানানশিক্ষার আর কোনো সহজপথ নাই ।

সমাসবদ্ধ পদটিকে বিচ্ছিন্নভাবে লেখা, পঙ্‌ক্তির শেষে কোনো শব্দ পুরাপুরি না ধরিলে কোন্ অংশে শব্দটিকে ভাঙিতে হয় ঠিকমতো না জানিয়া যেখানে-সেখানে ভাঙা—এ-সমস্তই বানানভুল বলিয়া ধরা হয় ।

সচরাচর যে-সমস্ত শব্দ ছাত্রছাত্রীরা ভুল করিয়া থাকে, আমরা সেইসমস্ত শব্দের নির্ভুল রূপটিই তুলিয়া ধরিলাম, **শিক্ষার্থীর সম্মুখে অশুদ্ধ রূপ তুলিয়া ধরা আদৌ মনস্তত্ত্ব-সম্মত নয়** বলিয়াই এই ব্যবস্থা । বিশেষ প্রয়োজনস্থলে বন্ধনীমধ্যে সংশোধনের কারণটিও প্রদত্ত হইল । এই প্রসঙ্গে **ণত্ববিধি, ষত্ববিধি, সন্ধি, লিঙ্গ, বচন, বিশেষণ, সমাস, প্রত্যয় প্রভৃতি অধ্যায়গুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট অনুশীলনীগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য** । (আমরা ব্যাকরণসিদ্ধ শুদ্ধ রূপগুলিরই উল্লেখ যথাস্থানে করিলাম । সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাকরণবিরুদ্ধ অথচ বহুপ্রচলিত শব্দগুলিরও উল্লেখ যথাযথ করিলাম । কিন্তু **শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যাকরণবিরুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়**—এই কথাটি নিজেদের স্বার্থেই ছাত্রছাত্রীগণের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত ।)

(১) **ই, ঈ-ঘটিত :** পৃথিবী, শারীরিক (শরীর+ফিক), শরীরী, পিপীলিকা, বিভীষিকা, বিভীষণ, নিমীলিত, সম্মিলিত, মরীচিকা, শ্রীমতী, রীতি, বাসুকি, দাবি, দধীচি, দীধিতি (আলোক), মীমাংসা, রথী, সারথি, ভাগীরথী, বাল্মীকি, উন্মীলন, সম্মিলন, সুধী (সম্বোধনের একবচনেও সুধী, কদাপি সুধি নয়), অতীন্দ্রিয়, সমীহ, নীরাকার, ঈপ্সিত, পাঞ্জাবী, উষ্ণীষ, হীন, তুহিন, প্রীতি, প্রতীতি, প্রাচী, প্রতীচী, অবাচী, উদীচী, উদীচ্য, বীভৎস, ইঙ্গিত, অতীব, বীতশ্রদ্ধ, বীতরাগ, সমীরিত, অঞ্জলি, নির্ণেয়, নির্ণীত, গীতাঞ্জলি, নির্নিমেষ, আরতি, ভারতী, সমীচীন, উদাসীন, ঔদাসীন্য, সমীপ, পাণিনি, পরীক্ষা, অতীত, পরীক্ষিত, পরীক্ষিৎ, নিরীক্ষণ, নিরীক্ষিত, সীমন্ত, সিঁথি, কীর্তনীয়, কীর্তনিয়া (কীর্তনগান যাহার পেশা), কীর্তি, ভিড়, গাণ্ডীব, প্রিয়, নিয়তি, পুঞ্জিত, পুঞ্জীভূত, গৃহীত, গ্রহীতা, গ্রহীত্রী (গ্রহণ করেন এমন নারী), পীযূষ, গৃহস্থালি, পাকস্থলী, পাকস্থালী (রন্ধনপাত্র), উদীরিত, পূরবী, দেরি, দেবী, কিরীটী, কিরীটিনী, অনীকিনী, জৈমিনি, গরীয়সী, মহীয়সী, অরুন্ধতী, অপকারী, অপকারিতা (অপকারিন্+তা, ন্ লোপ), উপকারী, উপকারিতা, প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উপযোগী, উপযোগিতা, বিদ্বেষী, নীরস, বিরস, ফাল্গুনী

(ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা), ফাল্গুনি (অর্জুন), কৃষিজীবী, মসীজীবী, বার্তাজীবী, জীবিকা, মনস্বী, মনীষী, মনস্বিতা, মনস্বিনী, সখীত্ব (নারীদের মধ্যে বন্ধুত্ব), সখিত্ব (বন্ধুত্ব), বিকীর্ণ, বিকিরণ, উদ্‌গীর্ণ, উদ্‌গিরণ, বিজিগীষা (বি-√জি+সন্ +অ+আ), বন্দী, বন্দিত্ব, দায়ী, দায়িত্ব, স্থায়ী, স্থায়িত্ব, একাকী, একাকিত্ব, একাকিনী, চমৎকারিত্ব, স্ত্রীত্ব, নারীত্ব, সর্বাঙ্গীণ, সর্বাঙ্গিক, ধন্বন্তরি, ত্রিপুরারি, স্থবির, মুরারি, শ্রোত্রিয়, অভীপ্সিত (অভি+ঈপ্সিত), উপাধি, পদবী, সলিল (জল), সলীল (লীলাযুক্ত), ভারবি, নীবার, জ্যোতিরীশ।

(২) **ঊ, উ-ঘটিত :** স্তূপ, স্তূপীকৃত, চূষ্য, চূষণীয়, মহীরুহ, দুরধিগম্য, ঊর্বর, ঊষর, মধুসূদন, নিষূদিনী, মুহূর্ত, মুহুর্মুহুঃ, মুমূর্ষু, ঊর্ধ্ব, অনূর্ধ্ব, তদূর্ধ্ব, সিন্দুর, সিঁদুর, নূপুর, সমূহ, শূন্য, ঊহ্য, মূঢ়, অব্যূঢ়, নূতন, নতুন, কটূক্তি, সরযূ, বিদ্রূপ, আকূতি, উদ্ভূত, পরাভূত, অদ্ভুত [অৎ (আশ্চর্যরূপে)- √ভূ+ডুতচ্—**হ্রস্ব** সূত্রানুসারে ধাতুর দীর্ঘস্বর **হ্রস্ব** হয়]; কৌতুক, কৌতূহল, কেয়ূর, বৈদূর্য, দূষিত, দূষণীয়, দূষ্য, প্রতিকূল, অনুকূল, বধূ, ন্যূন, স্ফুরণ, শুশ্রূষা, শার্দূল, ধূপ, ধূনা, ধূম, ধূমধাম, দূর, দূরত্ব, দূরবস্থা দূরস্থ, মূর্তি, মূর্ত, ময়ূর, পুণ্য, দুর্গা, দুর্গতি, ভুল, ক্রূর, প্রসূন, প্রসূত, স্ফুট, পরিস্ফুট, জাগরূক (√জাগৃ+ঊক), স্ফূর্তি, শূদ্র, পীযূষ, ঊরু (জানু), উরু (মহান্), ধূসর, ধূলি, ধূলা, খেলাধূলা, ধূলো, ত্রিভুজ, স্থূল, হুলস্থূল, ধূর্ত, গণ্ডূষ, সূক্ষ্ম, শম্ভু, ধূর্জটি, স্বয়ম্ভূ, দুরূহ, আহুতি (যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাদি দান), আহূতি (আহ্বান), ভূষণ, স্যূত, অনুস্যূত, বুভুক্ষা, বুভুক্ষু, উর্বশী, মুমুক্ষু, তূষ্ণী, মূর্ছা, পূরণ, পুরাণ, পুরানো, মৃত্যুত্তীর্ণ, মরূদ্যান, লূতাতন্তু, যূথিকা, জুঁই, বিদুর (কৃষ্ণভক্ত), বিদূর (বিশেষ দূরবর্তী), বিধুর (ক্লিষ্ট), বিরূপাক্ষ, চমূ, ভুবন, ভূলোক, শূর, সুর, সূর, পূর্ব, পূব, পূজা, পূজক, পূজনীয়, পূজারী, পূজোপাসনা, পুজো, চ্যুত, অচ্যুত, চূত, চূড়া, কূপ, কুয়া।

(৩) **খ, খ্য, স্খ, ক্ষ, ক্ষ্ম-ঘটিত :** সখ্য, আখ্যা, কামাখ্যা, আখ্যাত, ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাত, ব্যাখ্যাত্রী, আলেখ্য, দক্ষ, যক্ষ, পক্ষ, পাক্ষিক, শিক্ষা, দীক্ষা, রুক্ষ, লক্ষণ (চিহ্ন), সমীক্ষা, মোক্ষ, ভক্ষ্য, ভক্ষণ, লক্ষ্য, লক্ষিত, লক্ষ্মী, লক্ষ্মণ (রামানুজ), সূক্ষ্ম, পক্ষ্ম (নেত্রলোম), যক্ষ্মা, স্খলন, স্খলিত, ক্ষুণ্ণ, ক্ষালন, ক্ষালিত, শঙ্খ, শৃঙ্খলা, উচ্ছৃঙ্খল, খিন্ন, পুঙ্খানুপুঙ্খ, কাঙ্ক্ষিত, আকাঙ্ক্ষা. শুভাকাঙ্ক্ষী।

(৪) **ট্, ট, ঠ-ঘটিত :** ইষ্ট, যথেষ্ট, আষ্টে-পৃষ্ঠে, ষষ্টি (৬০), যষ্টি, ষষ্ঠী, গোষ্ঠী, গরিষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, কনিষ্ঠ, দুষ্ট, পিষ্ট, পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠা, অঙ্গুষ্ঠ, দৃষ্টি, দিঠি, ষট্‌চক্র, ষট্‌পদ, ষট্‌ক (Sestet)।

(৫) **র, ড়, ঢ়-ঘটিত :** আষাঢ়, প্রগাঢ়, দৃঢ়, নীর, নীড়, গরুড়, আড়ম্বর, ষড়্‌যন্ত্র, ষড়্‌বিংশ, ষড়্‌ভুজ, আড়ষ্ট, গূঢ়, রূঢ়, আরূঢ়, লীঢ়, অব্যূঢ়। **শিশুদের বর্ণপরিচয়** করাইবার সময় ব-এ শূন্য র, ড-এ শূন্য র, ঢ-এ শূন্য র— **এইরূপ ভুল শিক্ষা দিবার ফলেই শিশুরা র, ড়, ঢ় বর্ণগুলির নামও শিখে না, প্রত্যেকটির সুনির্দিষ্ট উচ্চারণও শিখে না।** এমন-কি আকাশবাণী দূরদর্শন প্রভৃতি শিক্ষাপ্রসারের **শক্তিশালী** মাধ্যমগুলিতে শিক্ষিত বয়স্কদের মুখেও এই বর্ণ তিনটির যে ব্যাপক উচ্চারণ-বিকৃতি শুনা ও দেখা যাইতেছে, তাহার ফল অদূর ভবিষ্যতে মারাত্মক হইতে পারে। এবিষয়ে শিক্ষক-সমাজকেই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। **"ছাত্রগণের কর্তব্য অনুগঙ্গ বঙ্গদেশের লোকদের মুখে উচ্চারণ শুনিয়া প্রকৃত উচ্চারণ শিখিয়া লওয়া।"** —কবিশেখর কালিদাস রায়।

BANGODARSHAN.COM

(৬) **ত, ৎ, থ-ঘটিত :** উচিত, ভবিষ্যৎ, কুৎসিত, অজিত, সনৎ, ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ, রঞ্জিত, জগৎ, জাগ্রৎ, ঐরাবত, ঋণগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, অভ্যস্ত, গৃহস্থ, মুখস্থ, অস্থি, পরাস্ত, সারস্বত, খদ্যোত, প্রদ্যোত, নিশ্চিত, কৃৎ, তদ্ধিত, অর্জিত, উপস্থিত, তফাত, ফেরত, কৈফিয়ত, পঞ্চায়েত, জমায়েত, ফুরসত, মারফত, পরীক্ষিৎ (রাজাবিশেষ), পরীক্ষিত, পশ্চাৎপদ, ভগবৎ, ভাগবত, নিশীথ, স্বাস্থ্য, করিতকর্মা, নিরাপৎসু, মৃতবৎ, জীবিতবৎ, অচ্ছুত, শরবত, সহবত, বিদ্যুৎ, বৈদ্যুত, উতরাই, হারজিত।

(৭) **ণত্ব-বিধি-ঘটিত :** প্রমাণ, প্রণাম, প্রাণ, পরান, শূন্য, প্রণাশ, প্রনষ্ট (নশ্ ধাতুর তালব্য শ মূর্ধন্য ষ হইলে দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ণ হয় না), বিপণন, বানপ্রস্থ, বণিক্, দুর্নাম, অর্চনা, অবনী, ক্ষুণ্ণ, সর্বাঙ্গীণ, প্রাঙ্গণ, পূর্বাহ্ণ (হ্+ণ=হ্ণ), অপরাহ্ণ, প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, সায়াহ্ন (হ্+ন=হ্ন), মধ্যাহ্ন, চিহ্ন, জাহ্নবী, রসায়ন, রামায়ণ, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, রুগ্‌ণ (**গ্ ও ণ সংযুক্তভাবে লেখা যায় না, এইজন্য পাশাপাশি বসাইতে হয় ;** কিন্তু গ্+ন=গ্ন : ভগ্ন, মগ্ন, লগ্ন) ; রণেন্দ্র, বেণী, লক্ষ্মণ (নামবিশেষ), লক্ষণ (চিহ্ন), মূর্ধন্য, গগন, গণনা, কনক, কণিকা, যন্ত্রণা, পূর্ণ, পুণ্য, দরুন, দারুণ, ধরন, ধারণ, কঙ্কণ, কীর্তন, স্থাণু, গুণ, গুণন, ফাল্গুন, আগুন, মৃন্ময়, চিন্ময়, হিরণ্ময়, হিরণ্ময়ী, ক্ষুন্নিবৃত্তি, পাণিনি, ফণিনী, ক্ষত্রিয়াণী, গ্রন্থন, মুদ্রণ, ষাণ্মাসিক, অগ্রহায়ণ, অঘ্রান, গুঞ্জরন, শিহরন, কার্পণ্য, ভ্রাম্যমাণ, অপেক্ষমাণ, অপেক্ষ্যমাণ, ক্ষীয়মাণ, বক্ষ্যমাণ (পরে বক্তব্য), প্রবাহিণী, উচ্চার্যমাণ (যাহা উচ্চারিত হইতেছে), ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মন্, ম্রিয়মাণ, ক্রিয়মাণ, অপাস্রিয়মাণ (কর্মবাচ্যে), অপসৃয়মান (কর্তৃবাচ্যে = বাংলা শব্দ, পরস্মৈপদী ধাতুতে শানচ্ প্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণসিদ্ধ নয় বলিয়া ন), পরিবহণ, নির্বচন, নির্বাপণ, নির্গমন, কুণাল, লুণ্ঠন, লনঠন, মাণবক, ভিক্ষান্ন, বর্ষীয়ান্, ষন্নবতি।

(৮) **শ্, ষ্, স্-ঘটিত :** উর্বশী, শর্ত, শখ, শৌখিন, ভস্ম, ভীষ্ম, শস্য, শোষ্য, শিষ্য, অবতংস, নিস্তব্ধ, স্বাতী, ঈষৎ, শ্রীচরণেষু, সুচরিতাসু, নিরাপৎসু, স্নেহাস্পদেষু, দুর্বাসা, অভিলাষ, অভিসার, পুরস্কার, পরিষ্কার, পুষ্করিণী, আবিষ্কার, বহিষ্কার, বহিষ্করণ, অনুসন্ধান, আনুষঙ্গিক, নিষূদন (ই-বর্ণ ও উ-বর্ণান্ত উপসর্গের পর সন্‌জ্, সূদ্ ইত্যাদি ধাতুর স ষ হয়), শোষণ, শাসন, বিস্ময়, বিস্মৃত, প্রশংসা, পরিস্ফুট, বিস্ফারিত, বিস্ফোটক, বিস্ফোরণ, নৃশংস, দুর্বিষহ, উষা, উষসী, প্রদোষ, প্রতিষেধক, পরিষেবা, প্রসুপ্ত, সুষমা, স্যূত, শুশ্রূষা, সংশয়, সংস্রব, জিনিস, শহর, পুলিস, পালিশ, পোশাক, পোষক, পৃষ্ঠপোষক, ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ, সশঙ্ক, শশাঙ্ক, সস্তা, শসা, পুষ্প, বৃহস্পতি, সিদ্ধ, নিষিদ্ধ, নিষ্পন্ন, আসার, আষাঢ়, নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, পরিস্রুত, চাক্ষুষ, অভিষেক, পরিষিক্ত, অভিশাপ, অভিসম্পাত, আশিস্, আশীর্বাদ, শ্বশ্রূ, শ্মশ্রু, শান্ত, সান্ত (অন্ত-বিশিষ্ট), সান্ত্বনা, পসলা, পসরা, পসার, পসারী, হিমশিম, মুশকিল, তামাশা, মজলিস, সুপারিশ, শ্রুতি (শ্রবণ, কর্ণ, বেদ), স্রুতি (ক্ষরণ), স্রবণ।

(৯) **সন্ধি-ঘটিত :** উত্ত্যক্ত (উদ্+ত্যক্ত), দুরদৃষ্ট (দুঃ+অদৃষ্ট), দুরবস্থা (দুঃ+অবস্থা), সন্ন্যাস, কটূক্তি, মরূদ্যান, মৃত্যুত্তীর্ণ (মৃত্যু+উত্তীর্ণ), জাত্যভিমান

(জ্ঞাতি+অভিমান), শুদ্ধাশুদ্ধি, ভূম্যধিকারী, অধ্যয়ন, অত্যন্ত, অত্যধিক, যদ্যপি (যদি+অপি, যদ্যপিও নহে, কেননা সংস্কৃত **অপি** এবং বাংলা **ও** একার্থক), অদ্যাপি, মুষ্ট্যাঘাত (মুষ্টি+আঘাত), হৃৎকমল, হৃৎকম্প, হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ড, হৃৎপদ্ম, হৃদ্‌গত, হৃদ্‌রোগ, হৃদ্‌বিহারিণী, হৃন্মন্দির, হৃৎপ্রকাশনী, হৃদ্‌যোগ, হৃদ্‌যমুনা, মৃদ্‌ভাণ্ড, মৃৎপাত্র, বিদ্যুৎস্ফুরণ, পশ্বধম (পশু+অধম), পশ্বাচার, মদনুজ, তদনুরূপ, ত্বদনুরূপ, পশ্চাদপসরণ, জ্যোতিরিন্দ্র (জ্যোতিঃ+ইন্দ্র), অন্তরিন্দ্রিয়, বহিরাগত (বহিঃ+আগত), পুনরন্বেষণ, শিরোদেশ, শিরশ্ছেদ, শিরশ্চ্যুত, ইতঃপূর্বে, স্বতঃসিদ্ধ, শিরঃপীড়া, মনঃক্ষুণ্ণ, মনঃকষ্ট, তেজঃপুঞ্জ, তেজোময়, তেজশ্চন্দ্র, নভঃস্পর্শী, নভোলোভী, নভশ্চর (অবশ্য খাঁটী বাংলা শব্দ হিসাবে নভতল, নভচর শিষ্ট প্রয়োগ, কিন্তু নভোচর বা নভোতল নয়), মনোযোগ, তপোবল, শিরোরত্ন, শিরোধার্য, স্রোতঃপথ, স্রোতোবেগ, ইতোমধ্যে, সদ্যোজাত (সদ্যঃ+জাত), মনোমোহন, মনোনয়ন, মনোবাঞ্ছা, মনশ্চেতনা, উজ্জ্বল, সংবিৎ, প্রিয়ংবদা, সংবৎসর, নীরত, নীরদ (নিঃ+রদ), নীরস, নীরক্ত, নীরোগ, নীরব, সম্মুখ, সম্মান, সম্মত, সম্মোহন, সম্মেলন, সম্মার্গ, বয়ঃপ্রাপ্ত, বয়ঃকনিষ্ঠ, অধঃপাত, অধঃপতন, অধোবদন, অধোমুখ, বয়োবৃদ্ধ, ত্রয়োদশী, ত্রয়স্ত্রিংশ, পৃথগন্ন (পৃথক্‌+অন্ন), বাগীশ্বরী, ষড়্‌যন্ত্র (ষট্‌+যন্ত্র), ষড়্‌দর্শন, ষড়্‌বিধ, ষড়্‌ভুজ, ষড়্‌ঋতু, ষড়্‌রস, ষড়্‌ধা, ষড়্‌জ, ষড়্‌ভাব, ষড়শীতি, ষোড়শ, [**পৃথক্‌, বাক্‌, প্রাক্‌, দিক্‌, ষট্‌, বিরাট্‌ শব্দের হস্‌ চিহ্ন অত্যাবশ্যক**]; উচ্ছ্বাস (উদ্‌+শ্বাস), এতদঞ্চলে (এতদ্‌+অঞ্চলে), বিদ্যুদালোক (বিদ্যুৎ+আলোক), তড়িদাহত (তড়িৎ+আহত), বিদ্যুৎপ্রবাহ, বিদ্বদ্‌বল্লভ, বিদ্যুদ্‌রূপিণী, এতদ্দ্বারা (এতদ্‌+দ্বারা), বিপদ্‌গ্রস্ত, বিপৎপাত, বিপৎসংকুল, বিপদ্‌ভঞ্জন, বিপন্মুক্ত, আপৎকালীন, তৎসম, তৎসত্ত্বেও, এতৎসন্নিধানে, জ্যোতীরূপা (জ্যোতিঃ+রূপা), জ্যোতিরীশ, চক্ষুরত্ন, তদপেক্ষা, জগদিন্দ্র (জগৎ+ইন্দ্র), জগদীশ, ভগবদ্‌গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভগবদুপাসনা, জগদানন্দ, জগদতীত, চিদ্‌ঘন, বাগ্‌ব্রহ্ম, হরিশ্চন্দ্র, জ্যোতির্হীন, নিরবচ্ছিন্ন, মনশ্চক্ষু, মনস্তুষ্টি, মনশ্চিকিৎসা, মনোজিৎ, স্বাধীনতোত্তর, দ্ব্যর্থ, শিরশ্চুম্বন, সদ্যশ্ছিন্ন, বক্ষোদেশ, বক্ষঃপঞ্জর। কিন্তু মনান্তর, মনচোরা, মনতোষ, বক্ষোপরি, বক্ষপট, শিরোপরি, বয়সোচিত প্রভৃতি শব্দ বাংলার নিজস্ব সৃষ্ট বলিয়া সঙ্গতভাবেই শিষ্টপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইতেছে।

(১০) **সমাস-ঘটিত** : রোগী, নীরোগ, দোষী, নির্দোষ, জ্ঞানী, নির্জ্ঞান, অজ্ঞান, ধনী, নির্ধন, পিতৃহারা, মাতৃজাতি, মাতৃদেবী, মাত্রালয়, ভ্রাতৃবৃন্দ, গুণিগণ (গুণিন্‌+গণ—ন্‌ লোপ), ধনিগৃহ, স্বামিপুত্র (স্বামিন্‌+পুত্র—ন্‌ লোপ), বিদ্বৎসমাজ, যুবসভা, যুবশক্তি, মহিমমণ্ডিত (মহিমন্‌+মণ্ডিত—ন্‌ লোপ), গরিমময়, নীলিমদেবী (নীলিমন্‌+দেবী—ন্‌ লোপ), নীলিমলেখা ("পূর্বদিগন্ত দিল তব দেহে **নীলিমলেখা**" —রবীন্দ্রনাথ, অথচ "সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে **নীলিমাহীন** আকাশে।" —রবীন্দ্রনাথ); গরিমমণ্ডিত, মহিমরঞ্জন, রাজগণ, যুবরাজ, হংসডিম্ব, করিশিশু, ছাগদুগ্ধ, হস্তিদল, হস্তিশাবক, পক্ষিশাবক, পক্ষিরব, করিযূথ, কালিদাস, কালীপ্রসাদ, কালীপদ, কালীকিঙ্কর, কালীশঙ্কর, দেবিদাস, ষষ্ঠিদাস, দেবীপ্রসাদ, চণ্ডীদাস বা চণ্ডিদাস, যোগিগণ, যোগিরাজ, মহাত্মগণ, দুরাত্মবৃন্দ, পথিপ্রদর্শক, প্রাণিতত্ত্ব, সাক্ষিস্বরূপ, স্থায়িভাবে, ফণিভূষণ (ফণিন্‌+ভূষণ—ন্‌ লোপ), শশিমুখী, শশিভূষণ, কিন্তু শশীবাবু (বাংলা শব্দে সংস্কৃত সমাসের নিয়ম খাটে না), ছাত্রীগণ, কর্মিবৃন্দ,

BANGODARSHAN.COM

স্বার্থ, সার্থক, লজ্জিত, সলজ্জ (লজ্জার সহিত বর্তমান), সক্ষম (ক্ষমার সহিত বর্তমান), শঙ্কিত, সশঙ্ক (শঙ্কার সহিত বর্তমান), সশ্রদ্ধ, কৃতজ্ঞ, সানন্দ, নির্দোষা, অপরাধী, নিরপরাধ, নিরপরাধা, নিরভিমান, নিরভিমানা, সালংকারা, মাতাপিতৃহীন (মাতাপিতা নাই যাহার), মাতৃপিতৃহীন (মাতামহ নাই যাহার), পিতৃমাতৃহীন (পিতামহী নাই যাহার), পদস্খলন, দোষক্ষালন, সুবুদ্ধি, অহর্নিশ, অহোরাত্র (অহন্‌+রাত্রি), দিবারাত্র (অর্ধ, দিবা, পুণ্য, মধ্য, পূর্ব প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সমাসে **রাত্রি শব্দ রাত্র** হয়)। ঘটনাটা **মধ্যরাত্রেই** ঘটেছে। এখন রোজ **পূর্বরাত্রে** লোডশেডিং চলছে। কিন্তু, **পূর্বরাত্রিতে** (গতরাত্রি) রোগিণী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছেন।

মাতৃবৃন্দ স্ত্রীলোক প্রভৃতি সমাসবদ্ধ পদ সংস্কৃতমতে পুংলিঙ্গ। সেই হিসাবে ইহাদের তৎসম বিশেষণগুলিও পুংলিঙ্গ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। **গরীয়ান্‌** মাতৃবৃন্দ। **সঙ্গীতশালী** স্ত্রীলোক। **মনোরম** রমণীগণ।

সরোষ, সশ্রদ্ধ প্রভৃতি বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন শব্দগুলির অনুকরণে **সশঙ্কিত, সকরুণ, সচকিত, সকম্পিত, সকৃতজ্ঞ, সলজ্জিত, সকাতর** প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণসিদ্ধ না হইলেও দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা ভাষায় চলিয়া আসিতেছে।— "স্মিতহাস্যে নাহি **চল সলজ্জিত** বাসরশয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে।"—রবীন্দ্রনাথ।

সঠিক সকৃতজ্ঞ শব্দগুলির সৃষ্টি ও প্রয়োগ-সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। " 'বেঠিক' এই তিন-অক্ষর শব্দটির সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য সঠিক শব্দটির সৃষ্টি। এখানে '**স**' শব্দটির অর্থ 'সহিত' নয়, '**অতিশয়**' (**স**—intensive), **সঠিক = খুব ঠিক**।" সেইরূপ "**সকৃতজ্ঞ = নিরতিশয় কৃতজ্ঞ**।"

(১১) **প্রত্যয়-ঘটিত** : অনুষ্ঠাতব্য, শ্রোতব্য (শ্রুতব্য নয়), দূষণীয় (দোষণীয় নয়), গ্রহীতব্য, গ্রহীতা (কর্তৃবাচ্যে—পুং), বন্দ্য, বন্দনীয়, লক্ষ্য, লক্ষণীয়, সেব্য, সেবনীয়, দণ্ড্য, দণ্ডনীয়, গণ্য, গণনীয়, পূজ্য, পূজনীয়, চর্ব্য, চর্বণীয়, সহ্য, সহনীয়, গ্রাহ্য, গ্রহণীয়, চিন্ত্য, চিন্তনীয়, চূষ্য, চূষণীয়, মান্য, মাননীয়, উচ্চার্য, উচ্চারণীয়, বিশ্বাস্য, বিশ্বসনীয়, আস্বাদ্য, আস্বাদনীয়, রম্য, রমণীয় [**ধাতুতে হয় ণ্যৎ যৎ প্রত্যয়ের যেকোনো একটি, না হয় অনীয় প্রত্যয় যোগ কর : একই সঙ্গে ণ্যৎ (বা যৎ) এবং অনীয় যুক্ত হয় না**]; **পরিত্যাজ্য** [পরি-√ত্যজ্‌+ণ্যৎ : বানানটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর, কদাপি পরিত্যজ্য নয়। 'পরিত্যজ্য' সংস্কৃত অসমাপিকা ক্রিয়া, যাহার অর্থ 'পরিত্যাগ করিয়া'। তিষ্ঠ, ত্রাহি প্রভৃতি অতি-মুষ্টিমেয় কয়েকটি সংস্কৃত সমাপিকা ক্রিয়া বাংলায় চলে। "তিষ্ঠ কেশরী, দোলা হতে এস নেমে"—কবিশেখর কালিদাস রায়। "আবার 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক পড়িয়া গেল।"—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।] বিদ্যা, বিদ্বান্‌, জাগ্রৎ [জাগ্রত শব্দটি সংস্কৃত বিশেষণ নয়, ক্রিয়াপদ (√জাগৃ+লোট্‌ ত)—সংস্কৃত ক্রিয়াপদ বাংলায় চলে না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শব্দটির বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন]; উচ্চার্যমান, প্রতীক্ষমাণ [যিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন], অপেক্ষ্যমাণা (যে নারীর জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে), লজ্জমান, ত্রপমাণা, ম্রিয়মাণ, ক্রিয়মাণ, অপসৃয়মান (কর্তৃবাচ্যে), কিন্তু অপস্রিয়মাণ (যেটিকে অপসারিত করা হইতেছে : কর্মবাচ্যে); যেমন : রঙ্গমঞ্চে বাল্মীকির আশ্রম ক্রমশঃ **অপস্রিয়মাণ** (কর্মবাচ্যে) হইতে লাগিল। আবার অপসৃয়মান (শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণবিরুদ্ধ বলিয়াই ধাতুর সু এবং প্রত্যয়ের ন অটুট রহিয়াছে) : "পশ্চাতে তাঁর **অপসৃয়মান** দ্বাপরযুগের সূর্যাস্তের আলো।" (বানান দুইটি

বিশেষভাবে লক্ষ্য কর), মোহ্যমান (মুহ্যমান অশুদ্ধ প্রয়োগ : **চলন্তিকা** দ্রষ্টব্য), অনূদিত (**ভাষান্তরিত** অর্থে কর্মবাচ্যে এবং **পরে উদিত** অর্থে কর্তৃবাচ্যে), আহুত (অগ্নিতে সমর্পিত < √হু), আহূত (যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে < √হ্বে), শয়িত (**কর্তৃবাচ্যে**), শায়িত (**কর্মবাচ্যে**—যাহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে), উত্ত্যক্ত (উদ্- √ত্যজ্ + ক্ত, সন্ধি লক্ষ্য কর), পৃষ্ট (√প্রচ্ছ্ + ক্ত), পরীক্ষিৎ (পরি- √ঈক্ষ্ + ক্বিপ্ **কর্তৃবাচ্যে**), পরীক্ষিত (পরি- √ঈক্ষ্ + ক্ত **কর্মবাচ্যে**), রণজিৎ, রঞ্জিত, অধ্যয়ন, সর্জন (সৃজন নয়—একমাত্র **বিসর্জন** রূপটি দৃষ্ট হয়), স্খলন, ক্ষালন (স্খালন নয়), দোষী (দূষী নয়), অনুরাগী, প্রতিযোগী, অধিকারী, **প্রতিদ্বন্দ্বী**, অভিলাষী (কিন্তু **অনুরাগিগণ, কর্মিবৃন্দ, আরোহিবর্গ, প্রতিযোগিবৃন্দ, যাত্রিদল, প্রতিবাদিগণ**—গণ, বৃন্দ, দল, গোষ্ঠী ইত্যাদির যোগে ইন্ ভাগান্ত মূল শব্দের অন্ত্য ন্ লুপ্ত), জিগীষা, অভীপ্সা, চিকীর্ষা, উপচিকীর্ষা, শুশ্রূষা, শুশ্রূষু, অভিষেক, অভিষিক্ত, পরিষেবক, পরিষিক্ত, সেচন (সিঞ্চন নয়), মন্থন, মথিত [মন্থিত নয়, √মন্থ্ + ক্ত, ন্ লোপ। রবীন্দ্রনাথ মন্থিত প্রয়োগ করিয়াছেন—"সে মিলনে আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মন্থিত হইয়া উঠে।"—পঞ্চভূত]; পণ্ডিতম্মন্য, কৃতার্থম্মন্য, আকাঙ্ক্ষা (আ- √কাঙ্ক্ষ্ + অ + আ), হিতাকাঙ্ক্ষী, ন্যায্য, ব্যাধি (বি-আ- √ধা + কি), ব্যধিকরণ (বি-অধি- √কৃ + অনট্), ব্যভিচারী, ব্যবধান, ব্যবহার ; এলায়িত (বাংলা শব্দ), আলুলায়িত (√আলুলায় নামধাতু + ক্ত), আলুলিত।

পরিষদ্ (সভা), পারিষদ (সভ্য), পার্বত, পার্বতী, ভৌম, সৌম্য, সারস্বত, ভগবৎ, ভাগবত (ভগবৎ + ষ্ণ), অন্ত (বি), অন্ত্য (বিণ), একতা, ঐক্য (এক + ষ্ণ্য), ঐকতান (একতান + ষ্ণ, কদাপি ঐক্যতান নয়), ঐকমত্য (একমত + ষ্ণ্য, কদাপি ঐক্যমত নয়), একত্র (এক + ত্র—একত্রে বা একত্রিত নয়, সপ্তম্যন্ত পদে এ বা ইত হয় না), কার্ষ্ণি, দাশরথি, আর্জুনি (ষ্ণি প্রত্যয়সিদ্ধ বলিয়া ই-কারান্ত), গার্গ্য, জামদগ্ন্য, যাজ্ঞবল্ক্য, মাহাত্ম্য, অগস্ত্য, সাংখ্য, দৌরাত্ম্য, দৈর্ঘ্য, বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, যাথার্থ্য [ষ্ণ্য প্রত্যয়সিদ্ধ বলিয়া **অন্ত্য য-ফলাটি** অপরিহার্য। শব্দের শেষে রেফ (র্) সমন্বিত ব্যঞ্জন বা র্-ফলা, অথবা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে শব্দটিতে যখন ষ্ণ্য প্রত্যয় যুক্ত হয় তখন নবগঠিত শব্দটিতে প্রত্যয়ের য্-ফলাটি লোপ করিবার একটা সহজ প্রবণতা দেখা দেয় ; **এটি মারাত্মক অভ্যাস**]; পৌরোহিত্য (পুরোহিত + ষ্ণ্য, রো লক্ষ্য কর), ভৌগোলিক (ভূগোল + ষ্ণিক, গো লক্ষ্য কর), উৎকর্ষ [উদ্- √কৃষ্ + অল্—শব্দটি নিজেই **বিশেষ্য** : সুতরাং অতিরিক্ত তা প্রত্যয়যোগে উৎকর্ষতা করিবার প্রয়োজনই নাই]; অপকর্ষ, দারিদ্র্য (দারিদ্রও হয় ; দরিদ্র + ষ্ণ : **চলন্তিকা** দ্রষ্টব্য) বা দরিদ্রতা, যাথার্থ্য বা যথার্থতা, দৌর্বল্য বা দুর্বলতা, পৌরুষ বা পুরুষত্ব, ঔদার্য বা উদারতা, সারল্য বা সরলতা, বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতা, শৈথিল্য বা শিথিলতা, স্বাতন্ত্র্য বা স্বতন্ত্রতা, বৈচিত্র্য বা বিচিত্রতা, চাতুর্য বা চতুরতা, মাধুর্য বা মধুরতা, দৈন্য বা দীনতা, নৈঃসঙ্গ্য বা নিঃসঙ্গতা জাড্য বা জড়তা, সাম্য বা সমতা [দরিদ্র, যথার্থ, দুর্বল ইত্যাদি বিশেষণে হয় ষ্ণ্য, না হয় ত্ব বা তা প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষ্যপদ পাইবে। একই সঙ্গে ষ্ণ্য এবং ত্ব বা তা প্রত্যয়-যোগে লব্ধ রূপটি ব্যাকরণসঙ্গত নয়। প্রশ্নে এইরূপ অশুদ্ধ রূপের সংশোধন করিতে বলিলে ষ্ণ্য বা ত্ব বা তা প্রত্যয়সিদ্ধ যেকোনো একটি শুদ্ধ রূপ দিতে পার ; তবে **ষ্ণ্য-প্রত্যয়ান্ত রূপটি দেওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়**]; সখ্য (সখি +

BANGODARSHAN.COM

ষ্ণ্য : কদাপি সখ্যতা নয়), স্বত্ব (স্ব + ত্ব : অধিকার), সত্ত্ব (সৎ + ত্ব), মহত্ত্ব (মহৎ + ত্ব), সত্তা [বিদ্যমানতা অর্থে সৎ + তা, কদাপি সততা নয়, বা সৎ + ত্বা = সত্ত্বা-ও নয়, কেননা **ত্বা বলিয়া কোনো প্রত্যয় নাই**]; অন্তঃসত্ত্বা [শব্দটি অন্তরে সত্ত্ব আছে এই অর্থে নিত্য স্ত্রী বলিয়া আ প্রত্যয়যুক্ত হইয়াছে]; সামর্থ্য (সমর্থ + ষ্ণ্য), ঔদ্ধত্য (উদ্ধত + ষ্ণ্য), প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপকারিতা (তা প্রত্যয়-যোগে প্রাতিপদিকের অন্ত্য ন্ লুপ্ত হইয়াছে), নীলিমদেবী, গরিমময়, মহিমময়ী, গরিমমণ্ডিত (ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য ন্ লোপ পায়), মধুরিমা (মাধুরিমা নয়), মাধুরী, পাশ্চাত্ত্য (**দাক্ষিণাপশ্চাৎপুরসস্ত্যক্** সূত্রানুযায়ী পশ্চাৎ + ত্যক্—ক্ ইৎ, ত্য থাকে); দ্বিবার্ষিক, চতুর্বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক (দ্বিতীয় পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি)। কিন্তু পারলৌকিক, ঔর্ধ্বদৈহিক, ঐহলৌকিক, পাঞ্চভৌতিক (প্রাতিপদিকের অন্তর্গত উভয় পদেরই আদ্যস্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে), প্রফুল্ল, উৎফুল্ল, ব্যাকুল, আকুল (শব্দগুলি নিজেই বিশেষণ, তাই অতিরিক্ত ইত প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রফুল্লিত, আকুলিত, ব্যাকুলিত করিবার প্রয়োজন নাই) ; শ্রীমান্ (শ্রী + মতুপ্—কর্তৃকারকের একবচন), অংশুমান্, বুদ্ধিমান্, রুচিমান্, সংস্কৃতিমান্ কিন্তু লক্ষ্মীবান্ [লক্ষ্মী শব্দের উপধা ম্ থাকায় মতুপ্ **বতুপ্** হইয়া লক্ষ্মীবৎ শব্দ হইয়াছে, তাহারই কর্তৃকারকের একবচনে **লক্ষ্মীবান্**], ভগবান্ (অ-বর্ণান্ত শব্দের উত্তর মতুপ্ **বতুপ্** হয়), শ্রদ্ধাবান্, আত্মবৎ [আত্মন্ + মতুপ্—ন্ লোপ, এবং আত্মন্ শব্দের উপধা ম থাকায় তৎপরবর্তী মতুপ্ **বতুপ্** হইয়াছে]; কর্তৃত্ব, নিয়ন্তৃত্ব।

স্তূপীকৃত (স্তূপ + অভূততদ্ভাবে চ্বি + √কৃ + ক্ত, শব্দের অন্ত্য অ ঈ হইয়া স্তূপী হইয়াছে), রাশীকৃত (রাশি + অভূততদ্ভাবে চ্বি + √কৃ + ক্ত, 'রাশি'র অন্ত্য **হ্রস্বস্বর দীর্ঘ** হইয়াছে), লঘূকরণ (লঘু + অভূততদ্ভাবে চ্বি + √কৃ + অনট্—'লঘু'র অন্ত্য হ্রস্বস্বর **দীর্ঘ** হইয়াছে), তদ্রূপ রাষ্ট্রীয়ীকরণ, দ্রবীভবন, নবীভবন, নিজস্বীকরণ, নবীভূত, দ্রবীভূত, ভস্মীভূত, আধুনিকীকরণ, বাক্যান্তরীকরণ, জাতীয়ীকরণ, একত্রীকরণ, নিরস্ত্রীকরণ, নীরোগীকরণ (নীরোগ **করা কাজটি**), নীরোগীভবন (রোগমুক্ত **হওয়া কাজটি**), কিন্তু নীরোগভবন (রোগমুক্তদের বাসগৃহ—শব্দটি শুদ্ধ) ; নৈতিক (নীতি + ষ্ণিক), সাময়িক, কিন্তু আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সামসময়িক (অর্থনীতি, রাজনীতি, সমসময় প্রভৃতি শব্দের কেবল আদি স্বরের বৃদ্ধি হয় বলিয়া অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক নয়, সমসাময়িক নয় ; তবে ব্যাকরণদুষ্ট এইসব শব্দের প্রয়োগ বহুদিন চলিয়া আসিতেছে) ; মুখস্থ, গৃহস্থ, কণ্ঠস্থ, উদরস্থ ("থাকে যে" এই অর্থে অধিকরণবাচক পদের উত্তর স্থা ধাতুর স্থ যুক্ত হয়, কদাপি স্ত নয়) ; আবার "গ্রাস করা হইয়াছে" অর্থে করণবাচক পদের উত্তর √গ্রস্ + ক্ত = গ্রস্ত হয় ; যেমন—রোগগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত ইত্যাদি ; কদাপি গ্রস্থ লিখিও না। ধনশালী, বলশালী, সম্পৎশালী, সম্পত্তিশালিনী, সমৃদ্ধিশালী, সম্ভ্রমশালী (কদাপি সমৃদ্ধশালী সম্ভ্রান্তশালী নয় ; কেননা **বিশেষ্যপদের উত্তর শালিন্ প্রত্যয় যুক্ত হয়**, বিশেষণের উত্তর নয়) ; দোষী, গুণী, ধনী, জ্ঞানী, অপরাধী, অহংকারী (আছে অর্থে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ), কিন্তু নির্দোষ, নির্ধন, নির্জ্ঞান, নিরপরাধ, নিরহংকার ; এইসমস্ত বিশেষণে তা যোগে বিশেষ্যপদ হয় : নির্দোষতা, নির্গুণতা, অজ্ঞানতা ইত্যাদি। দুষ্কৃত, দুষ্কৃতি (বি)—দুইটি শব্দেই দুষ্কার্য বা পাপ বুঝায় ; সুতরাং দুষ্কৃতকারী, দুষ্কৃতিকারী শব্দদ্বয়ে

পাপী বুঝায়। আর **দুষ্কৃতী** (দুষ্কৃতিন্) শব্দটিতেও দুষ্কর্মকারী পাপী বুঝায়। তাই পাপী অর্থে **দুষ্কৃতকারী, দুষ্কৃতিকারী** এবং **দুষ্কৃতী**—এই তিনটি শব্দই ব্যাকরণ-সঙ্গত, কিন্তু কদাপি দুষ্কৃতীকারী নয়।

(১২) **লিঙ্গ-ঘটিত ঃ** সেবকা, গৃহীতা (কর্মবাচ্যে), গ্রহীত্রী, আধুনিকী, অধীনা, পরাধীনা, দিগম্বরা, প্রতীক্ষ্যমাণা (যে নারীটির প্রতীক্ষা করা হইতেছে ঃ **কর্মবাচ্যে**), প্রতীক্ষমাণা (প্রতীক্ষা করিতেছেন এমন মহিলা), সাপরাধা, সালংকারা, ধনিনী কিন্তু নির্ধনা, দোষিণী কিন্তু নির্দোষা, অভিমানিনী কিন্তু নিরভিমানা, অহংকারিণী কিন্তু নিরহংকারা, অলংকারিণী কিন্তু নিরলংকারা, অপরাধিনী কিন্তু নিরপরাধা ; গার্গ্য কিন্তু গার্গী, সূর্য কিন্তু সূরী, মনুষ্য কিন্তু মনুষী, মাধুর্য কিন্তু মাধুরী (**স্ত্রীলিঙ্গে শব্দান্ত য-এর লোপ**) ; শ্রীমতী, জাগ্রতী, ধীমতী, বুদ্ধিমতী, শক্তিমতী, আয়ুষ্মতী, কিন্তু ভগবতী, ধর্মবতী, শ্রদ্ধাবতী, বিদ্যাবতী, লক্ষ্মীবতী (মতুপ্ প্রত্যয়ের ম "ব" হইয়া গিয়াছে) ; সম্পৎশালিনী মাতা, কিন্তু সম্পৎশালী মাতৃবৃন্দ ; কীর্তিমতী মহিলা, কিন্তু কীর্তিমান্ মহিলাগণ ; সুন্দরী রমণী, কিন্তু সুন্দর রমণীবৃন্দ ; বিদুষী স্ত্রী, কিন্তু বিদ্বান্ স্ত্রীলোক [স্ত্রী-বাচক শব্দের সঙ্গে লোক, বৃন্দ, গণ ইত্যাদির সমাস হইলে সমস্ত-পদটি পুংলিঙ্গ হইয়া যায়। সেইজন্য তাহার তৎসম বিশেষণটিকেও পুংলিঙ্গ হইতে হয়—ইহাই সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত রীতি] ; শ্রদ্ধাস্পদেষু [আস্পদ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গের রূপ হইবে না]।

(১৩) **যুক্তাক্ষর-ঘটিত ঃ** পক্ক, আয়ত্ত, স্বায়ত্ত, লক্ষ্মী, লক্ষ্য (দৃষ্টি), লক্ষ (সংখ্যাবিশেষ), লক্ষ্মণ, লক্ষণ, সন্ন্যাস, সরস্বতী, স্বাস্থ্য, জ্বলিত, জ্বলন্ত, প্রোজ্জ্বল, প্রজ্বলিত, জাজ্বল্যমান, সান্ত্বনা, ইয়ত্তা, অগস্ত্য, নৈঋত, চিক্কণ, নিক্কণ, ধ্বংস, অশ্বত্থ বিদ্যা, বিদ্বান্, ক্বচিৎ, ব্যুৎপত্তি, দ্বন্দ্ব, সত্ত্বেও, সচ্ছল, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাক্ষর, সন্ধ্যা, বিন্ধ্য, অন্তঃসত্ত্বা, আশ্বাস, আশ্বস্ত, স্বস্তি, অস্বস্তি, প্রশস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, শ্মশান, অন্ত্যেষ্টি, উদ্যম, সূক্ষ্ম, ইক্ষ্বাকু, সত্বর (তাড়াতাড়ি), সত্তর (সংখ্যা), দ্ব্যর্থ, ন্যগ্রোধ, ন্যুব্জ, ন্যূন, মাৎস্যন্যায়, গার্হস্থ্য, স্যমন্তক।

(১৪) **যে-সমস্ত শব্দের যুক্তবর্ণ ভাঙ্গাই চলে না ঃ** অংক, অংকন, কিঙ্কর, অংকিত, অংকুর, অংকুশ, অঙ্গ, অঙ্গন, অঙ্গনা, অঙ্গার, অঙ্গাঙ্গি, অঙ্গী, অঙ্গীকার, অঙ্গুরি, অঙ্গুলি, আকাংক্ষা, আকাঙ্ক্ষী, কাংক্ষিত, কাঙ্ক্ষণীয়, কংকণ, কুংকুম, গঙ্গা, জঙ্গম, জঙ্গল, জংঘা, গলনাংক, টংকা, ডংকা, তুরঙ্গ, ত্রিশংকু, নিরংকুশ, নিঃশংক, পংক, পংকজ, পংকিল, পুংখ, অনুপুংখ, প্রসঙ্গ, প্রাসঙ্গিক, প্রাঙ্গণ, বংকিম, বঙ্গ, বিহঙ্গ, ভঙ্গ, ভঙ্গিমা, ভঙ্গী, ভুজঙ্গ, ভৃঙ্গার, ভৃঙ্গী, রঙ্গ, রঙ্গমঞ্চ, রণরঙ্গ, লিঙ্গ, শংকা, শংকিত, শংকিল, শংকু, কিংকর, পংথ, শংখ, শৃঙ্গ, ষড়ঙ্গ, সঙ্গ, সঙ্গম, সঙ্গী, সঙ্গে, সাঙ্গ, হিমাংক।

(১৫) **যে-সমস্ত শব্দে হস্ চিহ্ন (্) অটুট থাকেই ঃ** অচ্, অপ্, আপদ্, আশিস্ ঋক্, ঋক্থ, এতদ্, কোন্, গদ্গদ, জলমুক্, ণিচ্, ত্বক্, তির্যক্, দিক্, দৃক্, ধিক্, পঙ্ক্তি, পৃথক্, প্রাক্, বণিক্, বাক্, বাদশাহ্, বিপদ্, বিরাট্ (ভগবান্, বিশাল), ষট্ (ষড়্), সম্পদ্, সম্যক্, সমিধ্, সর্বভুক্, ষট্ক, সম্রাট্, শাস্ত্রবিদ্ (শাস্ত্রবিৎ), স্রক্, সুহৃদ্। ইহা ছাড়া ব্যঞ্জনান্ত ধাতু ও প্রত্যয়ের হস্ চিহ্ন, ভগবান্, বিদ্যাবান্, বিদ্বান্, শক্তিমান্, সংস্কৃতিমান্, রুচিমান্ প্রভৃতি মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের হস্ চিহ্ন এবং সংস্কৃত উপসর্গের হস্ চিহ্ন অটুট রাখিতেই হয়।

BANGODARSHAN.COM

তৎসম শব্দের হস্ চিহ্ন লোপ অন্য কেহ করিলেও শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ।

(১৬) **একই সঙ্গে রেফ ও য্-ফলাযুক্ত শব্দ ঃ** গার্গ্য, চর্ব্য, দৈর্ঘ্য, বর্জ্য, যাথার্থ্য, সামর্থ্য, হর্ম্য।

কিন্তু সূর্য, শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, ধার্য, তূর্য, পর্যন্ত, চর্য, ঐশ্বর্য, আচার্য প্রভৃতি শব্দে রেফ-যুক্ত য-কারে অতিরিক্ত য-ফলাটি না দিলেও চলে।

(১৭) **উচ্চারণ-ঘটিত** (উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান নয়) ঃ জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, শ্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশ্চয়ই, অনেকক্ষণ, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যয়িত, ব্যতীত, ব্যতিহার ব্যতিব্যস্ত, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেক, ব্যক্তি, ব্যয়, ব্যঞ্জন, ব্যগ্র, ব্যবহার, ব্যবহৃত, ব্যবধান, ব্যবহিত, ব্যবস্থা, ব্যবহারিক (ব্যাবহারিক), ব্যত্যয়, ব্যধিকরণ (উচ্চারণে অ্যা ধ্বনি থাকিলেও বানান কেবল য-ফলাযুক্ত), নৈঋত, অন্ত্যজ।

(১৮) **উচ্চারণদোষ-ঘটিত** (উচ্চারণ বিকৃত হওয়ার ফলে বানানও বিকৃতি পায় ; সুতরাং বানানে ও উচ্চারণে শুচিতারক্ষা করিতে ছাত্রগণ সচেষ্ট হইবে) ঃ সম্বন্ধ, সম্মেলন, সম্মুখ, সম্মান, সম্মোহন, কথোপকথন, পরোপকার, অস্থি, অস্তিত্ব, দোষী, দূষণীয়, গরুড়, নূতন, নীরদ, অশ্বত্থ, চর্ব্য, চ্যবন, কর্তৃক, কর্তৃ, কর্ত্রী, যুগল, হঠাৎ, গর্দভ, কৌস্তুভ, ভালুক, ভল্লুক, হত্তভম্ব, প্রদ্যোত, নির্মজ্জিত, দুন্দুভি, দামোদর, টিপ্পনী, ভূমিষ্ঠ, যথেষ্ট রোগী, আর্দ্র, রুক্ষ, অন্ত্যজ, ভর্তৃহরি, ভর্ৎসনা, বাসক, অরবিন্দ, সর্বসাকল্য, অরুন্ধতী, চূষ্য, পরিত্যাজ্য, দোষক্ষালন, পদস্খলন, অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তরিক, পৌরোহিত্য, ভৌগোলিক, অবিমৃশ্যকারিতা (অবিমৃষ্যকারিতা), সনির্বন্ধ, ভগবান্, ব্যবসায়, হাসপাতাল, টাকশাল, হাসি, ঘোড়া, বাসা, চাঁদা, বাঁশি, জলুস, গম্বুজ, জাহাঁপনা, গোসাঁই, চাকচক্য, হুজুর।

(১৯) **কয়েকটি যুক্তাক্ষরের রূপ-সম্বন্ধে ধারণার অভাব-ঘটিত ঃ** অঞ্জলি (ঞ্ + জ = ঞ্জ), অনুজ্ঞা (জ্ + ঞ = জ্ঞ), অভিজ্ঞ, যজ্ঞ, জাহ্নবী (হ্ + ন = হ্ন), অপরাহ্ণ (হ্ + ণ = হ্ণ), শত্রু (ত্ + রু = ত্রু), শক্র (ক্ + র = ক্র), ব্রাহ্মণ (হ্ + ম = হ্ম), লক্ষ (ক্ + ষ = ক্ষ), লক্ষ্মী (ক্ + ষ্ + ম = ক্ষ্ম), তীক্ষ্ণ (ক্ + ষ্ + ণ = ক্ষ্ণ), শ্রুতি (শ্ + উ = শ্রু), স্রুতি (ক্ষরণ), শুশ্রূষা (শ্ + ঊ = শ্রূ)।

(২০) **বিবিধ প্রয়োগ-ঘটিত অশুদ্ধি ঃ** আকণ্ঠ (আকণ্ঠ পর্যন্ত নয়), তদ্রূপ আজানু, আশৈশব ; অদ্যাপি, যদ্যপি (অদ্যাপিও, যদ্যপিও নয়) ; আয়ত্ত বা অধীন (আয়ত্তাধীন নয়) ; অধীন (অধীনস্থ নয়); আরোগ্যলাভ করা (আরোগ্য হওয়া নয়) সন্তুষ্ট হওয়া (সন্তোষ হওয়া নয়) ; বিদায় লওয়া (বিদায় হওয়া নয়) ; বাসা বাঁধা (নির্মাণ করা) ; কিন্তু যুদ্ধ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধা (আরম্ভ হওয়া) ; লোপ পাওয়া বা লুপ্ত হওয়া ; বিস্ময়বোধ করা বা বিস্মিত হওয়া (বিস্ময় হওয়া নয়) ; আশ্চর্যান্বিত হওয়া (আশ্চর্য হওয়া নয়) ; তৃপ্তি পাওয়া বা তৃপ্ত হওয়া ; কার্যনিবন্ধন বা কার্যহেতু (কার্যনিবন্ধনহেতু নয়) ; অসুস্থতাবশতঃ (অসুস্থবশতঃ নয়) ; আশ্বস্ত হওয়া বা আশ্বাস পাওয়া ; আশ্চর্যজনক ঘটনা ; অবকাশ পাওয়া ; সাক্ষ্য দেওয়া (সাক্ষী দেওয়া নয়) ; মৌন (বি) অবলম্বন করা বা মৌনী (বিণ) হওয়া ; ঠাকুরমা (ঠাকুমা নয়) ; মামার বাড়ি (মামাবাড়ি নয়) ; বিরক্ত করা, বিরক্ত হওয়া, বিরক্তি জাগা, বিরক্তি জাগানো, বিরক্তিকর ; অনুপস্থিতিতে (অনুপস্থিতে নয়) ; স্বীকার করা বা স্বীকৃত

হওয়া ; মহতী সভা, কিন্তু মহা সমাবেশ ; মহান্ নেতা, কিন্তু মহতী নেত্রী (কদাপি মহান্ নেত্রী নয়) ; খোদার উপর খোদকারি (কারসাজি নয়) ; আইনটা এখনও পূর্ববৎ বলবৎ (বলবান্ নয়) রয়েছে ; তিনি আমাদের পূর্ববৎ (সাদৃশ্যার্থে বৎ প্রত্যয়, সকল লিঙ্গে বৎ রূপেই প্রযুক্ত, কদাপি বান্ নয়) স্নেহ করেন ; মহারাজ এতদিনে পুত্রবান্ হয়েছেন ('আছে' অর্থে মতুপ্ প্রত্যয়টির মৎ অংশ বৎ হয়ে পুংলিঙ্গের কর্তৃকারকের একবচনে বান্ হয়েছে, স্ত্রীলিঙ্গ হলে বতী হত) ; ঢাকের বাঁয়া (ঢোলের বাঁয়া নয়) ; নিমন্ত্রণবাড়িতে চমৎকার খেলাম (দারুণ নয়—বেদনাদায়ক ব্যাপারেই 'দারুণ' কথাটি চলে, অন্যত্র নয়) ; প্রধান-অতিথিমশায় মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন (ভীষণ বা দারুণ নয়) ; মাননীয় অতিথিবৃন্দকে সাদর অভিনন্দন জানানো হল (উষ্ণ নয়, কথাটিতে ইংরেজী warm কথাটির আক্ষরিক অনুবাদের উৎকট গন্ধ রয়েছে)।

পাথরচাপা কপাল (পাষাণচাপা নয়) ; ঘরের ছেলে (গৃহস্থের সন্তান নয়) ; মানুষ করা (মনুষ্য করা নয়); লেখাপড়া (পড়ালেখা নয়) পাল-পার্বণ (পার্বণ-পাল নয়) ; প্রেমের যমুনা (প্রেমের গঙ্গা নয়) ; বয়সের গাছপাথর (বয়সের ইটপাথর বা গাছপালা নয়) ; চিনির ডেলা, ননীর পুতুল (মাখনের পুতুল নয়) ; কই মাছের প্রাণ (মাগুর মাছের প্রাণ নয়) ; চোখে সরষে ফুল দেখা (চোখে হলদে ফুল দেখা নয়) ; চিত্তপটে আঁকা ; মনোমন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠা করা ; মানসক্ষেত্রে সত্যের বীজ বপন করা (মানস-মন্দিরে নয়) ; কর্পূরের মতো উবিয়া যাওয়া (মরীচিকার মতো নয়) ; অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ; জলে বিসর্জন দেওয়া ; ভস্মে ঘি ঢালা (ভস্মে ঘৃতাহুতি নয়) ; চরণে সমর্পণ করা ; চরণে আশ্রয় লওয়া ; ষোড়শ (ষষ্ঠদশ নয়) অধ্যায় ; জন্মশতবার্ষিক উৎসব, কার্যকরী ব্যবস্থা বা পদ্ধতি (কিন্তু কার্যকরী সমিতি কদাপি নয়)।

অনুশীলনী

১। অর্থপার্থক্য দেখাইয়া বাক্যরচনা কর ঃ কুল কুল, বিজন বীজন, আপন আপণ, অশ্ব অশ্ম, সর্গ স্বর্গ, গিরিশ গিরীশ, অর্ঘ অর্ঘ্য, নিশিত নিশীথ, বলি বলী, মুখপত্র মুখপাত্র, সুত সূত, বিস্মিত বিস্মৃত, স্বত্ব যত্ন সত্ত্ব, অবদান অবধান, আহুতি আহূতি, বিত্ত বৃত্ত, শূর সুর, শয্যা সজ্জা, কুট কুট, আরোহণ আহরণ, সত্য সত্ত্ব, শান্ত সান্ত, অবিহিত অভিহিত, সূচি শুচি, করি করী, কৃত ক্রীত, জ্বলা জলা, বানি বাণী, গাথা গাঁথা, দূত দ্যূত, বান বাণ, দূতী দ্যূতি, শ্মশ্রু শ্বশ্রূ, নীড় নীর, প্রাসাদ প্রসাদ, মুখ মূক, শব সব, অবিরাম অভিরাম, পূর্বাহ্ণ পূর্বাহ্ণ, শরণ স্মরণ, মহাশয় মহদাশয়, বর্ষা বর্শা ভরসা, ত্রিংশ ত্রিংশৎ, পরিষদ্ পারিষদ, স্বীকার শিকার, আশা আসা, অধ্যয়ন অধ্যাপন, পঠন পাঠন, পাট পাঠ, পাঠন পাটন, আষাঢ় আসার, কৃতি কৃতী, দ্বীপ দীপ, দ্বিপ দ্বীপ, দিনেশ দীনেশ, মহাপরাক্রম মহৎপরাক্রম, নিরসন নিরশন, কুজন কুজন, পরশ্ব পরশ্ব, সার্থ স্বার্থ, চির চীর, চ্যুত চূত, মেদ মেধ, বেদ বেধ, ভেদ বেধ, পদ্য পদ্ম, শয়িত শায়িত, শুক্তি সুক্তি, সুক্ত সূক্ত, সন্ধ্য সন্ধ্যা, সপ্ত শপ্ত, কৃত্তিবাস কীর্তিবাস, মাহিত মোহিত, সর্ব শর্ব, প্রভব প্রভাব, ধ্বনি ধ্বনী, দুকুল দুকূল, সবিতৃ সাবিত্রী, কর্তৃ কর্ত্রী, প্রাপ্য প্রাপ্ত, বন্দ্য বন্দ, শ্রদ্ধাভাজন শ্রদ্ধাবান্, পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চমপাণ্ডব, উপাদেয় উপাধেয়, আদৃত আধৃত, অভিভাষণ অভিবাসন, জ্যোতিষ যতীশ, কেতাব খেতাব, চৈত্ত চৈত্য, স্বজন সজন, প্রধান প্রধান, সংগঠন সংঘটন, জমক যমক, বৃতি বৃত্তি, ব্যগ্র

BANGODARSHAN.COM

ব্যাঘ্র, শিখর শেখর, বধ্য বন্ধ, মঞ্জরী মঞ্জীর, ভোজ্য ভোগ্য, দ্বারা দ্বারা, দাত্রী ধাত্রী, দ্বারা ধারা, অলক অলোক, অলখ অলক স্কন্দ স্কন্ধ, রঞ্জিত রণজিৎ, পরভৃৎ পরভৃত, ভীত ভিত, ঘূর্ণিবার্তা ঘূর্ণিবাত্যা, সত্বর সত্তর, তাদৃশ ত্বাদৃশ, বন্ধ বন্ধ্য, জ্যোতি যতী, সুবাস সুভাষ, বিরাট্ বিরাট, দিক্ দিক, সখীত্ব সখিত্ব, সূর্য সুরী, সুখনাশ শুকনাস, ত্বৎকৃত তৎকৃত, অনুসৃত অনুসূত, তদ্দ্বারা ত্বদ্দ্বারা, শস্য শোষ্য, নিধন নির্ধন, অপীত আপীত, অজস্ত অজস্তা, কতগুলি কতকগুলি, সুরেন্দ্র শূরেন্দ্র, বিতরে ভিতরে।

২। কারণ দেখাইয়া শুদ্ধ কর ঃ চর্বচোষ্য, অধীনস্থ, আয়ত্তাধীন, সত্তর মধ্যাহ্ণ, অচিন্ত্যনীয়, অনাটন, নৃসংশ, দুর্দান্ত, চিক্কন, ভূমিষ্ট, দুর্গা, খদ্যোৎ, ঘনিষ্ট, স্বতোসিদ্ধ, ওতোপ্রোত, নীরোগী, প্রফুল্লিত, পক্ক, সম্ভ্রান্তশালী, রুচিবান, ভূম্যাধিকারী, মাতৃস্বসা, স্খালন, উচ্ছসিত, লক্ষ্যণীয়, বিদুষী, সত্ত্বা, পীপিলিকা, দধিচী, আনুসঙ্গিক, দারিদ্রতা, দুরাদৃষ্ট, অচিন্ত, সখ্যতা, পৈত্রিক, সমৃদ্ধশালী, স্বরস্বতী, আকাঙ্খা, শ্রদ্ধাভাজনীয়, গড়ুর, পর্যটিন, শিরোপীড়া, এতদ্বারা, হৃদ্‌পিণ্ড, অত্যান্ত, বীভিষীকা, ত্যজ্য, উত্যক্ত, জাত্যাভিমান, রসায়ণ, যক্ষা, সম্মান, চিন্ময়, যদ্যপিও, আকণ্ঠ পর্যন্ত, সকল বালকেরা, উচিৎ, নীরিহ, আষ্পদ, কথপোকথন, পূর্বাহ্ণ, বাগেশ্বরী, ঐক্যতান, স্বায়ত্ব, লজ্জাস্কর, ভাগিরথী, পৌরহিত্য, অনুমত্যানুসারে, পরিত্যজ্য, উচ্ছৃঙ্খল, শিরচ্ছেদ, নভোচর, তৎ-ব্যতীত, নীরোদ, সংস্কৃতিবান্, শূর্পনখা, স্বচ্ছল, অন্তর্ভূক্ত, ব্রজগোপিনী, বিকীরণ, প্রাঙ্গন, চাক্ষুস, লক্ষীমান্, প্রজ্জ্বলিত, দিগেন্দ্র, সর্বাঙ্গীন, আদ্যাক্ষর, পথমধ্যে, মুমূর্ষু, আশীষ, মুহূর্ত, শিরমণি, সুসুপ্তি, বাহুল্যতা, ব্যাক্ত, বাল্মিকী, ঋণগ্রস্থ, সদ্যজাত, ফনীভূষণ, গোলকপতি, বিদ্যান্, বিপৎগ্রস্থ, মুখস্ত, কলুষতা, উজ্বল, প্রোজ্জল, পরিক্ষা, মান্যমান্, ময়মান্, দুরাবস্থা, সত্বা, সত্বেও, তথাপিও, ঐক্যতা, লক্ষী, সম্মুখ, ঐক্যমত, পিতৃমাতৃহীন শিশু, শ্রদ্ধাস্পদাসু তেজচন্দ্র, বিপদ্‌পাত্, বিপদসংকুল, পশ্চাদ্‌পদ, বিদ্যুৎবাহিনী, হে সুধি, মহদাশয় (ব্যক্তি), ষষ্ঠদশ, দুস্পাচ্য, পরিস্কৃত, উচ্ছাসিত, জাগ্রত, সবিনয়পূর্বক, কুৎসিৎ, ভৌগলিক, সকৃতজ্ঞ, হৃৎগত, গ্রাহ্যনীয়, জ্ঞানমান, দায়ীত্ব, সম্বৎসর, ব্যাবহার, জ্যোতীন্দ্র, রোগগ্রস্থ, পৌরুষতা, দাহ্যনীয়, আরতী, আগতকল্য, সুহৃদসাক্ষাৎ, সুহৃদদর্শন, বিপদসূচক, মনোসংযোগ, নীলিমাদেবী, রঞ্জিৎকুমার, অপগণ্ড, নিভাননী, বপিত, সম্মোহন, বৈশিষ্ট, দাতা ও গৃহীতা, সক্ষম, নির্দোষী, নির্দোষিতা, জগদীন্দ্র, সন্ন্যাসিনী, কুরঙ্গিণী, সুকৃতিশালিনী মাতৃবৃন্দ, সশঙ্কিত, শ্রীমদ্ভাগবৎ, শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা, এতদ্‌সত্ত্বেও, ছন্দোকুশলী, দৈন্যতা, উৎকর্ষতা, নিরপরাধী, নিরপরাধিনী, বিদ্যুতালোক, বিদ্যুতুল্লসিত, প্রতিযোগীতা, অপকর্ষতা, সাবধানী, মনযোগী, অপরাহ্ণ, কল্যাণীয়াষু, আবশ্যকীয়, অধ্যায়ন, সদ্যপাতী, ঔদ্ধত্ব, ব্যাথা, সান্তনা, দৌরাত্ম, যুদ্ধমান, শ্রেয়োফল, বাকপতি, নভোচারিণী, সদ্যোপ্রসূ, বাগ্‌শুদ্ধি, স্থায়ীত্ব, বিশ্বাসনীয়তা, শূণ্য, ইতোপূর্বে, আঠাশ, যৎপরনাস্তি প্রদ্বৎ, দৃকপাত, মৌনতা, মন্ডিত, ষড়ভূজা, শিরপীড়া, মানসক্ষেত্রে অঙ্কিত, হৃদয়মন্দিরে ভক্তিবীজ রোপণ করা, মরীচিকার মতো উবিয়া যাওয়া, দেশমাতৃকার চরণে সবকিছু ভুবাইয়া দেওয়া, আবহমান কাল হইতে।

৩। কোন্‌টি শুদ্ধ বিচার কর ঃ উৎকর্ষতা উৎকর্ষ ঃ সহ্যশীল সহনশীল ; সমৃদ্ধ-শালী সমৃদ্ধিশালী ; ঐকমত্য ঐক্যমত ; ভৌগলিক ভৌগোলিক ; আয়ত্ব আয়ত্ত ; মুখর মুখরিত ; স্বার্থকতা সার্থকতা ; প্রফুল্ল প্রফুল্লিত ; ইতিমধ্যে ইতোমধ্যে ; আনুসঙ্গিক

আনুষঙ্গিক ; মধুসূদন মধুসূদন ; শিরচ্ছেদ শিরশ্ছেদ ; সর্বনাশ সর্বনাস ; শূর্পণখা শূর্পনখা ; তেজষ্ক্রিয় তেজস্ক্রিয় ; প্রণষ্ট প্রনষ্ট ; ইতিপূর্বে ইতঃপূর্বে ; জগতাতীত জগদতীত ; বিদ্যান বিদ্বান্ ; সতর্কীকরণ সতর্কীকরণ ; পরিষেবক পরিসেবক ; নির্লোভ নির্লোভী ; অর্থনৈতিক আর্থনীতিক ; নির্দোষতা নির্দোষিতা ; অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভূত ; পাশ্চাত্ত্য পাশ্চাত্য ; রাষ্ট্রীয়করণ রাষ্ট্রীয়ীকরণ ; গৃহীতব্য গৃহীতব্য ; প্রনাশ প্রণাশ ; দুষ্কৃতিকারী দুষ্কৃতীকারী ; প্রত্যক্ষীভূত প্রত্যক্ষভূত ; অনুষ্ঠাতব্য অনুষ্ঠিতব্য ; বিদ্যুতাধার বিদ্যুদাধার ; রসায়ণ রসায়ন ; সংস্কৃতিমান্ সংস্কৃতিবান্ ; সুহৃদসংঘ সুহৃৎসংঘ ; পথকৃৎ পথিকৃৎ ; পশ্চাৎপট পশ্চাদপট ; প্রতিশ্রুতিমান্ প্রতিশ্রুতিবান্ ; উন্নতশীল উন্নতিশীল।

৪। শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ তাহার সৌজন্যতা দর্শনে আমরা সানন্দিত হইলাম। জ্যোতীন্দ্র মনোকষ্টে সন্যাসী হইয়াছে। বহু বালকেরা পক্ষীশাবক ধরিয়া অকারণ যন্ত্রনা দেয়। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জেষ্ঠপুত্র শশীবদন পাশ্চাত্য আদবকায়দায় বেশ অভ্যস্থ। অর্থের স্বার্থকতা সম্বন্ধে মহিমারঞ্জন বাবুর সঙ্গে আমাদের অনেক কথপোকথন হইয়াছিল। দেখিলাম অর্থনৈতিক সমস্ত তত্ত্বাবলীই তাহার নখাগ্রকুরে বিদ্যমান। প্রোজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে আশীষকুমার আশৈশব হইতে সঞ্চিত বিষয়সমূহ বিসর্জন দিলেন। ফণীবাবুর মতোন নির্লোভী নিরহংকারী মানুষ ক্বচিত দেখা যায়। সুবুদ্ধিমান্ বালকটির বুদ্ধিমানতার পরিচয় পাইয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি সন্তোষ হইলেন।

৫। বিশুদ্ধ শব্দটি নির্বাচন কর ঃ

(i) দূষণীয় / দূষনীয় / দোষণীয় / দোষনীয়
(ii) সম্মন্ধে / সম্বন্ধে / সম্মন্ধে
(iii) প্রজ্জলিত / প্রজ্বলিত / প্রজ্বলিত
(iv) স্বত্বা / স্বত্তা / স্বত্ত্বা / সত্তা (বিদ্যমানতা অর্থে)
(v) স্বত্ব / স্বত্ত / স্বত্ত্ব / সত্ত্ব (অধিকার অর্থে)
(vi) সত্ত্ব / স্বত্ত / স্বত্ত্ব / সত্ত (শ্রেষ্ঠ গুণ অর্থে)
(vii) শুদ্ধকরণ / শুদ্ধিকরণ / শুদ্ধীকরণ
(viii) ষড়দর্শন / ষড়্দর্শন / ষট্দর্শন / ষট্দর্শন
(ix) ত্রয়োত্রিংশৎ / ত্রয়স্ত্রিংশৎ / ত্রয়োস্ত্রিংশৎ
(x) প্রদ্যুৎ / প্রদ্যুত / প্রদ্যোত / প্রদ্যোৎ
(xi) কিরিটীনী / কিরীটীনি / কীরিটীনী / কিরীটিনী
(xii) দিক্দর্শন / দিকদর্শন / দিগ্দর্শন / দিগদর্শন
(xiii) হরিদ্বর্ণ / হরিৎবর্ণ / হরিদবর্ণ
(xiv) পাণিনী / পাণীনী / পাণীনি / পাণিনি
(xv) অগ্নুচ্ছ্বাস / অগ্ন্যচ্ছ্বাস / অগ্নুচ্ছাস / অগ্ন্যচ্ছাস
(xvi) শ্রীমতি / শ্রীমতী / শ্রীমানী (শ্রীমান্-এর স্ত্রীলিঙ্গ)
(xvii) সংবিত / সম্বিত / সংবিৎ / সম্বিদ্ / সম্বিৎ
(xviii) জাগ্রদবস্থা / জাগ্রতাবস্থা / জাগ্রদাবস্থা / জাগ্রতবস্থা
(xix) নির্দোষীতা / নির্দোষিতা / নির্দোষতা

BANGODARSHAN.COM

(xx) অপস্রিয়মাণ / অপস্রিয়মান (যাঁহাকে অপসারিত করা হইতেছে)
(xxi) ম্রিয়মাণা / ম্রিয়মানা / ম্লিয়মাণা / ম্লিয়মানা
(xxii) সমৃদ্ধশালি / সমৃদ্ধশালী / সমৃদ্ধিশালি / সমৃদ্ধিশালী
(xxiii) বিদ্যুতায়ন / বিদ্যুদায়ন / বিদ্যুতয়ন / বিদ্যুদয়ন
(xxiv) ত্বরিদ্গতি / ত্বরিদগতি / ত্বরিৎগতি / ত্বরিতগতি
(xxv) শিরঃচ্যুত / শিরোচ্যুত / শিরচ্চ্যুত / শিরশ্চ্যুত
(xxvi) প্রোজ্জ্বল / প্রোজ্বল / প্রজ্জ্বল / প্রজ্বল
(xxvii) এতদ্দ্বারা / এতদ্দ্বারা / এতদ্দারা
(xxviii) সায়ত্ত্ব / স্বায়ত্ত / সায়ত্ব / স্বায়ত্ব
(xxix) উদ্যক্ত / উদ্যাক্ত / উদ্যক্ত
(xxx) সার্বভৌমত্ব / সার্বভৌমত্য / সার্বভৌমত্ত

৬। বন্ধনীমধ্য হইতে উপযুক্ত শব্দাংশটি নির্বাচন করিয়া প্রতিটি বাক্যের শূন্যস্থান বা শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর ঃ

(ক) সংস্কৃতি··· মানুষ সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ (মান্ / বান্)।
(খ) পরি···ত জলসরবরাহের প্রতি···তি পাইলাম (শ্রু / স্রু))।
(গ) শাখা···ত ···ত-মঞ্জরীটি বেশ দৃষ্টিনন্দন (চু / চ্যু)।
(ঘ) মধ্যশিক্ষা-পর্ষ···র অনুমোদন না পেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়াই যায় না (তে / দে)।
(ঙ) 'ণ' এই বর্ণটির নাম মূর্ধ··· ণ (ণ্য / ন্য)।

৭। বন্ধনীমধ্য হইতে উপযুক্ত শব্দটি বাছিয়া আয়তাক্ষর স্থানে বসাও ঃ

(i) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ফাল্গুনির **বন্ধুত্ব** অতুলন। (সখ্যতা / সখ্য)
(ii) জহ্নুমুনি গঙ্গাকে **জানু** চিরে মুক্তি দিলেন। (উরু / উরু)
(iii) সমাজে সব মানুষের শক্তি-**সমতা** চাই। (সাম্য / সাম্যতা)
(iv) সীতার সঙ্গে সরমার বেশ **সখীভাব** ছিল। (সখিত্ব / সখীত্ব)
(v) হঠাৎ বিদ্যুৎসরবরাহ বন্ধ হওয়ায় অনুষ্ঠান **বিঘ্নিত** হয়েছে। (ব্যাঘাত / ব্যাহত)
(vi) শুক্রাচার্য বলিকে **ক্ষান্ত** হতে বললেও দৈত্যরাজ বামনদেবের পরিচর্যায় পূর্ববৎ **নিযুক্ত** রইলেন। (নিরত / নীরত)
(vii) সহস্র তিরস্কারেও জড়ভরত **নীরব** রহিলেন, কিছুতেই তাঁহার **নীরবতা** ক্ষুণ্ন হইল না। (মৌন / মৌনী)
(viii) ঝটিকায় বৃক্ষটি **শাখাশূন্য** হইয়াছে। (ভগ্নশাখ / ভগ্নশাখা)
(ix) আমার এ নিদারুণ সন্দেহ কে **বিদূরিত** করবেন ? (নিরশন / নিরসন)
(x) পরমানন্দ মাধব সকলেরই **বন্দনার যোগ্য**। (বন্দ্য / বন্দ্যনীয়)

পরিশিষ্ট

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বন্ধনীমধ্যে সংজ্ঞার্থ-সংখ্যা দেওয়া হইল)

বিষয়	পৃষ্ঠা
অকর্মিকা ক্রিয়া (১১৩)	১৮৫
অক্ষর	৪১
অঘোষবর্ণ (১৪)	১৮
অতীত কাল (১১৭)	১৯১
অধিকরণকারক (৮৬)	১৩৮
অনন্বয়ী অব্যয় (১২৭)	২১৮
অনুক্ত কর্তা	১২৮
অনুনাসিকবর্ণ বা নাসিক্যবর্ণ (১৬)	১৮
অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় (৭৯)	১২৩
অন্তঃস্থবর্ণ (১৮)	১৯
অপত্যার্থক প্রত্যয় (১৭৪)	৩০৩
অপশব্দ	২৬৮
অপশ্রুতি (৩৭)	৫৩
অপাদানকারক (৮৫)	১৩৬
অপিনিহিতি (২৪)	৪৭
অব্যয় (৬৫)	৮৭
অব্যয়ের বিশেষণ (৯৫)	১৬৯
অব্যয়ীভাব সমাস (১৫২)	২৫৬
অভিশ্রুতি (২৫)	৪৮
অর্ধ-তৎসম শব্দ (১৬৫)	২৭০
অর্ধস্বর	১৯
অলুক্ সমাস (১৫৩)	২৫৮
অল্পপ্রাণ বর্ণ (১২)	১৭
অসমাপিকা ক্রিয়া (৬৩)	৮৬
অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ কর্ম	১৩২
অসম্পূর্ণ বা পঙ্গুধাতু (১২৩)	২০৮
আকাঙ্ক্ষা (১৮০)	৩৩১
আদেশ (৩৮)	৫৩
আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ (১৯)	১৯
আসত্তি (১৭৮)	৩৩১
ঊক্তি (১৮৮)	৩৫৯
উত্তমপুরুষ (৭৫)	১১৬
উদ্দেশ্য (৫৬)	৮৪
উদ্দেশ্য কর্ম	১৩২
উপধা (১৭৩)	২৮৬
উপপদ (১৩৫)	২৩৮
উপপদ তৎপুরুষ (১৩৬)	২৩৮
উপবাক্যীয় কর্তা	১২৯
উপবাক্যীয় কর্ম	১৩৩
উপমাত্মক বহুব্রীহি (১৪৮)	২৫৩
উপমান ও উপমেয়	২৪৪
উপমান কর্মধারয় (১৪০)	২৪৫
উপমিত কর্মধারয় (১৪১)	২৪৫
উপসর্গ (১৭৬)	৩২৪
উপায়াত্মক করণ	১৩৪
উভয়লিঙ্গ (৬৯)	৯৭
উষ্মবর্ণ (১৭)	১৮
ঊহ্য কর্ম	১৩৩
একবচন (৭২)	১১০
ঔষ্ঠ্যবর্ণ	৩৩
কণ্ঠ্যবর্ণ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	৩১
কম্পনজাত বর্ণ	৩৫
করণকারক (৮৩)	১৩৩
কর্তৃকারক (৮১)	১২৬
কর্মকর্তৃবাচ্য	৩৬৯
কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা	১২৮
কর্মকারক (৮২)	১৩০
কর্মধারয় সমাস (১৩৮)	২৪০
কারক (৮০)	১২৫
কালাধিকরণ	১৩৯
কুণ্ঠিত স্বর	২০
কৃৎ-প্রত্যয় (১৭১)	২৮৫
কৃদন্ত বিশেষণ (৯১—ড)	১৬৫
ক্রম বা পূরণবাচক বিশেষণ (৯৭)	১৭০

BANGODARSHAN.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
ক্রিয়াপদ (৫১, ৬১, ১০২)	৮৩, ৮৫, ১৭৮
ক্রিয়ার কাল (১১৫)	১৯০
ক্রিয়ার বিশেষণ (৯৩)	১৬৭
ক্রিয়ার ভাব (১২১)	১৯৬
ক্রিয়ার রূপ (১২২)	১৯৭
ক্লীবলিঙ্গ (৬৮)	৯৭
ক্ষীণায়ন	১৭
খণ্ডিত শব্দ	২৬৮
গুণ (৩৪)	৫২
গৌণ কর্ম	১৩১
ঘৃষ্টধ্বনি	৪২
ঘৃষ্টবর্ণ	৩১
ঘোষবর্ণ (১৫)	১৮
চলিত ভাষা (৫)	৯
ছেদচিহ্ন (১৮৭)	৩৫৫
জটিল বাক্য (১৮২)	৩৩৩
জোড়কলম শব্দ	২৬৮
ণত্ব-বিধান (৩৯)	৫৭
তৎপুরুষ সমাস (১৩৪)	২৩৩
তৎসম শব্দ (১৬৩)	২৬৯
তদ্ধিত-প্রত্যয় (১৭২)	২৮৫
তদ্ধিতান্ত বিশেষণ (৯১—ঠ)	১৬৫
তদ্ভব শব্দ (১৬৪)	২৬৯
তরল-স্বর	১৯
তাড়নজাত ধ্বনি	৩২
তালব্যবর্ণ	৩১
তির্যক্ বিভক্তি (৮৭)	১৪০
দন্ত্যবর্ণ	৩২
দীর্ঘ অক্ষর	৪২
দীর্ঘস্বর	১৫
দেশী শব্দ (১৬৬)	২৭১
দ্বন্দ্ব সমাস (১৩৩)	২৩১
দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া (১১৪)	১৮৫
দ্বিগু (১৪৩)	২৪৮
দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি	৪১
দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা	৪২
ধাতু (৯৯)	১৭৭
ধাতুবিভক্তি (৫৪, ১০০)	৮৩, ১৭৭
ধাত্ববয়ব প্রত্যয় (১০১)	১৭৭
ধ্বন্যাত্মক অব্যয় (১২৮)	২২০
নঞর্থক ক্রিয়া ও নঞর্থক ধাতু	২০৯
নঞর্থক বহুব্রীহি (১৪৭)	২৫২
নঞ্-তৎপুরুষ (১৩৭)	২৪০
নামধাতু	১৮০
নামধাতুজ ক্রিয়া (১০৭)	১৮০
নামপদ (৫০)	৮৩
নাম-বিশেষণ (৯১)	১৬৩
নাসিক্যীভবন	৩৭
নিত্য-সমাস (১৫৪)	২৫৯
নিপাতন-সিদ্ধ (৪৩)	৬৭
পঙ্গু ক্রিয়া (১২৪)	২১০
পঙ্গু ধাতু (১২৩)	২০৮
পদ (৪৯)	৮৩
পদান্তর-সাধন	৩১৫
পদান্বয়ী অব্যয় (১২৫)	২১৬
পাদাশ্রিত নির্দেশক (৭৪)	১১০
পশ্চাৎ স্বরধ্বনি	২০
পার্শ্বিক ধ্বনি	৩৬
পীনায়ন	১৭
পুংলিঙ্গ (৬৬)	৯৭
প্রকৃতি (১৫৯)	২৬৫
প্রতিবর্ণীকরণ	২৮০
প্রতিশব্দ (১৯৬)	৩৮০
প্রত্যয় (১৭০)	২৮৫
প্রথমপুরুষ (৭৭)	১১৮
প্রবচন (১৯৮)	৩৯৯
প্রযোজক কর্তা	১২৮
প্রযোজিকা ক্রিয়া (১০৬)	১৭৯
প্রযোজ্য কর্তা	১২৮
প্রসারিত স্বর	২০
প্লুতস্বর (৮)	১৬
বচন (৭১)	১১০
বর্ণ (৬)	১৫
বর্ণদ্বিত্ব (৩১)	৫১

বিষয়	পৃষ্ঠা
বর্ণবিকার (২৮)	৫০
বর্ণবিপর্যয় (২৯)	৫০
বর্ণবিশ্লেষণ (২১)	৪১
বর্ণলোপ (৩২)	৫১
বর্ণাগম (৩০)	৫০
বর্তমান কাল (১১৬)	১৯০
বহুবচন (৭৩)	১১০
বহুব্রীহি সমাস (১৪৪)	২৪৯
বাংলা উপসর্গ	৩২৭
বাংলা ব্যাকরণ (৩)	২
বাংলা ভাষা (২)	১
বাক্য (৫৫, ১৭৭)	৮৩, ৩৩১
বাক্য-প্রসারণ	৩৭৫
বাক্য-বিয়োজন (১৯২)	৩৭৪
বাক্য-বিশ্লেষণ (১৮৪)	৩৩৪
বাক্য-সংকোচন (১৮৫)	৩৩৬
বাক্য-সংযোজন (১৯১)	৩৭২
বাক্যাংশ কর্তা	১২৯
বাক্যাংশ কর্ম	১৩৩
বাক্যান্তরীকরণ	৩৫৯
বাক্যালংকার অব্যয়	২২০
বাগ্‌বিধি	৩৮৬
বাচ্য ১৮৯)	৩৬৮
বাচ্য-পরিবর্তন (১৯০)	৩৬৮
বাচ্যসম্পর্ক	২৮৬
বাচ্যার্থ (১৯৩)	৩৭৯
বিগ্রহবাক্য (১৩২)	২৩০
বিদেশী উপসর্গ	৩২৮
বিদেশী শব্দ (১৬৭)	২৭১
বিধেয় (৫৭)	৮৪
বিধেয় কর্ম	১৩২
বিধেয় বিশেষণ (৯২)	১৬৬
বিপরীতার্থক শব্দ (১৮৬)	৩৪৯
বিভক্তি (৫২)	৮৩
বিশেষণ (৬০)	৮৫
বিশেষণের তারতম্য (৯৮)	১৭২
বিশেষণের বিশেষণ (৯৪)	১৬৯
বিশেষ্য (৫৮)	৮৪
বিষমীভবন	৫০
বিষয়াধিকরণ	১৩৯
বিসর্গসন্ধি (৪৫)	৭০
বৃদ্ধি (৩৫)	৫৩
ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি (১৯৫)	৩৭৯
ব্যঞ্জনবর্ণ (১০)	১৬
ব্যঞ্জনসন্ধি (৪৪)	৬৭
ব্যতিহার কর্তা	১২৮
ব্যতিহার বহুব্রীহি (১৪৯)	২৫৪
ব্যধিকরণ বহুব্রীহি (১৪৬)	২৫২
ব্যাসবাক্য বা সমাসবাক্য (১৩২)	২৩০
ভবিষ্যৎ কাল (১১৮)	১৯২
ভাষা (১)	১
ভিন্নার্থক শব্দ (১৯৭)	৩৮২
মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (১৩৯)	২৪৩
মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি (১৪৮)	২৫৩
মধ্যমপুরুষ (৭৬)	১১৭
মহাপ্রাণ বর্ণ (১৩)	১৭
মাত্রা	৪২
মুখ্য কর্ম	১৩১
মূর্ধন্যবর্ণ	৩১
মূর্ধন্যীভবন	৩৩
মৌলিক কাল (১১৯)	১৯৩
মৌলিক ক্রিয়া (১০৪)	১৭৮
মৌলিক ধাতু (১০৩)	১৭৮
মৌলিক শব্দ (১৫৭)	২৬৪
যঙন্ত ধাতু	২৮৯
যন্ত্রাত্মক করণ	১৩৪
যুক্তবর্ণ (২০)	৩৮
যোগরূঢ় শব্দ (১৬২)	২৬৬
যোগ্যতা (১৭৯)	৩৩১
যৌগিক কাল (১২০)	১৯৩
যৌগিক ক্রিয়া (১১১)	১৮৩
যৌগিক ধাতু (১১০)	১৮৩
যৌগিক বাক্য (১৮৩)	৩৩৪
যৌগিক শব্দ (১৬০)	২৬৫

BANGODARSHAN.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
যৌগিক সর্বনাম	৯৩
যৌগিক স্বর বা সন্ধিস্বর (৯)	১৬
য়-শ্রুতি বা ব-শ্রুতি (২৬)	৪৯
রু-জাত বিসর্গ (৪৭)	৭১
রূঢ় শব্দ (১৬১)	২৬৫
রূপক কর্মধারয় (১৪২)	২৪৬
লক্ষ্যার্থ (১৯৪)	৩৭৯
লোকব্যুৎপত্তিজাত শব্দ	২৬৭
শব্দ (৪৮, ১৫৬)	৮২, ২৬৪
শব্দদ্বৈত (১৬৯)	২৭৭
শব্দবিভক্তি (৫৩)	৮৩
শব্দরূপ (৯০)	১৫৩
শব্দার্থের অপকর্ষ	২৬৬
শব্দার্থের উৎকর্ষ	২৬৬
শিসধ্বনি	১৯
শুদ্ধীকরণ	৪১৫
শূন্যবিভক্তি (৭৮)	১২২
শ্রুতিধ্বনি (২৬)	৪৯
স্বর-বিধান (৪০)	৫৯
সু-জাত বিসর্গ (৪৬)	৭০
সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি (১৫১)	২৫৫
সংখ্যাবাচক বিশেষণ (৯৬)	১৬৯
সংযোগমূলক ক্রিয়া (১০৯)	১৮২
সংযোগমূলক ধাতু (১০৮)	১৮১
সকর্মক ক্রিয়া (১১২)	১৮৫
সঙ্কর শব্দ (১৬৮)	২৭৫
সন্ধি (৪১)	৬৩
সন্ধিস্বর বা সন্ধ্যক্ষর (৯)	১৬
সব্যয়পদ (৬৪)	৮৭
সমধাতুজ করণ	১৩৪
সমধাতুজ কর্তা	১২৭
সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম	১৩২
সমস্ত-পদ বা সমাসবদ্ধ পদ (১৩০)	২৩০
সমস্যমান পদ (১৩১)	২৩০
সমাক্ষর লোপ	৫২
সমাধিকরণ বহুব্রীহি (১৪৫)	২
সমাপিকা ক্রিয়া (৬২)	
সমাস (১২৯)	২
সমাসান্ত প্রত্যয় (১৫৫)	২
সমীভবন বা সমীকরণ (২৭)	
সমুচ্চয়ী অব্যয় (১২৬)	২
সম্প্রকর্ষ (৩৩)	
সম্প্রদানকারক (৮৪)	১
সম্প্রসারণ (৩৬)	
সম্বন্ধপদ (৮৮)	১
সম্বোধনপদ (৮৯)	১
সম্মুখ স্বরধ্বনি	
সরল বাক্য (১৮১)	৩
সর্বনাম (৫৯)	
সহযোগী কর্তা	১
সহার্থক বহুব্রীহি (১৫০)	২
সাদৃশ্যবাচক শব্দ	২
সাধন কর্তা	১
সাধারণধর্ম	২
সাধিত ধাতু (১০৫)	১
সাধিত শব্দ (১৫৮)	২
সাধু ভাষা (৪)	
সাপেক্ষ সর্বনাম	
সিদ্ধ ধাতু (১০৩)	১
স্ত্রী-প্রত্যয় (৭০)	
স্ত্রীলিঙ্গ (৬৭)	
স্থানাধিকরণ	১
স্পর্শবর্ণ (১১)	
স্বরবর্ণ (৭)	
স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (২২)	
স্বরসঙ্গতি (২৩)	
স্বরসন্ধি (৪২)	
স্বতোনাসিক্যীভবন	
স্বার্থিক প্রত্যয় (১৭৫)	৩
হ্রস্বস্বর	